সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Weekly Bangladesh New York, Vol. 29 • Issue 07 • Thursday, 23 July 2026 • ০৮ শ্রাবণ ১৪৩৩, ০৯ সফর ১৪৪৮

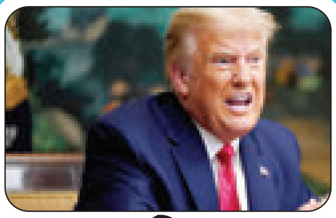

আরেকটি ‘অনন্ত যুদ্ধের’ ঝুঁকিতে ট্রাম্প

নিউইয়র্ক টাইমস : চিরকাল স্থায়ী হবে, এমন কোনো *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

সরকারের ঘরেই শত্রুদের বসবাস!

ঢাকা : গণতন্ত্রে একটি নির্বাচিত সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে। জনগণের কাছে সব *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ধরপাকড় বৃদ্ধি : অভিবাসীরা আতঙ্কে : এক বছরে–

নিউইয়র্ক সিটিতে আইস’র হাতে সাড়ে ২৮ হাজার আটক

বাংলাদেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আইসের হাতে আটকের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে অভিবাসীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র নিউইয়র্ক সিটিতেই গত এক বছরে সাড়ে ২৮ হাজার অভিবাসী আটকের ঘটনা ঘটেছে। ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ চলাকালে অবৈধ অভিবাসীদের আটক ও ডিপোর্টেশনের সংখ্যা কিছুটা কমলেও তা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। যুদ্ধ শুরু হয়েছিল গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে। মাঝে কিছু কিছু সময়ে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা কমেছে, স্থায়ী যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা প্রায় নাকচ হওয়ার পর ‘আইস’ *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

কার্যকর হবে ১৮ সেপ্টেম্বর

গ্রিণকার্ডের পথে অন্তরায় নতুন পাবলিক চার্জ বিধি

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশন, গত ২০ জুলাই সোমবার নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের অভিবাসী বিষয়ক কার্যালয় এবং অভিবাসী *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

জিয়া হত্যারহস্য : মুখ খুলছেন মোজাফফর

ঢাকা : শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার নেপথ্যে কারা ছিলেন, সে সম্পর্কে তদন্ত ও গবেষণা *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

বাংলাদেশে প্রবাসী আয়ের ৬২% যুক্তরাষ্ট্রসহ পাঁচ দেশ থেকে

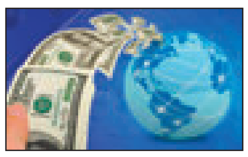

ঢাকা : বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) দেশে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স তথা প্রবাসী আয় এসেছে, তার প্রায় ৬২ শতাংশেরই উৎস হলো পাঁচটি দেশ। দেশগুলো হচ্ছে–সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। মূলত এসব দেশে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী ও প্রবাসী বসবাস করায় এগুলো থেকে প্রবাসী আয়ের বড় অংশ আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত অর্থবছরের *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

এমপি গাজী নজরুল ইসলামকে জামায়াত থেকে বহিষ্কার

ঢাকা : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘ব্যক্তিগত মুহূর্তের’ ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার কারণে আলোচনায় আসা সাতক্ষীরা-৪ আসনের *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

সিঙ্গাপুরের পাসপোর্ট সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে তিন ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে এসে শক্তিশালী পাসপোর্টের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান এখন ৯৭তম। *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
- Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
- Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
- Halal Breakfast & Lunch
- Diabetes Prevention Program
- Help to apply for Medicaid/Food Stamp
- ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1st Aide Home Care
OUR GROUP OF COMPANIES
1st AIDE HOME CARE INC
IDENTO GO
IdentoGO by IDEMIA
JAMAICA SOCIAL ADULT DAY CARE
JAMAICA
ASTORIA SOCIAL ADULT DAY CARE
Astoria Social Adult Day Care
BUFFALO SENIOR COMMUNITY CENTER
BUFFALO

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
ARC
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
Red Cow FULL CREAM MILK POWDER
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU
VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
- TAX Liens
- Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmacreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
- LHSCA
- PCA Training
- Day Care
- JAMAICA
- JACKSON HEIGHTS
- BROOKLYN
- BRONX
- LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায়
অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ
আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের
বিশেষ অনুদানে
(৭০% পর্যন্ত)
আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক
হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন
লাগিয়ে দিতে চাই
GREE MECHANICAL YONKERS
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

TEL. - (718) 953-7351
FAX - (718) 953-4968
uticapharmacy@yahoo.com

UTICA PHARMACY

285-287 UTICA AVENUE
(Near Eastern Parkway Next to Dunkin' Donuts)
BROOKLYN, NY 11213

"Serving the community for over 18 years"
We are not affiliated with any other pharmacy

SYED A. MUZAFFAR, M.S.
REGISTERED PHARMACIST

IRENE SALEH, PHARM.D.
REGISTERED PHARMACIST

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

Asif Mortuza

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

ব্যাংক্র্যাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

Call : 718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC

মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি

ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

- শারীরিক চেক আপ
- শিশু রোগ চিকিৎসা
- সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতার চিকিৎসা

- উচ্চ রক্ত চাপ
- ডায়াবেটিস
- হাই কোলেস্টেরল
- অ্যাজমা
- ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

718-880-2186

সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।
শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।

388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040 | 87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcareepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

রেমিট্যান্স যোদ্ধারা সরকারের মনোযোগ বঞ্চিত

সদ্যবিদায়ী অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) বাংলাদেশে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স তথা প্রবাসী আয় গেছে, তার প্রায় ৬২ শতাংশের উৎস পাঁচটি দেশ –সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। মূলত এসব দেশে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী ও প্রবাসী বসবাস করায় এগুলো থেকে প্রবাসী আয়ের বড় অংশ আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসীরা মোট ৩ হাজার ২৭৭ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে শীর্ষ পাঁচটি দেশ থেকেই এসেছে ২ হাজার ২৫ কোটি ডলার বা প্রায় ৬২ শতাংশ। সরকার প্রবাসীদের ব্যাংকিং চ্যানেলে আয় পাঠাতে উৎসাহ দিয়ে আসছে। এ জন্য ব্যাংকিং মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠালে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। এতে হুন্ডির মতো অবৈধ মাধ্যম নিরুৎসাহিত হচ্ছে। পাশাপাশি আগের তুলনায় ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পাঠানোর প্রক্রিয়াও সহজ করা হয়েছে। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে প্রবাসী আয়প্রবাহে। তবে আর্থিক খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, দেশের মোট রেমিট্যান্সের প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ মাত্র পাঁচটি দেশের ওপর নির্ভরশীল হওয়া অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে সংবেদনশীল। তাঁদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় অদক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিক বেশি থাকায় সেখানকার রেমিট্যান্স সব সময় স্থিতিশীল থাকে না। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান তুলনামূলক শক্ত হওয়ায় সেখান থেকে আয় বেশি স্থিতিশীলভাবে আসে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রধান এই পাঁচ দেশের অর্থনৈতিক নীতি, ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি বা শ্রমবাজারে বড় পরিবর্তন এলে তার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ে। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে। তাই নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের নতুন শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স পাঠানো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে তারা নানা অবহেলার শিকার হন। দেশের দূতাবাস তাদের বিষয়ে উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করে না। বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফলাইন প্রবাসী আয়। সীমাহীন লুটপাট, চরম অব্যবস্থাপনার পরও অর্থনীতি ধসের হাত থেকে বেঁচেছে উচ্চ প্রবাসী আয়ে। বিদেশে বিপুল প্রবাসী কঠোর পরিশ্রম করে দেশকে যখন সচল রাখছেন; তখন তাদের স্বার্থ রক্ষায় গাফিলতি অবহেলা চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স পাঠানো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে তারা নানা অবহেলার শিকার হন। দেশের দূতাবাস তাদের বিষয়ে উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করে না। এ সুযোগ নেয় নানা অসাধু চক্র। এমনকি তারা কর্মরত দেশের সরকারের দ্বারাও বঞ্চিত হন। সম্প্রতি কুয়েতে অর্ধলাখ প্রবাসী ঘরছাড়া হয়ে বড় বিপদের মধ্যে থাকার খবর পাওয়া গেছে। রাজধানী কুয়েত সিটিতে সরকার বড় ধরনের সাঁড়াশি অভিযান চালিয়েছে। জিলিব আল-শুয়ুখ, হাসাবিয়া ও আব্বাসিয়া এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে বসবাসকারীদের উচ্ছেদ করে। যারা সময়মতো বাসাবাড়ি থেকে বের হতে পারেননি তাদের আসবাব গৃহস্থালি রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়। তার আগে বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। ১৬ জুলাই রাতে শুরু হওয়া অভিযানে ৫০ হাজার বাংলাদেশী প্রবাসী রয়েছেন। উচ্ছেদের শিকার হওয়া বাসিন্দাদের বড় বিপদের কারণ হচ্ছে উচ্চ তাপদাহ। এ সময়ে সেখানকার তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলাসিয়াস। খোলা জায়গায় শিশু ও নারীরা তীব্র গরম সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ পড়েছেন। অনেক বাংলাদেশীকে এ সময়ে কয়েক দিন খোলা স্থানে থাকতে হয়েছে। অস্থায়ী শিবিরের ব্যবস্থা করা হলেও যথেষ্ট না হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। বাংলাদেশী শ্রমিকদের অন্যতম গন্তব্য মধ্যপ্রাচ্যের কুয়েত। দেশটিতে বসবাসকারী ৫০ লাখ মানুষের মধ্যে তিন লাখ বাংলাদেশী। অভিযানে বিপুল বাংলদেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় স্থানীয় দূতাবাসের গাফিলতি আছে কি না তা আলোচনায় এসেছে। ওই এলাকায় বিপুল বাংলাদেশী থাকায় স্থানীয় দূতাবাসের বিষয়টি অবহিত থাকা দরকার ছিল। অবস্থাদৃষ্টে স্পষ্ট যে, কুয়েতে থাকা বিপুল প্রবাসী কর্মী দূতাবাসের যথেষ্ট মনোযোগ পাননি। দূতাবাসের অবহেলা খতিয়ে দেখা দরকার। প্রবাসীদের নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রবাসে এবং দেশে কোথাও তারা উপযুক্ত মর্যাদা ও মূল্যায়ন কোনোটাই পাচ্ছেন না।

নামাজের সময়সূচি

২৩-২৯ জুলাই ২০২৬ — ০৯-১৫ সফর ১৪৪৮

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২৩ জুলাই	৪.১২	৫.৪৪	০১.০২	৫.৫৯	৮.২০	৯.৫২
২৪ জুলাই	৪.১৩	৫.৪৫	০১.০২	৫.৫৯	৮.১৯	৯.৫১
২৫ জুলাই	৪.১৪	৫.৪৬	০১.০২	৫.৫৯	৮.১৮	৯.৫০
২৬ জুলাই	৪.১৬	৫.৪৭	০১.০২	৫.৫৯	৮.১৭	৯.৪৯
২৭ জুলাই	৪.১৭	৫.৪৮	০১.০২	৫.৫৯	৮.১৭	৯.৪৭
২৮ জুলাই	৪.১৮	৫.৪৯	০১.০২	৫.৫৮	৮.১৬	৯.৪৬
২৯ জুলাই	৪.১৮	৫.৫০	০১.০২	৫.৫৮	৮.১৬	৯.৪৪

উপসম্পাদকীয়

প্রধান অন্তরায় বৈষম্য

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সংস্কৃতিচর্চা আমরা অনেকেই করি, কোনো না কোনোভাবে, অনেকেই করেছেন এবং করছেনও। কিন্তু তাদের সংস্কৃতিচর্চার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সেটা হচ্ছে অঙ্গীকার। অঙ্গীকারবদ্ধ সংস্কৃতিসেবীর সংখ্যা ব্যাপক না হলেও একসময় নিতান্ত কম ছিল না। আর এই অঙ্গীকারের কারণেই বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব হতো না। অন্যকে সঙ্গে নিতে হয়, সংগঠন গড়ে তোলার জন্য বিশ্বাস থাকতে হয়, সম্মিলিত উদ্যোগে এবং অনড় অবস্থানে। সংস্কৃতিচর্চার কোনো কাজই বিচ্ছিন্ন নয়, সব কাজেই সাংস্কৃতিক এবং একটি অপরটির সঙ্গে জড়িত। সংযুক্তির ভিত্তিটা হচ্ছে ওই অঙ্গীকার। সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এই অঙ্গীকারটা অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। কিন্তু এমনও হয় যে অঙ্গীকার নিয়ে শুরু করেন ঠিকই, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠেন, হয়তো বা আপসই করে ফেলেন, রণেভঙ্গ দেন। মতাদর্শিক অঙ্গীকারবদ্ধদের বেলায় সেটা ঘটবে এমন সম্ভাবনা কখনোই ছিল না এবং সেটা ঘটেওনি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অঙ্গীকারের প্রয়োজনীয়তাটাও সব সময়ে খেয়াল করা হয় না। অথচ অঙ্গীকার না থাকলে সংস্কৃতিচর্চা বিনোদনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সংস্কৃতির চর্চা অবশ্যই আনন্দের বিষয় যেখানে বিনোদন না থাকলে, উদ্যমের অভ্যন্তরে লক্ষণ দেখা দিতে পারে যান্ত্রিকতার। কিন্তু সংস্কৃতির অন্তরে যদি আদর্শবাদ না থাকে তবে তা তো বিনোদনই হয়ে উঠবে একবারে সত্য, এবং সমস্ত কিছুই পর্যবসিত হয় স্থূল ভোগবাদিতায়; অঙ্গীকারবদ্ধ সাংস্কৃতিক জগতে ভোগবাদিতা প্রধান হবে এটা অকল্পনীয়। সংস্কৃতির নামে যারা বিনোদন বিক্রি করে আসলে তারা সংস্কৃতিসেবী নয়, সংস্কৃতিব্যবসায়ী।

সংস্কৃতির অঙ্গীকারটা কী? সেটা হলো গণসংস্কৃতির বিকাশের। আমরা লোকসংস্কৃতির কথা খুব করে শুনি, লোকসংস্কৃতি এবং গণসংস্কৃতি কিন্তু এক ব্যাপার নয়, দুয়ের ভেতর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। লোকসংস্কৃতি হচ্ছে যেমন আছে তেমন থাকার সংস্কৃতি, আর গণসংস্কৃতি হচ্ছে সব বিকাশের। লোকসংস্কৃতি বিশেষ জনগোষ্ঠীর, গণসংস্কৃতি সব মানুষের। এক কথায় গণসংস্কৃতি হচ্ছে অগ্রগামিতার সর্বজনীনতার এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিকতার। গণতান্ত্রিকতাটাই হলো গণসংস্কৃতির মূল বিষয়। সব কাজেই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পক্ষে। এটি হচ্ছে সেই সংস্কৃতি যা মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর সংরক্ষণ ও বিকাশ চায়। সমাজকে নিয়ে যেতে চায় রূপান্তরের অভিমুখে। সমাজ-রূপান্তরের ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের দেশে নানা রকম বিপ্লব ঘটেছে বলে প্রচার আছে; সরকারের বদল হয়েছে, রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন চোখের সামনেই ঘটেছে; অতিদ্রুতগতিতে ধনবান হয়েছে কেউ-কেউ, নেমে গেছে অনেকে, কিন্তু সমাজ বদলায়নি, রয়ে গেছে সেই আগের মতোই অস্বাস্থ্যকর ও নিপীড়নমূলক। সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে শুরু হয়েছিল যে ধরনের সামাজিক সম্পর্ক, ভোল ও লেবাস পাল্টে সেটাই রয়ে গেছে এখনো। এই বাস্তবতা অস্বীকারের পথ কী?

মানুষ সমাজেই বসবাস করে, শূন্যে নয়। সমাজে রয়েছে বেকারত্ব, অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র সবাই পীড়ন করছে ব্যক্তিকে। দুর্বল প্রতিনিয়ত পীড়িত হচ্ছে সন্ত্রাসীদের হাতে। এখন বর্বরতার প্রতিদ্বন্দ্বী কেবল বর্বরতারই। মাদকাসক্তি ক্রমাগত বাড়ছে। উন্নতির হৈ-হুল্লোড় চাপা দিতে চাচ্ছে মানুষের কান্নাকে। কিন্তু মানুষের অশ্রু মোছে না, সে কেবল বাড়েই। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন যে দরকার সেটা অনেকেই বোঝেন। কিন্তু ওই লক্ষ্যে কাজ করেন না। প্রকৃত সংস্কৃতিবানরা নিশ্চয় তা করেন। আর সে জন্যই তারা ভিন্ন রকমের মানুষ। সমাজ পরিবর্তনের মূল সংগ্রামটা অবশ্যই রাজনৈতিক। রাষ্ট্রের চরিত্রে মৌলিক পরিবর্তন আবশ্যক, যেটা ঘটেনি। রাষ্ট্র বদলেছে, কিন্তু তার স্বভাব বদলায়নি। দেশবিরোধী চুক্তি হয় পক্ষান্তরে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব যে বিকিয়ে দেয়, সেটা তো আমরা বিলক্ষণ বুঝতে পারি। মনে রাখতে হবে ,শুধুমাত্র রাষ্ট্র বা শাসকের পরিবর্তন প্রকৃত মুক্তি আনতে পারে না; এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিমালিকানার বদলে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং একটি শোষণহীন সমাজ বিনির্মাণ। সমাজ পরিবর্তনের এই লড়াইয়ে বাকস্বাধীনতা, মানবাধিকার, পরিবেশ সুরক্ষা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম মূলত মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠারই সংগ্রাম। মানুষ যাতে কেবল টিকে থাকার জন্য লড়াই না করে, বরং মুক্ত ও মানবিক সত্তা নিয়ে বাঁচতে পারে। দেশের দক্ষিণপন্থি রাজনৈতিক দল যে কাজ করছে সেটা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই ভিন্ন অন্যকিছু নয়। তারা রাষ্ট্রের স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন আনবার ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নয়, তাদের লক্ষ্য বিদ্যমান ব্যবস্থাটাকে অক্ষুণ্ন রেখে যতটা পারা যায় দু'হাতে দখল করা। সামাজিক পরিবর্তন এই রাজনীতি দিয়ে হবে না। তার জন্য ভিন্ন রাজনীতির দরকার হবে।

আদর্শভিত্তিক রাজনীতি, সুশাসন ও দেশের উন্নয়ন হাত ধরাধরি করে চলে। আদর্শচ্যুত রাজনীতির কাছ থেকে সমাজ ও দেশ কিছু আশা করতে পারে না। তাতে বরং গণতান্ত্রিক চর্চা বিঘ্নিত হয়। চূড়ান্ত পরিবর্তনটা কিন্তু সংস্কৃতিতেই দরকার। সরকার বদলায়, সমাজ বদলায় না, এ অভিজ্ঞতা তো আমাদের অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। কিন্তু এমনকি সমাজ বদলালেও যে সংস্কৃতি বদলাবে এমনটা বলা যাবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনেই খোলা রয়েছে। সেখানে রাষ্ট্র বদল হয়েছিল, সমাজ বদলে ছিল এবং সংস্কৃতিতেও ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল রূপান্তরের। কিন্তু শেষের ওই কাজটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তার আগেই গোটা আয়োজনটাই ভেঙে পড়েছে। ভাঙবার একটি প্রধান কারণ কিন্তু আবার ওই সাংস্কৃতিক দুর্বলতাই। পরিবর্তনের কাজটি সোজা নয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সামাজিক আন্দোলন দরকার হবে, আবশ্যক হবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সব মিলিয়ে আন্দোলন হবে একটিই, সেটা হলো নতুন সমাজ গড়বার। তাতে অঙ্গীকারবদ্ধ সংস্কৃতিকর্মীরা থাকবেন, তাদের লক্ষ্য হবে অধিকতর অগ্রসর-সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনা। আজকের পৃথিবীতে সংস্কৃতির মূলশত্রু হচ্ছে পুঁজিবাদ। যার তৎপরতা বিভিন্নমুখী; যেমন সে বস্তুগত তেমনি আদর্শিক। বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, লগ্নিপুঁজির কারবার, অস্ত্র, মাদক ও পর্নোগ্রাফির ব্যবসা, কোথায় সে নেই? দখল করে রেখেছে গণমাধ্যমকে। আদর্শিকভাবে মানুষকে করে তুলছে মুনাফালোভী ও ভোগবাদী। পুঁজিবাদের সমস্ত তৎপরতাই সংস্কৃতিবিরোধী, যদিও সে ভান করে সংস্কৃতি-মনস্কতার। তার চেহারা সর্বত্রই উন্মোচিত, সাম্প্রতিককালে একটু বিশেষভাবেই উন্মোচিত হয়েছে ইরানবাসীর ওপর জায়ানবাদী ইসরায়েল ও মার্কিনি বাহিনীর আগ্রাসনে।

পুঁজিবাদকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত না করলে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে বিকশিত করার আন্দোলন অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়তে বাধ্য। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে প্রকৃত প্রাণ আসে লক্ষ্য যদি স্থির থাকে তবেই নইলে নয়। সেই লক্ষ্য অর্জনের অংশ থাকবে, অংশ থাকবে প্রত্যাখ্যানের। আমরা হইজাগতিক ও সর্বজনীন যে সংস্কৃতি গড়তে চাই সেটা হচ্ছে ইতিবাচক দিকনির্দেশ, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে পুঁজিবাদ-বিরোধিতা। দুয়ে মিলেই এক আসলে। ব্রিটিশ আমলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ তথা পুঁজিবাদ বিরোধিতার একটা বড় ধারা ছিল। ১৯৪৭-এর পর ওই ধারা ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু তার চেতনা একেবারে একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় ক্ষেত্রে জেগে উঠেছিল পাকিস্তানি নব্য-ঔপনিবেশিক দুর্গে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে পুঁজিবাদবিরোধী ধারা দুর্বল হয়ে গেছে। দুই কারণে, প্রথম কারণ রাষ্ট্রক্ষমতা চলে গেছে পুঁজিপন্থিদের হাতে; দ্বিতীয় কারণ সোভিয়েত শিবিরে একটা ধস নেমেছে। পুঁজিপন্থিদের ক্ষমতা-দখল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে একেবারে সরাসরি বিরোধিতা ছাড়া অন্যকিছু নয়। বিভিন্ন নামে এই শক্তিই রাষ্ট্র দখল করে রেখেছে, তারা মানুষকে পীড়ন করছে। তাদের বিভ্রান্ত করছে। মানুষের জীবনে এখন নিরাপত্তার বড়ই অভাব। সেই নিরাপত্তাহীনতা আর যাই করুক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চায় ব্রতী করে না। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন বামপন্থি মহলে হতাশা এনেছে। এই হতাশা বামপন্থিদের আদর্শগত অঙ্গীকারটা যে দুর্বল ছিল সেই নির্মম সত্যটিকেই তুলে ধরে। বুর্জোয়া শাসকরা বৈষম্যবিরোধী নয়। মানুষের এগিয়ে যাওয়ার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে বৈষম্য। এই বৈষম্যর নিরসন না হলে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এর জন্য উন্নতির ধারায় পরিবর্তন আনা চাই। উন্নতি পাহাড়ের মতো ভারী হয়ে জনগণের কাঁধে চড়ে বসবে না; উন্নতি হওয়া চাই নদীর মতো সৃষ্টিশীল, সর্বত্রগামী এবং উপকারী। এর জন্য রাষ্ট্রের পুঁজিবাদী-আমলাতান্ত্রিক চরিত্রে মৌলিক *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

শেখ হাসিনার ফেরা-না-ফেরা

মহিউদ্দিন আহমদ

সম্প্রতি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা রয়টার্সকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। রয়টার্সের দিল্লি প্রতিনিধির নেওয়া এ সাক্ষাৎকারটি প্রচারিত হওয়ার পরপরই এ নিয়ে আলোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, তিনি ও তার দলের নেতারা স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, তারা (সরকার) তাকে ফেরামাত্রই গ্রেফতার, এমনকি হত্যাও করতে পারে। তা সত্ত্বেও তিনি আসবেন। তার মতে, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দেশে ভয়াবহ দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছেন। তিনি বলেছেন, যদি মৃত্যু আসে, তবে তা যেন নিজের মাটিতে আসে-যেখানে তার বাবা-মা সমাহিত আছেন। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনি ভারতে চলে যান। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়। ২০২৫ সালে ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল একটি মামলায় তাকে তার অনুপস্থিতিতে আন্দোলন দমনে হত্যার নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়। তিনি এসব অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন। এর আগেও একাধিকবার শেখ হাসিনার নামে প্রচারিত অডিও বার্তায় শোনা গেছে, তিনি ধারেকাছেই আছেন, যে কোনো সময় দেশে ঢুকে পড়তে পারেন। এসব অডিওর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। কেননা এখন এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক কিছুই তৈরি করা সম্ভব। ফলে আমরা অনেক সময় বিভ্রান্ত হই। কিন্তু সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারটি প্রচার করেছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি বার্তা সংস্থা। সুতরাং এটিকে অসত্য বা ভুয়া বলে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই।

হাসিনা বলেছেন, তিনি ডিসেম্বরে দেশে ফিরবেন। তিনি এটি খোলাসা করেননি, সামনের ডিসেম্বরেই কি না। এ নিয়ে কিছু ট্রলও হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, তিনি আসলেই কি ফিরে আসার জন্য আগাম বার্তা দিয়েছেন, নাকি তার দলের নেতাকর্মী আর সমর্থকদের চাঙা করতে এটি বলেছেন, এ নিয়েও কথাবার্তা হচ্ছে। মোদ্দা কথা, তিনি আদৌ কি দেশে ফিরতে চান, নাকি ফেরার কথা বলে কোনো ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরির কৌশল নিয়েছেন। হাসিনা জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। এ দেশে তার ফিরে আসার শতভাগ অধিকার আছে। প্রসঙ্গত, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রায় পঁচিশজনের নাগরিকত্ব বাতিল করেছিল। তারা সবাই ছিলেন জন্মসূত্রে বাংলাদেশি। একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তারা ছিলেন 'পশ্চিম পাকিস্তানে' কিংবা অন্যান্য দেশে। জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির গোলাম আযমের নাগরিকত্বও বাতিল হয়েছিল। তিনি এ নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হন। ১৯৯৫ সালে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সর্বসম্মত রায়ে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল রেখেছিলেন। কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল, যিনি জন্মসূত্রে নাগরিক, তার নাগরিকত্ব বাতিল করা যায় না। কোনো অভিযোগ থাকলে তার বিচার করা যেতে পারে।

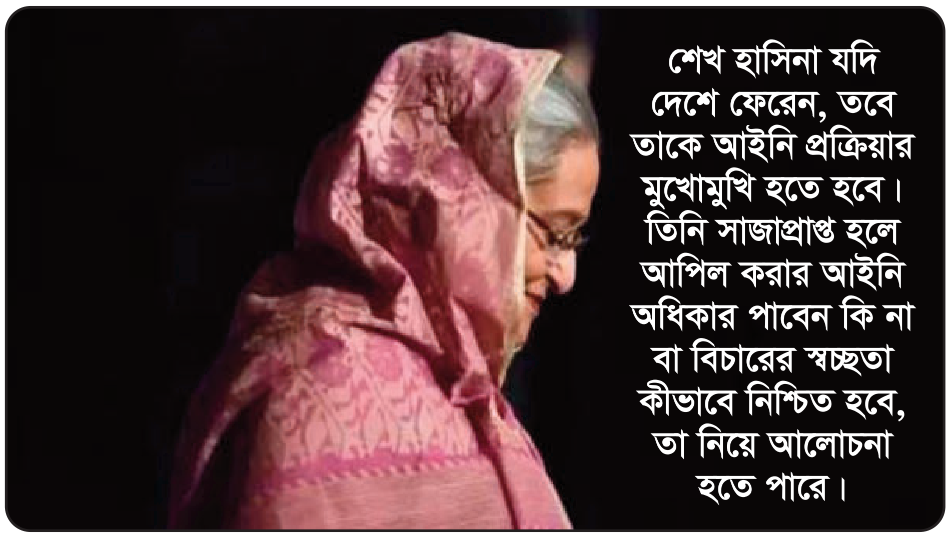

জন্মসূত্রে নাগরিকের নির্বাসনে থাকার উদাহরণ আরও আছে। সর্বশেষ উদাহরণটি তসলিমা নাসরিনের। তার লেখাজোখা ও কথাবার্তা নিয়ে সমাজের একটি অংশ খুবই নাখোশ। অনেকেই তার মৃত্যুদণ্ড চেয়েছেন। তার মাথার একটা দামও হাঁকা হয়েছিল। ওই সময় সরকারে ছিল খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি। সরকার ব্যাপারটি আইনি ফয়সালার দিকে না গিয়ে ঝমেলা এড়াতে ১৯৯৪ সালে তাকে গোপনে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে ব্যাংককগামী একটি বিমানে তুলে দিয়েছিল। এরপর সরকার বদল হয়েছে একাধিকবার। তসলিমা এ দেশে অবাঞ্ছিতই থেকে গেছেন। কথাটা এজন্যই তুললাম যে, এ দেশে তসলিমার অনেক ভক্ত বা শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন, আবার আছেন অনেক শত্রু। সরকারও চায় না, তিনি দেশে ফিরে আসুন। কোনো মানবাধিকার সংগঠনেরও এটুকু বলার মুরোদ নেই যে, তসলিমা বাংলাদেশে ফিরে আসুন এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে সেটির মোকাবিলা করুন।

তসলিমার সঙ্গে শেখ হাসিনার তুলনা করায় অনেকেই বিব্রত ও ক্ষুব্ধ হতে পারেন-কীসের সঙ্গে কী! বিষয়টি নৈতিকতার। একজন নাগরিক তার দেশে আসতেই পারেন। হাসিনাও আসতে চান বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এখানে প্রশ্ন হলো, তার ফিরে আসার জন্য যে পরিবেশ বা শর্তগুলো থাকা দরকার, তা আছে কি না। সোজা কথা হলো, তিনি এ দেশে নিরাপদ কি না। এখানে আমার কিছু পর্যবেক্ষণ আছে। শেখ হাসিনার ফেরা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার শতভাগ নিশ্চয়তা এবং পুনরায় ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনার ওপর। তিনি মনে করেন, শুধু বিচারের মুখোমুখি হতে বা জেলে যাওয়ার জন্য দেশে ফিরবেন না। তার ফেরা একটি অত্যন্ত জটিল রাজনৈতিক সমীকরণ, যা বাংলাদেশ, ভারত ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের সমঝোতার ওপর নির্ভরশীল। শেখ হাসিনা যদি দেশে ফেরেন, তবে তাকে আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে। তিনি সাজাপ্রাপ্ত হলে আপিল করার আইনি অধিকার পাবেন কি না বা বিচারের স্বচ্ছতা কীভাবে নিশ্চিত হবে, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। অতীতে রাজনৈতিক মামলার বিভিন্ন নজির টেনে বলা যায়, বিচারিক প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে এবং আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমরা জানি, পরস্থিতি পালটে গেলে ফাঁসির আসামিও দেশে ফিরে এসে বেকসুর খালাস পেয়ে যান। এ প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর সাবেক নেতা আবুল কালাম আজাদের কথা উল্লেখ করা যায়। শেখ হাসিনার সরকারের আমলে মানবতাবিরোধী অপরাধে প্রথম সাজা হয়েছিল তার। তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। তিনি আত্মগোপনে ছিলেন বা পালিয়ে গিয়েছিলেন। হাসিনা সরকারের পতনের পর তিনি ফিরে আসেন এবং আইনি প্রক্রিয়ায় মুক্ত হন। জামায়াতে ইসলামীর আরেক নেতা এ টি এম আজহারেরও ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। তিনি উচ্চ আদালতে আপিল করেছিলেন। মামলাটি ঝুলে ছিল। হাসিনা সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের সময় উচ্চ আদালত তার বিরুদ্ধে আনা মামলাটি খারিজ করে দেয়। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর টিকিটে তিনি রংপুরের একটি আসন থেকে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। 'মানবতাবিরোধী অপরাধে' একদা ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি এখন দেশের আইনপ্রণেতা। রাজনৈতিক পরিস্থিতি পালটে গেলে রাজ-নীতিবিদদের অবস্থানও পালটে যায়। 'দেশপ্রেমিক' হয়ে যান 'দেশদ্রোহী'। আর 'দেশদ্রোহী' হয়ে যান 'দেশপ্রেমিক'। এ এক মজার খেলা!

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে শেখ হাসিনার প্রস্থান নানাভাবে দেখা যায় : তিনি কি স্বেচ্ছানির্বাসনে গেছেন? তাকে কি জোর করে দেশছাড়া করা হয়েছে? তিনি কি পালিয়ে গেছেন? এটা কি তার কোনো কৌশলগত সাময়িক প্রস্থান? তিনি কখন কীভাবে গেলেন, তার একটা ফিরিস্তি দেওয়া যাক। তিনি আমাদের একটি সামরিক বিমানে করে ভারতের উত্তরপ্রদেশের নাজিয়াবাদে হিন্দোন বিমানঘাঁটিতে গিয়ে নেমেছেন। তাকে নিয়ে গেছেন আমাদের সামরিক বাহিনীর লোকেরা। সেখানে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন ভারতের সামরিক কর্মকর্তারা। *(বাকি অংশ 88 পাতায়)*

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm
আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা
জ্যামাইকায় নতুন অফিস

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

মোজাফফর আটক, জিয়া হত্যাকাণ্ডের রাজনীতি ও কমিশন গঠনের প্রস্তাব

কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পলাতক সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর (অব.) মোজাফফর হোসেন গ্রেপ্তার হয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসের অত্যন্ত জটিল, সংঘাতময় এবং বহুলাংশে ধূসর একটি অধ্যায়ের বিষয়ে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তি। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির শাসনতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নানা ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংকটের মধ্য দিয়েই যাচ্ছে। বিশেষ করে ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে সংঘটিত তৎকালীন রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান, বীর উত্তমের নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং তৎপরবর্তী সামরিক অভ্যুত্থান একটি অত্যন্ত গভীর ও সংবেদনশীল সংকটের জন্ম দেয়। দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে এই হত্যাকাণ্ড এবং তার সংলগ্ন ঘটনাবলি জাতীয় ইতিহাসের অন্যতম এক অমীমাংসিত রহস্য হিসেবে রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দীর্ঘকাল পলাতক থাকা সাবেক সামরিক কর্মকর্তা মেজর মো. মোজাফফর হোসেনের গ্রেপ্তার এই ঐতিহাসিক জট খোলার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সুযোগ তৈরি করেছে। ১৯৮১ সালের ৩০ মে সংঘটিত চট্টগ্রাম বিদ্রোহ কেবল একজন রাষ্ট্রপতির হত্যাকাণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা ছিল দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ভারসাম্য ও সামরিক শৃঙ্খলার ওপর এক চরম আঘাত। এই হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে সংঘটিত একাধিক ক্যু এবং ক্যু-এর প্রচেষ্টা রাষ্ট্রটির ভঙ্গুর নিরাপত্তাব্যবস্থার চিত্রকে ফুটিয়ে তোলে।

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের মাত্র কয়েক দিনের মাথায় বিদ্রোহের প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত মেজর জেনারেল এম এ মনজুরের হত্যাকাণ্ড এই রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে। জেনারেল মনজুরের মৃত্যুর পর এই ষড়যন্ত্রের মূল সূত্রগুলো হারিয়ে যায়, যার ফলে প্রকৃত পরিকল্পনাকারীদের চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ এবং শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পেছনে যে সামরিক-রাজনৈতিক সমীকরণ কাজ করেছিল, তা দেশের গণতান্ত্রিক ধারাকে দীর্ঘদিনের জন্য ব্যাহত করে। এই গভীর সংকটের পর গঠিত বিচারিক প্রক্রিয়াগুলো অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে এবং সংক্ষিপ্ত উপায়ে সম্পন্ন করার কারণে ঘটনার নেপথ্যের প্রকৃত কুশীলবদের মুখোশও উন্মোচিত হয়নি। বিচারিক প্রক্রিয়ার এই অতি তৎপরতা ষড়যন্ত্রের মূল রূপরেখাকে আড়াল করার একটি রাষ্ট্রীয় প্রয়াস ছিল কি না, তা নিয়ে আজও তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক বিদ্যমান। অভিযোগ আছে মেজর মোজাফফর ১৯৮১ সালের চট্টগ্রাম বিদ্রোহ এবং রাষ্ট্রপতি হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতায়, এই ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র তিনিই এখন সরকারের হেফাজতে আছেন। দীর্ঘ সময় পলাতক থাকায় ইতিপূর্বে আইনগতভাবে কিংবা কোনো ঐতিহাসিক দলিলের স্বার্থে তাঁর আনুষ্ঠানিক জবানবন্দি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে, তাঁর এই সাম্প্রতিক গ্রেপ্তার বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায়ের ওপর আলোকপাত করার এক অভূতপূর্ব ও শেষ সুযোগ এনে দিয়েছে। তবে তাঁর দেওয়া যেকোনো বক্তব্যকে অবশ্যই বিদ্যমান ঐতিহাসিক নথি, সামরিক প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্যের সঙ্গে কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমন্বয় করে যাচাই বা ক্রস-ভেরিফিকেশন করা আবশ্যক, যাতে কোনো ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা বিভ্রান্তিকর তথ্য জাতীয় ইতিহাসকে নতুন করে কলঙ্কিত করতে না পারে।

মেজর মোজাফফর স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে গঠিত প্রথম জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে (জেআরবি) কমিশন লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত করে সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রক্রিয়ায় তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৯৮১ সালের মে মাসে চট্টগ্রামস্থ ২৪ পদাতিক ডিভিশনে কর্মরত ছিলেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সূত্রের ভাষ্য, জিয়া হত্যাকাণ্ডের পর মোজাফফর ভারতে ও থাইল্যান্ডে আত্মগোপনে ছিলেন। পরে একপর্যায়ে তিনি দেশে দেশে ফেরেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি দেশে আত্মগোপনে ছিলেন। ১৯৮১ সালে সংঘটিত কতিপয় বিপথগামী সেনার বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রপ্রধান হত্যাকাণ্ডের গভীরতা, এর সুদূরপ্রসারী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাঝুঁকি এবং ভূরাজনৈতিক প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে ঘটনার প্রকৃত সত্য উন্মোচনে অনতিবিলম্বে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। এই প্রস্তাবিত তদন্ত পর্ষদকে অত্যন্ত নিরপেক্ষ, পেশাদার এবং আন্তর্জাতিক মানের তদন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বেসামরিক প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত অপরাধ তদন্ত শাখার (সিআইডি বা স্পেশাল ব্রাঞ্চ) দক্ষ তদন্ত কর্মকর্তাদের এই পর্ষদের বিশেষ সদস্য বা কারিগরি সহযোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। তা ছাড়া তদন্ত কার্যক্রমের সফল ও গতিশীল বাস্তবায়নে অভিযুক্তকে সরাসরি সেনাবাহিনীর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন আর্মি ইন্টারোগেশন সেল অথবা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর তথা ডিজিএফআইয়ের যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে এনে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করাও অত্যন্ত আবশ্যক। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত অনুসন্ধান কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীগত

রোববারের সংবাদ

রাষ্ট্রপতি জিয়া নিহত

পরিচালনায় সক্ষম হতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে তদন্ত কমিটিতে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের পাশাপাশি দেশের শীর্ষস্থানীয় গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)-এর দক্ষ কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। একই সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (এএফডি)-এর প্রতিনিধি এবং সামরিক আইন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী আইনি সেল গঠন করা যেতে পারে। অধিকন্তু, এই তদন্তের জাতীয় গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রতিহিংসার জন্য নয়, বরং রাষ্ট্রযন্ত্রের ভেতর আইনের শাসন ও পরম সত্যের জয় নিশ্চিত করার স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি। সত্য যত বিলম্বেই উদ্ঘাটিত হোক না কেন, তা দেশের সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা রক্ষা, গৌরবময় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার এবং সামগ্রিক জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করতে চিরকাল দিকনির্দেশক হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড এবং তৎপরবর্তী সেনাবিদ্রোহের ঘটনাটির একটি সুনির্দিষ্ট, বস্তুনিষ্ঠ এবং প্রভাবমুক্ত অনুসন্ধান কেবল বাংলাদেশের সামগ্রিক ইতিহাসের স্বার্থেই নয়, বরং রাজনৈতিক মর্যাদার প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৬ সালের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে কোনো নির্দিষ্ট অপশক্তি তাঁকে দেশে ফেরত এনেছিল কি না, এবং ১৯৯৬ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে করার পেছনে ১৯৮১ সালের সেই একই ষড়যন্ত্রের সুতা বাঁধা ছিল কি নাড় তা উদ্ঘাটন করা বর্তমান বিএনপি সরকারের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সততা প্রমাণের জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য। দেশের সাধারণ মানুষের অধিকার রয়েছে তাদের রাষ্ট্রপ্রধানদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পেছনে আসলে কী ঘটেছিল তা জানার। অমীমাংসিত ইতিহাস একটি জাতিকে চিরকাল বিভক্ত করে রাখে। এই সত্য উন্মোচন দেশের সার্বভৌমত্ব ও জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সুরক্ষায় চিরকাল রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড দলটির জন্য এক গভীর ক্ষত। মেজর মোজাফফরের মতো জীবিত ও সরাসরি সম্পৃক্ত প্রত্যক্ষদর্শীর স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্যের মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের আসল কুশীলব, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের চিত্রটি উন্মোচিত হওয়া জরুরি। একটি নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সম্পন্ন হলে ষড়যন্ত্রের প্রকৃত হোতাদের পরিচয় স্পষ্ট হবে এবং দলটির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অপপ্রচারের অবসান ঘটবে।

১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তী সময়ের রহস্যজনক ঘটনাপ্রবাহের নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের 'জাতীয় সত্য ও ঐতিহাসিক ন্যায়বিচার কমিশন'ও গঠন করা যেতে পারে। কমিশনটি হবে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, স্বায়ত্তশাসিত এবং বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বা বিচারপতি, সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত একজন সৎ ও নীতিমান জেনারেল পদমর্যাদার কর্মকর্তা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষণে দক্ষ একজন অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সামরিক বা বেসামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র বা আইন মন্ত্রণালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ সচিব এবং একজন খ্যাতনামা ফৌজদারি আইন বিশেষজ্ঞ, একজন অভিজ্ঞ সংসদ সদস্য, প্রথিতযশা একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক ইতিহাসবিদ এবং সুশীল সমাজের একজন গ্রহণযোগ্য প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠন করা যেতে পারে। সামরিক হেফাজতে থাকা মেজর মোজাফফর হোসেনের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করে তাঁর কাছ থেকে ঘটনার চুলচেরা বিবরণ রেকর্ড করতে হবে। তিনি কীভাবে ভারত ও থাইল্যান্ডে পালিয়ে ছিলেন, তাঁর পেছনে কারা অর্থায়ন ও সহযোগিতা জুগিয়েছিল, কেন ও কীভাবে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেনড়তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা। ১৯৮১ সালের ঘটনার পর গঠিত দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার রেকর্ড, বিভিন্ন গোয়েন্দা নথি এবং সাক্ষীদের বক্তব্য নতুন প্রমাণের আলোকে ক্রস-ভেরিফিকেশন করা প্রয়োজন। কমিশন প্রয়োজনে যেকোনো সরকারি, বেসামরিক ও সামরিক দপ্তর থেকে প্রাসঙ্গিক ফাইল ও তথ্য তলব করার আইনি ক্ষমতা রাখবে। কমিশনকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার (যেমন ৬ মাস বা ১ বছর) মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করার ম্যান্ডেট দেওয়া হবে। তদন্ত শেষে কমিশন একটি অতি সংবেদনশীল 'শ্বেতপত্র' প্রণয়ন করবে, যার একটি অংশ জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সিলগালা থাকবে এবং মূল অংশটি জাতীয় সংসদে উত্থাপনপূর্বক দেশের জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। ইতিহাসের সত্য যত কঠিন বা দেরিতেই আসুক না কেন, তা উন্মোচিত হওয়া আবশ্যক। এই জাতীয় কমিশন গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কেবল তার একটি কলঙ্কিত ও ধূসর অধ্যায়ের সত্যই খুঁজে পাবে না, বরং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও পারস্পরিক দোষারোপের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে জাতীয় ঐক্যের এক নতুন মাইলফলক স্পর্শ করতে পারবে।

কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এবং পরিচালক, সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare
RiteCare Medical Office P.C.

Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified
Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

বঙ্গভঙ্গ এবং বাঙালি মুসলমান

মোহাম্মদ হাসান শরীফ

পলাশীতে ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর বাংলায় যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তা মুসলমান জনগোষ্ঠীর জন্য ডেকে এনেছিল ভয়াবহ বিপর্যয়। অন্যদিকে, ওই সময়ের হিন্দু অভিজাত শ্রেণি ব্রিটিশ শাসনকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল। একপর্যায়ে ব্রিটিশরা দেখতে পায়, বাঙালি দাদাদের প্রতাপ অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে গেছে, আর বাঙালি মুসলমানরা দুর্বিষহ অবস্থায় পড়ে গেছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যেই আসে বঙ্গভঙ্গ। দীর্ঘ দেড়শ বছরের পুঞ্জীভূত বঞ্চনা ও শোষণের পর ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পূর্ববঙ্গের অবহেলিত ও শোষিত মুসলমান জনগোষ্ঠীর সামনে প্রথম অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করে। ভাইসরয় লর্ড কার্জনের ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটিকে ইতিহাসবিদ স্ট্যানলি ওলপার্ট ব্রিটিশদের চতুর রাজনৈতিক চাল হিসাবে অভিহিত করে বলেন, এর উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি মুসলমানদের কলকাতার জমিদার, মহাজন এবং হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর নির্ভরতা থেকে মুক্ত করা এবং ঘুমন্ত ও ছোট শহর ঢাকাকে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজের মতো সমমর্যাদার প্রাদেশিক রাজধানীতে উন্নীত করা। এ প্রথম বিভাজনটি সমগ্র উপমহাদেশজুড়ে মুসলিম রাজনৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করেছিল এবং ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্মের জন্য একটি প্রাদেশিক সূতিকাগার বা ভিত্তিভূমি তৈরি করে দিয়েছিল। এ বঙ্গভঙ্গের জের ধরেই পৃথক নির্বাচনিব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। আর তা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং আরও পরে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

ওলপার্টের মতে, বাংলার বিভাজন বা বঙ্গভঙ্গ যেখানে মুসলিম লীগ গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল, ঠিক তেমনি ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে দিল্লিতে রাজা পঞ্চম জর্জের হঠাৎ করে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণাটি এ সংগঠনটিকে ব্রিটিশদের অন্ধ অনুগত থাকার পুরোনো ধারা বা জড়তা থেকে এক বড় ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলে। ঢাকার নবাব ব্রিটেনের এ বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্তের পেছনে কংগ্রেসের ‘আন্দোলনকারীদের’ কাছে ভারত সরকারের আত্মসমর্পণ দেখতে পেয়েছিলেন। এর মাধ্যমে সব ভারতীয়ের কাছে একটি নতুন ও স্পষ্ট বার্তা চলে গিয়েছিল যে, ‘বোমা নেই, তো অনুদানও নেই!’

বঙ্গভঙ্গ অবশ্য অনিবার্য ছিল। বিশাল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি (যা বর্তমান বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা নিয়ে গঠিত ছিল) একজন গভর্নরের পক্ষে শাসন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ১৯০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮৫ লাখ (৭৮.৫ মিলিয়ন) এবং আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল। মূল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির হিন্দু জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫ কোটি ৪ লাখ (৫৪.৪ মিলিয়ন) আর মুসলিম জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২ কোটি ২১ লাখ (২২.১ মিলিয়ন)।

নবগঠিত ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ প্রদেশটির রাজধানী করা হয় ঢাকা। এর মোট আয়তন ছিল ১,০৬,৫০৪ বর্গমাইল। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে মোট জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১০ লাখ; মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮০ লাখ, হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ২০ লাখ। এ প্রদেশের মধ্যে ছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সুন্দরবন, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, মালদহ জলপাইগুড়ি, সিলেট, কাছাড়, লুসাই পার্বত্য জেলা, নাগা পার্বত্য জেলা, খাসিয়া জয়ন্তিকা পার্বত্য জেলা, গারো পার্বত্য জেলা, আসামের গোয়ারপাড়া, কামরূপ, পার্বত্য ত্রিপুরা, মনিপুর ইত্যাদি।

পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়কে হিন্দু অভিজাত ও জমিদারদের একটি বড় অংশ স্বাগত জানিয়েছিল। তারা মোগল বা মুসলিম শাসনের অবসানকে নিজেদের ‘মুক্তি’ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার নতুন সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করেছিল। স্যার যদুনাথ পলাশীর যুদ্ধোত্তর হিন্দুসমাজের মনোভাবকে একপ্রকার মুক্তির আলো বা রেনেসাঁ হিসাবে বর্ণনা করে লিখেছেন। আর ঐতিহাসিক আরসি মজুমদার বলেন, বাংলার হিন্দুরা নবাবের পতন বা ইংরেজদের শাসনকে কোনো বিদেশি শক্তির দাসত্ব বলে মনে করেনি। বরং তাদের কাছে এটি ছিল এক মুসলমান শাসকের হাত থেকে অন্য এক শক্তির কাছে ক্ষমতার হস্তান্তর, যা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূলে ছিল। আর অষ্টাদশ শতকের বাংলার অর্থনীতির ওপর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী পলাশীর যুদ্ধোত্তর উৎসব ও দুর্গাপূজার পেছনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণটি উন্মোচন করেছেন। তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী নবকৃষ্ণ দেব বা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মতো জমিদার এবং জগতশেঠদের মতো পুঁজিপতিরা ক্লাইভকে বিজয়ী হিসাবে বরণ করেছিলেন; কারণ, তাদের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা নবাবের দরবারে ঝুঁকির মুখে পড়েছিল। ক্লাইভের বিজয়কে তারা নিজেদের ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম অভিজাতদের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান হিসাবে উদ্যাপন করেছিলেন। দুর্গোৎসবে ক্লাইভকে আমন্ত্রণ জানানো ছিল সেই নতুন রাজনৈতিক মৈত্রীরই এক প্রকাশ্য ঘোষণা।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতালাভের পর থেকেই একের পর এক শোষণমূলক পদক্ষেপে বিশেষ করে পূর্ববাংলার মুসলমান এবং নিুবর্ণের মানুষের ওপর নেমে আসে দুর্বিষহ শোষণ। এমন প্রেক্ষাপটেই ব্রিটিশ সরকারের বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সদস্য স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার মোগল আমল ও ব্রিটিশ আমলের মুসলিমদের অবস্থার তুলনা করতে গিয়ে তার গ্রন্থে (দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স) লিখেছেন, ১৭০ বছর আগে (মোগল বা নবাবি আমলে) বাংলায় এমন একজন সম্মানিত মুসলমান খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল, যিনি উল্লেখযোগ্য সচ্ছলতা, এমনকি সম্পদের অধিকারী ছিলেন না; কিন্তু বর্তমানে (ইংরেজ আমলে) এমন একজন মুসলিম ভদ্রলোক খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব, যিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করছেন না।

মোগল আমলে বাংলার প্রায় এক-চতুর্থাংশ জমি ছিল লাখেরাজ বা নিষ্কর জমি। এ জমিগুলোর আয় থেকে বিভিন্ন মসজিদ, দরগা, মক্তব ও মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহ করা হতো, যা ছিল মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা নানা আইনি ছুতোয় এ লাখেরাজ জমিগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিলামের মাধ্যমে প্রধানত বর্ণহিন্দুদের হাতে দিয়ে দেয়। ফলে একদিকে রাতারাতি বাংলার মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও চাকরি থেকে বঞ্চিত হতে থাকে, অন্যদিকে বর্ণহিন্দুরা আরও শক্তিশালী হয়। আর ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ বাংলার মুসলিম সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। পূর্বে যারা কর সংগ্রাহক বা আমিল ছিলেন (যাদের বেশির ভাগই ছিলেন বর্ণহিন্দু), তারা রাতারাতি জমির একচ্ছত্র মালিক বা জমিদারে পরিণত হন। অন্যদিকে বংশানুক্রমিক মুসলমান কৃষক নিজস্ব জমি হারিয়ে প্রান্তিক প্রজায় পরিণত হন। পূর্ববঙ্গের মুসলিম কৃষকের ওপর চাপানো হয় নির্মম খাজনার বোঝা। এ বর্ণহিন্দু জমিদারদের অধিকাংশের বাসস্থান ছিল কলকাতায়। তারা পূর্ববঙ্গের অবহেলিত মানুষের রক্ত *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

৭১ এবং ২৪-কে মুখোমুখি দাঁড় করানোর ছদ্মবেশী আওয়ামী ও ভারতীয় চক্রান্ত

মোবায়েদুর রহমান

একটি মহল থেকে আমি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি। এরা অস্তিত্ববিহীন কিছু বস্তু বা বিষয়কে ইস্যু বানিয়ে সেখান থেকে ফায়দা লুটের চক্রান্ত করে। এমনি একটি চক্রান্ত একটি মহল করছে, যাদেরকে বাহ্যিকভাবে আওয়ামী এবং ভারতপন্থী মনে না হলেও তাদের কথা বার্তা এবং কাজকর্ম দিন শেষে বোদ্ধা মহলের কাছে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। ধরা পড়ার পর ওরা জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল বা সরকারের ঘাড়ে পা দিয়ে আওয়ামী ও ইন্ডিয়ান পারপাস সার্ভ করার চেষ্টা করে। এমন একটি অপতৎপরতা এবং ষড়যন্ত্র লক্ষ করা যাচ্ছে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ এর জুলাই বিপ্লবকে কেন্দ্র করে। ঐ অপশক্তি মাঝে মাঝেই আবিষ্কার করছে যে, ৭১-কে নাকি ২৪ খাটো করছে। এদের উর্বর মস্তিষ্কে এই ধরনের চারা গাছ কীভাবে উৎপন্ন হয় সেটা আমি বুঝতে পারি না। আমি এ বিষয়ে ব্যাপক খোঁজ খবর নিয়েছি। যতদূর পেরেছি, বিগত এক বছর ধরে এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছি এবং নথিপত্র ঘাঁটাঘাটি করেছি। কোথাও আমি দেখলাম না যে, জুলাই বিপ্লবের কান্ডারিরা অথবা জুলাই বিপ্লবের সমর্থকরা ঘুণাক্ষরেও কোথাও ৭১-কে নিয়ে একটিও বিরূপ মন্তব্য করেছেন। বরং আমি দেখলাম, বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো। জুলাই বিপ্লবীরা বরং বলছেন যে, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে জনগণের যে স্বপ্ন ছিল সেটি শাসক গোষ্ঠির দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে বাস্তবায়িত হয়নি। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যই চলেছে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম সহিংসরূপ ধারণ করে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। ঐ বছরের জুলাই মাসের ৩১ দিন এবং পরের মাস অর্থাৎ অগাস্ট মাসের ৫ দিন– মোট ৩৬ দিনের সর্বাত্মক সংগ্রামে শেখ হাসিনা পালিয়ে যান। পতন হয় ইতিহাসের এক নিকৃষ্ট স্বৈরশাসকের। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, জুলাই বা ৭১ পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং তারা একে অন্যের পরিপূরক।

ব্রেকিং নিউজ

যারা শুধুমাত্র ৭১-কে টানেন তারাও ইতিহাসকে অসম্পূর্ণ রাখেন। জনগণ ৭১ ঘটিয়েছিলেন কেনো? ২৪ এর বিপ্লব কেনো ঘটেছিলো সেটি বুঝতে হলে যেমন ২৪ এর আগের অপশাসন দুর্নীতি ও জুলুমের কথা বলতে হয়, তেমনি ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ কেনো সংঘটিত হয়েছিলো তার পেছনেও অনুরূপ কারণ রয়েছে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ, বিশেষ করে বাংলা বিভাগ যে সে ঘটনা নয়। আস্ত একটি বিশাল দেশ, যেটিকে পন্ডিতরা বলেছেন উপমহাদেশ, তেমন একটি উপমহাদেশের দুই প্রান্তের দুইটি প্রদেশকে ভাগ করে নতুন একটি দেশ গঠন, এটিই ইতিহাসের এক অসাধারণ ঘটনা। ভারতবর্ষের পাঞ্জাব দুই বীর জাতির দেশ। এরা হলেন পাঞ্জাবী এবং শিখ। আর ধর্ম ভিত্তিতে এরা হলেন মুসলমান, হিন্দু এবং শিখ। হিন্দু এবং শিখরা মিলে পাঞ্জাব ভাগ করে পূর্বাংশ ভারতে থাকলেন। তখন বলা হতো পূর্ব পাঞ্জাব। এখন তো ভারতীয় পাঞ্জাবকে একাধিক প্রশাসনিক প্রদেশে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো, পাঞ্জাব, হিমাচল এবং হরিয়ানা। পূর্ব প্রান্তে বাংলাকে ভাগ করা হয়েছে। বাংলার পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার নাম হয়েছে পূর্ব বাংলা (১৯৫৬ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তান)। আর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছে পশ্চিম বাংলা।

ভারতীয় বাংলার কথা আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ, এটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু যে কারণে বাংলা ভাগ করে পূর্বাঞ্চল পাকিস্তানের সাথে যোগ দিলো তারা পরবর্তী ২৪ বছরে তাদের আশা-আকাক্সক্ষা এবং স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পারেনি। তাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। পাকিস্তানের ২৪ বছরে একবারই মাত্র সারা পাকিস্তান ভিত্তিতে একটি সাধারণ নির্বাচন হয়। ঐ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সারা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়ার কারণে জনগণ যে কঠোর আন্দোলন করেছিলেন, পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বল প্রয়োগের কারণে জনগণের

আন্দোলন অবশেষে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে পরিচিত হয় মুক্তিযুদ্ধ নামে। সুতরাং এই আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সাল, ১৯৭১ সাল এবং ২০২৪ সাল এক সূত্রে গ্রথিত। কেউ কারো সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং একটি আরেকটিকে সাপ্লিমেন্ট করে। আরেকটি বিষয় সেক্যুলার ও কমিউনিস্ট ঘরানারা ভুলে যান যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট না ঘটলে পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটতো না। আর পূর্ব বাংলার অভ্যুদয় না ঘটলে বাংলাদেশ হতো না। যেটি ছিলো পূর্ব পাকিস্তান সেটিই হয়েছে বাংলাদশ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় পূর্ব পাকিস্তানের ভূখ-ের এক ইঞ্চি জমিও কমবেশি করা হয়নি।

বরং ভারতীয় কমিউনিস্টরাই আওয়াজ তুলেছিলেন, 'হাম চাহিয়ে দো বুঁদ পানি' আওর 'রোটি কাপড়া আওর মাকান'। ভারতীয় কমিউনিস্টরাই স্লোগান তুলেছিলো, 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়/ লাখো ইনসান ভূখা হ্যায়'। ৪৭ বলুন, ৭১ বলুন আর ২৪ বলুন, ন্যূনতম চাহিদা ছিলো, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটু পানি, খাওয়ার জন্য এক টুকরা রুটি, পরনের জন্য এক খন্ড কাপড় এবং মাথা গোঁজার জন্য মাথার ওপর একটি ছাদ। সেই টুকু পাওয়া যায়নি বলেই কমিউনিস্টরা স্লোগান তুলেছিলো, লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার্থ। তাদেরকে ক্ষুধার্থ রেখে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায় সেই স্বাধীনতা অর্থহীন।

এসব স্লোগানকে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার না করে সামগ্রিকভাবে রূপক অর্থে ব্যবহার করলেই আর কোথাও কোনো গোল বাঁধে না।

॥দুই॥ : তাই বলে কি ভারতীয় কমিউনিস্টরা ভারতের স্বাধীনতা অস্বীকার করেছিলেন? মোটেই না। সাংস্কৃতিক পরিম-লে এদের নেতা ছিলেন খাজা আহমেদ আব্বাস। প্রখ্যাত অভিনেতা নাসিরুদ্দীন শাহ এবং অভিনেত্রী শাবান আজমী বামপন্থী। কিন্তু তাই বলে কি তারা ভারতের স্বাধীনতা অথবা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতকে অস্বীকার করেছেন? তারা কি দেশপ্রেমিক না?

ফিরে যাচ্ছি ঐ ছদ্মবেশী আওয়ামী ও ভারতপ্রেমীদের কথায়। ওরা শুধু ৭১ ও ২৪ এর মধ্যে অস্তিত্বহীন দ্বন্দ্বই আবিষ্কার করেন না, ড. ইউনূসের পিন্ডি চটকাতে চটকাতে এতদূরও বলে ফেলেন যে, ড. ইউনূসের সময়ের জুলুম এবং দুর্নীতি নাকি বাংলাদেশের ৫৫ বছরের জীবনে ঘটেনি। ওদের স্ট্র্যাটেজি খুবই কাঁচা। ওরা শুরু করে তারেক রহমানের প্রশংসা দিয়ে। আর শেষ করে ইউনূসের সমালোচনা ও বদনাম দিয়ে। কিন্তু ওদের মুখ দিয়ে আওয়ামী লীগের দুঃশাসন এবং ভারতীয় প্রভূত্বের কথা একবারও বের হয় না। ওদেরকে আজ জিজ্ঞাসা করতে চাই:

(১) শেখ হাসিনার আমলে ২০০৯ সালে বিডিআর ম্যাসাকারে দুই দিনেই *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জুলাই বিপ্লবের শত্রু-মিত্র

ড. মাহফুজ পারভেজ

২০২৪ সালের জুলাই-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা এক অতি সংকুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছে, যেখানে ভিড় করেছে জুলাই বিপ্লবের শত্রু-মিত্র, উভয় পক্ষই। ফলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে জুলাইকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি ও ধোঁয়াশা তৈরি করার পটভূমিতে অনুসন্ধান করতে হচ্ছে জুলাইয়ের চেতনায় রাষ্ট্র পুনর্গঠনের পথে কারা সহযাত্রী, কারা প্রতিবন্ধক? উত্তরটি খুঁজে বের করার আগে বিপ্লবের ইতিহাসে একটি পুরোনো সত্য জানতে হবে। সত্যটি হলো-বিপ্লবের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা বিপ্লবের সময় নয়, বিপ্লবের পর হয়। বিপ্লব বা আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতন তুলনামূলক সহজ; কিন্তু বিপ্লবের ভাবাদর্শে রাষ্ট্রের চরিত্র বদলানো অত্যন্ত কঠিন। কারণ একটি শাসকগোষ্ঠী পরাজিত হলেও তার গড়ে তোলা রাজনৈতিক সংস্কৃতি, প্রশাসনিক মানসিকতা, অর্থনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠী এবং ক্ষমতার নেটওয়ার্ক দীর্ঘদিন টিকে থাকে। তারা চেহারা ও চরিত্র বদলে বিপ্লবীর ভেক ধরে এবং সময় ও সুযোগ পেলে চরম অন্তর্ঘাত করতে থাকে। জুলাই বিপ্লবের দুই বছরের মাথায় বাংলাদেশে চলছে এ প্রতিবিপ্লবী গোষ্ঠীর শাঠ্য-ষড়যন্ত্রের খেলা। যে কারণে শুধু জুলাই বিপ্লবের মতাদর্শকে ব্যাহত করাই নয়, বিপ্লব ও আন্দোলনকে নোংরা ভাষায় আক্রমণ করার ঘটনাও সামনে দেখা যাচ্ছে।

ফলে বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান একটি আক্রান্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি। অথচ বাস্তবতা হলো, জুলাই কেবল একটি রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। নিছক ক্ষমতার মসনদ বদলের লড়াই ছিল না। ছিল রাষ্ট্রকে আরও জবাবদিহিমূলক, গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক করার আকাঙ্ক্ষা আর একদলীয় ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতির নোংরা অতীতকে মুছে ফেলার প্রত্যাশা। কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথে আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো-জুলাইয়ের প্রকৃত মিত্র কারা? আর শত্রুই বা কারা? রাষ্ট্র পুনর্গঠনের পথে কারা সহযাত্রী, কারা প্রতিবন্ধক?

এ প্রশ্নের উত্তর কোনো ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করে খোঁজা উচিত নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি নয়; কাঠামো, সংস্কৃতি এবং স্বার্থের জোট। তাই জুলাইয়ের শত্রু-মিত্রও ব্যক্তি নয়। বরং ধারণা, প্রতিষ্ঠান, আচরণ এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি। যদিও নানা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জুলাইয়ের শত্রুতা করছে নানা স্বার্থের কারণে। তারা আসলে গণতান্ত্রিক রূপান্তরবিরোধী কাঠামো, সংস্কৃতি এবং স্বার্থের জোটের অংশ।

যদি আমরা জুলাইয়ের মিত্র ও শত্রুদের তালিকা করি, তাহলে স্পষ্টভাবে বিষয়গুলো উন্মোচিত হবে। প্রথমেই

মিত্রের তালিকা দেখা যেতে পারে। জুলাইয়ের প্রথম ও সবচেয়ে বড় মিত্র হলো গণতান্ত্রিকতার চেতনা ও মতাদর্শ। এখানে গণতন্ত্র বলতে শুধু নির্বাচন বোঝানো হচ্ছে না। বোঝানো হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেখানে আইনের শাসন থাকবে, ভিন্নমতের নিরাপত্তা থাকবে, ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন সম্ভব হবে এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয় আনুগত্য নয়, সংবিধানের প্রতি অনুগত থাকবে।

জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় মিত্র দলীয় তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের স্বাধীন চিন্তা। প্রতিটি গণ-অভ্যুত্থানের নৈতিক শক্তি আসে নাগরিক সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, গবেষক, সংস্কৃতিকর্মী এবং সচেতন নাগরিকদের কাছ থেকে। কিন্তু যখন স্বাধীন চিন্তার জায়গা সংকুচিত হয় এবং দলীয় চাটুকাররা একতরফা ও অগ্রহণযোগ্য বয়ান তৈরি করে, তখন কর্তৃত্ববাদ শক্তিশালী হয় আর ভিন্নমত পদদলিত হয়। জুলাইয়ের প্রকৃত চেতনা দলীয় আনুগত্যের নয়, নাগরিক অংশগ্রহণের স্বাধীন পরিবেশের মধ্যে নিহিত।

জুলাইয়ের তৃতীয় ও শক্তিশালী মিত্র তরুণ প্রজন্ম তথা ছাত্র-যুবশক্তি। ২০২৪ সালের জুলাই দেখিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশের তরুণরা শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় নয়, তারা প্রয়োজনে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়েও অবস্থান নিতে পারে। এমন একটি প্রাণবন্ত তরুণদের ভূমিকা যদি কেবল আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থাকে এবং নীতিনির্ধারণ, স্থানীয় সরকার, রাজনৈতিক দল, সংসদ কিংবা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের প্রবেশাধিকার না বাড়ে, তাহলে জুলাইয়ের শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় হবে।

জুলাইয়ের শত্রুপক্ষের দিকে তাকালে প্রথমেই দেখা যায় আমলাতান্ত্রিক জড়তাকে। বিশেষজ্ঞ ম্যাক্স ওয়েবার আমলাতন্ত্রকে আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি এটিও সতর্ক করেছিলেন, অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা একটি লৌহখাঁচায় পরিণত হতে পারে, যেখানে নিয়ম, ফাইল ও ক্ষমতার জটিলতা জনগণের ইচ্ছাকে স্তব্ধ করে দেয়। বাংলাদেশে প্রশাসনের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো-রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে অনেক সময় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে অতিরিক্ত অভিযোজনের অভিযোগ ওঠে। ফলে সরকার পরিবর্তিত হলেও প্রশাসনিক আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন দৃশ্যমান হয় না। আমলারা সরকারি কাজের নামে দলের আজ্ঞাবহ হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করে এবং সরকারকে বিপথগামী করে।

জুলাই চেতনার দ্বিতীয় শত্রু দলবাজি। বাংলাদেশের রাজনীতির একটি দীর্ঘস্থায়ী সংকট হলো-রাষ্ট্র ও দলকে একাকার করে দেখার প্রবণতা। রাষ্ট্রের চাকরি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ, স্থানীয় সরকারে কর্তৃত্ব, পেশাজীবী সংগঠন দখল, এমনকি অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানও দলীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ফলে যোগ্যতার পরিবর্তে আনুগত্য মূল্যবান হয়ে ওঠে। দলীয়করণের মাধ্যমে সুবিধাপ্রাপ্তরা দলের বিপদে কাজে আসে না। বরং দলকে দুর্নামের ভাগীদারে পরিণত করে।

জুলাইয়ের তৃতীয় শত্রু দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। দুর্নীতি শুধু ঘুস নয়, এটি ক্ষমতার অপব্যবহার। বাংলাদেশে দুর্নীতির সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো-অনেক ক্ষেত্রে এটি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য আচরণে রূপ নেয়। জুলাইয়ের প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো, দুর্নীতিকে কেবল আইনি অপরাধ হিসাবে নয়, রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকট হিসাবে বিবেচনা করা।

চতুর্থ শত্রু লেজুড় সংস্কৃতি, যা বাংলাদেশে চরম আকার ধারণ করেছে। যে কোনো বিপ্লবের পর একটি নতুন শ্রেণি তৈরি হয়-যারা আদর্শের জন্য নয়, সুবিধার জন্য বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত হয়। বাংলাদেশেও এ প্রবণতা নতুন নয়। ক্ষমতার কেন্দ্র পরিবর্তিত হলে কিছু মানুষ দ্রুত নতুন ক্ষমতার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে ফেলে। এ লেজুড় সংস্কৃতি বিপ্লবের নৈতিক শক্তিকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে।

জুলাইয়ের পঞ্চম শত্রু ব্যক্তিপূজা। ইতিহাসের প্রতিটি গণ-আন্দোলনের একটি ঝুঁকি হলো ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। যখন কোনো আন্দোলন একটি ব্যক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হয়ে যায়, তখন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্যক্তিপূজার প্রবণতা বহুবার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করেছে।

জুলাইয়ের ষষ্ঠ শত্রু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। জুলাই যদি ন্যায়বিচারের আন্দোলন হয়, তবে সেটি প্রতিশোধের আন্দোলন হতে পারে না। বিচার ও প্রতিশোধ এক জিনিস নয়। ন্যায়বিচারের জন্য প্রয়োজন-স্বাধীন তদন্ত, স্বচ্ছ বিচারিক প্রক্রিয়া এবং আইনের সমান প্রয়োগ। যদি বিচারও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অস্ত্রে পরিণত হয়, তাহলে গণতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

জুলাইয়ের সবচেয়ে বড় শত্রু আত্মতুষ্টি। বিপ্লবের পরে সবচেয়ে বিপজ্জনক মানসিকতা হলো-'আমরা সফল হয়েছি, এখন আর *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ

জাফর আহমাদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যমীন ও আসমানসমূহের প্রতিটি জিনিসই আল্লাহর তাসবীহ করছে। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ।"(সুরা হাদীদ:১) অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি বস্তু সদা সর্বদা এ সত্য প্রকাশ এবং ঘোষণা করে চলেছে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা সব রকম দোষ-ত্রুটি,অপূর্ণতা,দূর্বলতা, ভুল-ভ্রান্তি ও অকল্যাণ থকে পবিত্র। তারঁ মহান সত্তা পবিত্র, তাঁর গুণাবলী পবিত্র, তাঁর কাজকর্ম পবিত্র, আপাত দৃষ্টিতে কিছু কাজ-কর্ম আমাদের বোধগম্য হয় না কিন্তু তাঁর একটি গুণবাচক নাম হলো,"হাকিম" অর্থাৎ যে কোন সিদ্ধান্ত বা কাজকর্ম তাঁর বিজ্ঞোচিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে থাকেন। বিভিন্ন মর্মান্তিক ঘটনার ক্ষেত্রে আমাদের অদূরদর্শী চিন্তা-চেতনা থেকে তিনি মহাপবিত্র। তাঁর সমস্ত সৃষ্টিমূলক বা শরিয়াতের বিধান সম্পর্কিত নির্দেশনাবলীও পবিত্র। বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু পরমাণূ চিরদিন তার স্রষ্টার পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে, আজও করছে এবং ভবিষ্যতেও চিরদিন করতে থাকবে। তারা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক রাত-দিন তাঁর পরিবত্রতা বর্ণনা করছে। কারণ তিনি আজিজুল হাকিম।

আয়াতের শেষে আজিজুল হাকিম ব্যবহার করায় এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ শুধু তাই নয়, বরং প্রকৃত পক্ষে তেবলমাত্র তিনিই এমন সত্তা যিনি মহা পরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ। আজিজ শব্দের অর্থ পরাক্রমশালী, শক্তিমান ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী যার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পথিবীর কোন শক্তিই রোধ করতে পারে না, যার সাথে টক্কও নেয়ার সাধ্য নেই, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যার আনুগত্য সবাইকে করতে হয়, যার অমান্যকারী কোনভাবেই তার পাকড়াও থেকে রক্ষা পায় না। আর হাকিম শব্দের অর্থ হচ্ছে, তিনি যাই করেন জ্ঞান ও যুক্তি বুদ্ধির সাহায্যে করেন। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ব্যবস্থাপনা, তাঁর শাসন, তাঁর আদেশ নিষেধ, তাঁর নির্দেশনা সব কিছুই যুক্তি নির্ভর। তাঁর কোন কাজেই অবহেলা, ঢেলেমি, অজ্ঞতা, বোকামী ও মূর্খতার লেশমাত্র নেই। এই সবগুলো দুর্বলতা থেকে তিনি অতিপবিত্র।

এখানে একটি সুক্ষ্ম বিষয় মুফাসিসরগণ তুলে ধরেছেন যে, আল কুরআন মাজীদের অল্প সংখ্যক স্থানে আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম আযীয অর্থাৎ মহাপরাক্রশালী এর সাথে কাবিয়ুন অর্থাৎ নিরংকুশ শক্তির অধিকারী, মুকতাদির অর্থাৎ ক্ষমতাধর, জাব্বার অর্থাৎ আপন নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নকারী এবং জুনতিকাম অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণকারী শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে যার সাহায্যে তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে।

যেখানে বাক্যের ধারাবাহিকতা জালেম ও অবাধ্যদের জন্য আযাবের ভীতি প্রদর্শন দাবী করবে সেখানেই এ ধরনের শব্দ ব্যবহার কর হয়েছে। এ ধরনের হাতে গোনা কতিপয় স্থান বাদ দিলে আর যেখানে আযীয শব্দ ব্যবহার হয়েছে সেখানেই তার সাথে সাথে হাকিম অর্থাৎ অতিশয় বিজ্ঞ, আলীম অর্থাৎ সর্বজ্ঞাত, রহিম অতি দয়ালু, নিয়ামতদানকারী, গাফুর ক্ষমাশীল, ওহহাব অর্থাৎ সার্বক্ষণিক দানকারী এবং হামিদ প্রশংসিত শব্দগুলোর মধ্যে থেকে কোন ব্দ অবশ্যই ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ আমাদের রব তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকরী হয়ে যদি নির্বোধ হয়,মূর্খ হয়, দয়া মায়াহীন হয়, ক্ষমা ও মার্জনা আদৌ না জানে, কৃপণ হয় এবং দুশ্চরিত্র তাহলে তার ক্ষমতার পরিণমি জুলুম নির্যাতন ছাড়া আর কিছু কি হতে পারে? পৃথিবীতে যেখানেই জুলুম নির্যাতন হচ্ছে তার মূল কারণ এই যে, যে ব্যক্তি অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে সে তার শক্তি ও ক্ষমতাকে হয় মুর্খতার সাথে ব্যবহার করেছে, নয়তো সে দয়ামায়াহীন, কঠোর হৃদয় অথবা কুপণ ও সংকীর্ণমনা কিংবা দুশ্চরিত্র ও দুস্কর্মমীল। যে ক্ষেত্রেই শক্তির সাথে এসব দোষ একত্রিত হবে সে ক্ষেত্রেই কোন কল্যাণের আশা করা যায় না। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র।

কুরআন মাজীদে আল্লাহর গুণবাচক নাম আযীয এর সাথে তাঁর (হাকিম, আলীম, রাহিম, গাফুর, হামীদ ও ওয়াহহাব) হওয়ার কারণ হলো, মানুষ যাতে জানতে পারে, যে আল্লাহ বিশ্ব-জাহান শাসন ও পরিচালনা করছেন একদিন তিনি এমন ক্ষমতার অধিকারী যে, যমীন থেকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা দিতে পারে না। অপরদিকে তিনি হাকীম বা মহাজ্ঞানীও বটে। তাঁর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সরাসরি জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। তিনি আলীমও। যে ফয়সালাই তিনি করেন তাঁর জ্ঞান অনুসারেই করেন। তিনি হাকীমও। নিজের অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে নির্দয়ভাবে ব্যবহার করেন না। তিনি গাফুরও। অধিনস্তদের সাথে ছিদ্রান্বেষণ বা খুঁত ধরা মানসিকতার নয়, বরং ক্ষমাশীলতার আচরণ করে থাকেন। তিনি ওয়াহহাবও। নিজের অধিনস্তদের সাথে কৃপণতার আচরণ করেন না। বরং চরম দানশীলতা ও বদান্যতার আচরণ করেন এবং তিনি হামীদও। তাঁর সত্তার প্রশংসার যোগ্য সমস্ত গুণাবলীর পূর্ণতার সমাহার ঘটেছে।

আল্লাহর সার্বভৌম গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য এ আয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। সার্বভৌমত্ব বলতে বুঝায়, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি, অসীম ক্ষমতা ও কর্তত্বের মালিক হবে। তার আদেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টিকারী, তা পরিবর্তনকারী বা পুনর্বিবেচনাকারী কোন আব্যন্তরীর বা বহির্শক্তি থাকবে না এবং তার আনুগত্যকরা ছাড়া কারো কোন উপায়ও থাকবে না। এ অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ধারনার সাথে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অনিবার্যরূপেই দাবী করে যে, যিনি এ ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন তাকে নিস্কলুষ এবং জ্ঞান-বুদ্ধিতে পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। কারণ, এরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোক নির্বোধ, মূর্খ, দয়ামায়াহীন এবং দুশ্চরিত্র হলে তার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সর্বাত্মক জুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

এ কারণে যেসব দার্শনিক কোন মানুষ বা মানবীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন একদল মানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেছে তাদেরকে একথাও ধওে নিতে হয়েছে যে, তার ভুলত্রুটির উর্ধে হবে। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, কোন মানবীয় কর্তত্ব বাস্তবে যেমন কখনো এরূপ নিরঙ্কুস ও সীমাহীন সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করতে পারে না তেমনি কোন বাদশাহ বা পার্লামেন্ট, জাতি কিংবা পার্টি সীমিত পরিসরে যে সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে তা নির্ভুল পন্থায় কাজে লাগানোও তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, এমন যুক্তিবুদ্ধি যার মধ্যে অজ্ঞতার লেশমাত্র নেই এমন জ্ঞান যা সংশ্লিষ্ট সব সত্যকে পরিব্যপ্ত করে-কোন একজন মানুষ, একক কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন জাতির ভাগ্যে জুটে যাওয়া তো দুরের কথা, সম্মিলিতভাবে গোটা মানব জাতিও লাভ করেনি। অনুরূপভাবে মানুষ যতক্ষণ তার পক্ষে নিজের স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ভয়ভীতি, লোভলালসা, ইচ্ছা আকাংখা, পক্ষপাতিত্ব, আবেগ তাড়িত সন্তুষ্টি ও ক্রোধ এবং ভালবাসা ও ঘৃণা করা থেকে উর্ধে উঠাও সম্ভবপর নয়।

এসব সত্যকে সামনে রেখে কেউ যদি গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে সে উপলব্ধি করবে যে, এ বক্তব্যের মধ্যে কুরআন প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের সঠিক ও পুর্ণাঙ্গ ধারণা পেশ করেছে। কুরআন বলছে: আযীয এ বিশ্ব-জাহানে অর্থাৎ নিরংকুশ ও অসীম ক্ষমতার অধিারী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেহ নেই। আর কেবল তিনিই সীমাহীন এই ক্ষমতা ও কর্তত্বের অধিকারী একমাত্র সত্তা যিনি 'নিস্কলুষ' 'হাকীম' ও 'আলিম' 'রাহীম' ও গাফুর এবং হামীদ ও ওয়াহহাব।

৫০০ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পণ করেন মুসলিমরা, জেনে নিন সেই ইতিহাস

দ্য কনভারসেশন : আমেরিকা বা যুক্তরাষ্ট্র প্রজাতন্ত্র হিসেবে গড়ে ওঠার অনেক আগেই দেশটির ইতিহাসের অংশ ছিলেন মুসলমানরা। ১৬০৭ সালে ইংরেজদের জেমিটাউন প্রতিষ্ঠা এবং ১৬২০ সালে পিলগ্রিমদের প্লাইমাউথে পৌঁছানোর কয়েক দশক আগেই ১৫২০ ও ১৫৩০-এর দশকে মরক্কোর এস্তেবান দে দোরান্তেস (এস্তেভানিকো নামে পরিচিত) বর্তমান টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো ও অ্যারিজোনার মরুভূমিতে পা রেখেছিলেন। মরক্কোর আটলান্টিক উপকূলের আজেমমুরে

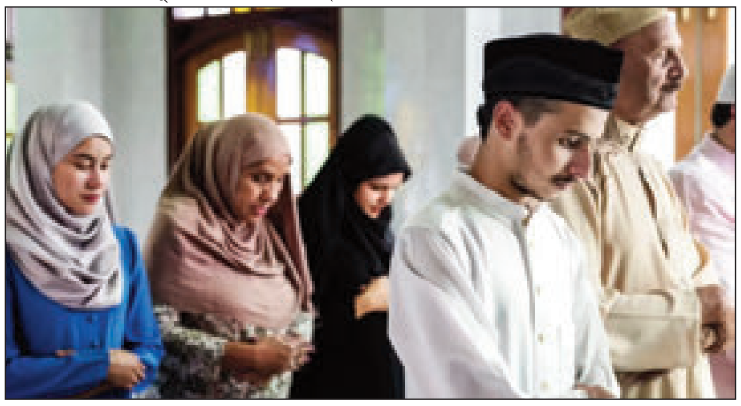

জন্মগ্রহণকারী এস্তেভানিকোকে দাস হিসেবে স্পেনে এবং পরে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়া হয়। এক মর্মান্তিক অভিযানে অধিকাংশ মানুষ মারা গেলেও তিনি বেঁচে যান। তিনি বিভিন্ন নেটিভ আমেরিকান ভাষা শেখেন এবং ভবিষ্যৎ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল পাড়ি দেওয়া প্রথম প্রাচীন পৃথিবীর অধিবাসীদের একজন হয়ে ওঠেন। তার মরক্কোয় জন্ম ও জীবনীসংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণ নিশ্চিত করে যে তিনি একজন মুসলিম ছিলেন। অধিকাংশ মুসলিম যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন ক্রীতদাস হিসেবে। তাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাম্বিয়ান ও সাহেলিয়ান অঞ্চলের, যেখানে শতাব্দী ধরে ইসলামিক চর্চা বিদ্যমান ছিল। ধারণামতে, তাদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজারেরও বেশি। দাস হিসেবে বন্দি হওয়ার আগেই তাদের অনেকে আরবিতে শিক্ষিত এবং কোরআন ও ইসলামী আইনে দক্ষ ছিলেন। দাসত্ব করা ওমর ইবনে সাইদের আত্মজীবনীর মতো কিছু লিখিত রেকর্ডও রেখে গেছেন তারা।

তাদের গভীর প্রভাব দেখা যায় আমেরিকান সংস্কৃতি ও সংগীতে। গবেষকদের মতে, আমেরিকার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী 'জ্যাজ' সংগীতের বিকাশে মুসলিম আমেরিকানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষ করে শিস্কেতে কাজ করার সময় দাসদের গাওয়া 'ফিল্ড হলার' গান জনপ্রিয় আমেরিকান সংগীতের অন্যতম ভিত্তি ছিল। অনেক গবেষক এই গানের সুরের মূল খুঁজে পেয়েছেন পশ্চিম আফ্রিকার দাসদের মধ্যে, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা ইসলামি প্রার্থনার ঐতিহ্য ক্ষেতে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। 'ফিল্ড হলার', আজান ও কোরআন তিলাওয়াতের সুর ও ভঙ্গির মধ্যে স্পষ্ট মিল পাওয়া যায়। ১৬৪০-এর দশকে মিসিসিপির একটি কাজের গানের সঙ্গে আজানের সুরগত মিলের বিষয়টি ইতিহাসবিদেরা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও একজন আমেরিকান মুসলিম বড় ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৪ সালে হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ক্যাসিয়াস ক্লে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের নাম পরিবর্তন করে মুহাম্মদ আলি রাখেন। তিন বছর পর ভিয়েতনাম যুদ্ধে যোগ দিতে বলা হলে তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এর জবাবে তার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব কেড়ে নেওয়া হয়, রিংয়ে নামা নিষিদ্ধ করা হয় এবং পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। টানা তিন বছর (২৫ থেকে ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত) এই সেরা বক্সারকে রিংয়ে লড়তে দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হন। ১৯৭১ সালে 'ক্লে বনাম যুক্তরাষ্ট্র' মামলায় বিচারকেরা সর্বসম্মতিক্রমে তার সাজা বাতিল করেন। আদালত স্বীকার করে যে, অলির এই সিদ্ধান্ত খাঁটি ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ছিল। এই রায়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হয় যে আমেরিকার সাংবিধানিক ধর্মীয় সুরক্ষা কেবল খ্রিষ্টান বা ইহুদিদের জন্য নয়, বরং সব ধর্মের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। যুক্তরাষ্ট্র গঠনে মুসলমানদের তৃতীয় অবদান হলো তাদের নাগরিক সম্পৃক্ততা ও দানশীলতা। ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম হলো জাকাত, যেখানে নিজের সঞ্চিত সম্পদের ২ দশমিক ৫ শতাংশ দরিদ্রদের দান করার নিয়ম রয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে স্বেচ্ছায় দান বা সদকা। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুসলিম ফিলানথ্রপি ইনিশিয়েটিভ'-এর গবেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ হলেও ২০২০ সালে আমেরিকান মুসলমানরা দানকার্যে প্রায় ৪৩০ কোটি ডলার (৪.৩ বিলিয়ন) দিয়েছেন। গড়ে প্রতি দাতা দান করেছেন প্রায় ৩ হাজার ২০০ ডলার, যা তাদের অমুসলিম প্রতিবেশীদের (১ হাজার ৯০০ ডলার) চেয়ে অনেক বেশি। এই অনুদানের প্রায় ৮৫ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই থাকে। এর বড় অংশ মসজিদ বা মুসলিম প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে দারিদ্র্যবিমোচন, কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলা এবং নাগরিক অধিকার রক্ষায় ব্যয় হয়। ২০২১ সালে প্রদত্ত প্রায় ১৮০ কোটি ডলারের জাকাতের বড় একটি অংশ আত্মীয় বা উপাসনালয়ের বদলে দাতব্য অলাভজনক সংস্থায় দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপনের এই সময়ে জানা যায়, মুসলমানরা কেবল অতিথি নন, বরং দেশটির ইতিহাস গড়ার অন্যতম অংশীদার ছিলেন। সূত্র : দ্য কনভারসেশন

যুক্তরাজ্যে চীনা গাড়ির জনপ্রিয়তা বাড়ছে, কারণ কী

বাংলাদেশ ডেস্ক : বছর কয়েক আগেও ব্রিটেনের রাস্তায় চীনা গাড়ি তেমন একটা দেখা যেত না। সেই দৃশ্য এখন পাল্টে গেছে। লন্ডনের সড়কে বিওয়াইডি, গিলির মতো চীনের ব্র্যান্ডের গাড়ি এখন নিয়মিত চোখে পড়ছে। কম দাম, আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত মানের কারণে ব্রিটিশ ক্রেতাদের একটি অংশ চীনে তৈরি গাড়ির দিকে দ্রুত ঝুঁকে পড়ছেন। এর মধ্যে বৈদ্যুতিক গাড়িও আছে। ইউরোপে যতগুলো বড় বাজার আছে, তার মধ্যে যুক্তরাজ্য এখন চীনা গাড়ির জন্য অন্যতম সম্ভাবনাময় বাজার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই পরিবর্তনেরই একজন সাক্ষী ইজি উডরো। মাত্র চার সপ্তাহ আগে তিনি একটি চীনা গাড়ি কিনেছেন। লন্ডনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের শহর মেইডস্টোনের লিপসকম্ব কার্স নামের বিক্রয়কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে ইজি উডরো বলেন, 'গাড়িটি চালাতে দারুণ, খুব আরামদায়ক, একেবারেই শব্দ হয় না। গাড়ি নির্মাণের মান ও ফিনিশিং চমৎকার। ব্যবহার করে দেখছি, প্রযুক্তিগত সুবিধাগুলোও বেশ ভালো।' চীনের গিলি ব্র্যান্ডের এই বিক্রয়কেন্দ্র চালু হয়েছে এক বছরের কম সময় আগে। এর মধ্যে ক্রেতাদের সাড়া মিলেছে।

কত গাড়ি বিক্রি হয় : অটোমোটিভ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মোবিলিটি গ্লোবালের তথ্য বলছে, ২০১৫ সালে যুক্তরাজ্যের বাজারে চীনা গাড়ি বিক্রি হয়েছিল মাত্র ৩৮৪টি। ৫ বছর পর ২০২০ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫ হাজার ৩০২-এ। গত বছর বিক্রি ২ লাখ ৮৫ হাজার ছাড়িয়ে যায়। অর্থাৎ এক দশকে এই বাজার বড় হয়েছে কয়েক শ গুণ। লিপসকম্ব এখন গিলির মাত্র দুটি মডেল বিক্রি করছে। তাতেই আকৃষ্ট হয়েছেন ক্রিস ও ট্রেসি স্মিথের মতো অনেক ক্রেতা। ক্রিস স্মিথ বলেন, দামের তুলনায় এই গাড়িগুলো অনেক বেশি সুবিধা দিচ্ছে। একই দামে অন্য অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডের গাড়ির চেয়ে বেশি ফিচার পাওয়া যায়। অথচ অনেক নামী ব্র্যান্ড বেশি দাম নিয়েও কম সুবিধা দিচ্ছে। অটোমোটিভ গবেষণাপ্রতিষ্ঠান বেঞ্চমার্কের বিশ্লেষক উইল রবার্টস বলেন, কয়েক বছর আগেও যুক্তরাজ্যে চীনা গাড়ি ছিল কৌতূহলের বিষয়। এখন বিষয়টি নিয়মিত ঘটনা হয়ে গেছে, অর্থাৎ রাস্তায় প্রতিনিয়তই চীনা গাড়ি দেখা যায়। উইল রবার্টসের ভাষায়, 'প্রথম যখন লন্ডন ব্রিজে বিওয়াইডির গাড়ি দেখি, তখন বিষয়টি বড় ঘটনা ছিল। কিন্তু এখন এগুলো এতটাই সাধারণ হয়ে গেছে যে আলাদা করে আর নজরেই পড়ে না।'

চীনের গাড়ি রপ্তানি বাড়ছে কেন : চীনের গাড়িশিল্পের এই উত্থানের পেছনে রয়েছে অভ্যন্তরীণ বাজারের ধীরগতি। নতুন গাড়ির চাহিদা কমে যাওয়ায় কোম্পানিগুলো এখন রপ্তানিতে জোর দিচ্ছে। চায়না অ্যাসোসিয়েশন অব অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্সের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে চীনের খুচরা বাজারে গাড়ি বিক্রি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬ শতাংশ কমেছে। একই সময়ে গাড়ি রপ্তানি বেড়েছে ৭২ শতাংশ। ইউরোপজুড়েই চীনা গাড়ির বিক্রি বাড়ছে। তবে যুক্তরাজ্যের বাজার তাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, দেশটি প্লাগ-ইন হাইব্রিড বৈদ্যুতিক গাড়িতে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেনি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেটা করেছে। বিশ্লেষক উইল রবার্টসের ভাষায়, যুক্তরাজ্যের বাজারে দ্রুত বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) প্রসার হচ্ছে। বলা যায়, ইভির দ্রুত সম্প্রসারণশীল বাজারগুলোর একটি হচ্ছে যুক্তরাজ্য। একই সঙ্গে তুলনামূলক কমদামি গাড়ির চাহিদাও আছে। ফলে চীনা কোম্পানিগুলোর জন্য এটি বড় সুযোগ হিসেবে এসেছে। দামের দিক থেকেও চীনা ব্র্যান্ডগুলো এগিয়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জার্মানিতে তৈরি নতুন ফক্সভাগেন টিগুয়ান প্লাগ-ইন হাইব্রিডের দাম যুক্তরাজ্যে ৪৩ হাজার পাউন্ডের কিছু বেশি। অন্যদিকে চীনে তৈরি বিওয়াইডি সিল ইউয়ের দাম প্রায় ১০ হাজার পাউন্ড কম। অবশ্য এই প্রতিযোগিতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আপত্তি জানিয়ে আসছে পশ্চিমা গাড়ি কোম্পানিগুলো। যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত 'বিগ থ্রি'সহ অনেক প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ, চীন সরকারের ভর্তুকির কারণে কোম্পানিগুলো অস্বাভাবিক কম দামে গাড়ি বিক্রি করতে পারছে। তবে সেই অভিযোগ চীনা গাড়ির রপ্তানি বৃদ্ধির গতি কমাতে পারেনি। জেনারেল মোটরসের (জিএম) সাবেক পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জন ম্যাকনিল সিএনবিসিকে বলেন, দাম ও প্রযুক্তি-দুই দিক থেকেই চীনা গাড়িগুলো ইউরোপীয় বাজারে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। এসব গাড়ির দাম যেমন প্রতিযোগিতামূলক, তেমনি এসব গাড়িতে এমন প্রযুক্তি আছে, অনেক ইউরোপীয় ব্র্যান্ডের গাড়িতেও যা নেই। লিপসকম্ব কার্সের পরিবেশক জন পান্ডা-নোয়ার মতে, কম দামের কারণে হয়তো ক্রেতারা বিক্রয়কেন্দ্রে আসেন, তবে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন গাড়ির মান দেখে। ক্রেতারা সামনাসামনি গাড়ি দেখে এর নকশা, নির্মাণের মান ও ফিনিশিং দেখে প্রকৃত অর্থেই মুগ্ধ হয়ে যান।

যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলায় পুরো মধ্যপ্রাচ্যেই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। চার মাসের মধ্যে প্রথমবারের মতো সৌদি আরবে হামলা চালিয়েছে ইরান। এ ছাড়া কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, সিরিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে থাকা মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের হামলা অব্যাহত রয়েছে। এসব হামলায় অন্তত দুটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান, রিফুয়েলিং ট্যাংকার, দূরপাল্লার রাডার, অস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ হ্যাঙ্গার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেন্দ্র ধ্বংস হয়েছে। অন্যদিকে ইরানের উপকূলীয় এলাকায় নতুন করে দুটি সেতু ও একটি টানেলে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে দুজন নিহত ও অন্তত আটজন আহত হয়েছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদনে জানা যায়, সৌদি আরবে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে শক্তিশালী ব্যালিস্টিক বা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। চার মাসের মধ্যে সৌদি আরবে ইরানের প্রথম সরাসরি সামরিক হামলা এটি। এ হামলায় কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বা সৌদি আরবের ঠিক কোন মার্কিন সামরিক ঘাঁটিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। এক বিবৃতিতে ইরানের ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) জানিয়েছে, রাতভর হামলায় কুয়েতের আরিফজান স্থলবাহিনীর লজিস্টিকস কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা সমাবেশস্থল, আলি আল-সালেম বিমানঘাঁটির একটি রাডার, অস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ হ্যাঙ্গার এবং ড্রোন আশ্রয়কেন্দ্র ধ্বংস করা হয়েছে। কাতারে যুক্তরাষ্ট্রের আল উদেইদ বিমানঘাঁটিতে বড় ধরনের আকস্মিক হামলায় একটি দূরপাল্লার রাডার ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি রিফুয়েলিং বিমান ধ্বংস হয়েছে। এ ছাড়া আরও কয়েকটি বিমানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জর্ডানের আল-আজরাকে মার্কিন সামরিক বিমানঘাঁটিতে একযোগে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় অন্তত দুটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে। পাশে থাকা আরও কয়েকটি যুদ্ধবিমানেরও ক্ষতি হয়েছে। বাহরাইনে মার্কিন ড্রোনের একটি মজুতাগারে হামলা চালানো হয়েছে। ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আর ড্রোনের সহায়তায় বাহরাইনের প্রধান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেন্দ্রটি ধ্বংস করা হয়েছে।

হরমুজের বিকল্প চালু করছে ইরাক, ডজনের বেশি চুক্তি স্বাক্ষর : যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের উত্তেজনার কারণে হরমুজ প্রণালি এড়িয়ে তেল রপ্তানির জন্য পাইপলাইন চালু করছে ইরাক। এ লক্ষ্যে পশ্চিমা তেল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ইরাক সরকার। এর মধ্যে একটি হলো- জ্বালানি সরবরাহ পথ পুনরুদ্ধার করা। এ চুক্তির মাধ্যমে বাগদাদ হরমুজ প্রণালি ব্যবহার না করেই তেল রপ্তানি করতে পারবে। ওয়াশিংটনে ইউএস চেম্বার অব কমার্সে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র-ইরাক ব্যবসায়িক শীর্ষ সম্মেলনে এসব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণে নাগরিকদের সতর্ক করল যুক্তরাষ্ট্র : মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনার কারণে ওই অঞ্চলে ভ্রমণের পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করতে মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানায়, মধ্যপ্রাচ্যে উচ্চমাত্রার উত্তেজনার কারণে নিরাপত্তা পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। যেকোনো সময় অপ্রত্যাশিতভাবে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটতে পারে। এ কারণে মার্কিন নাগরিকদের মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণ বা ওই অঞ্চল হয়ে যাতায়াতের পরিকল্পনা নতুন করে বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যারা ইতোমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান করছেন, তাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি চলমান পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য জানতে নিয়মিত সংবাদ পর্যবেক্ষণের পরামর্শ দিয়েছে পররাষ্ট্র দপ্তর।

৯৬ বছর বয়সে ইনফ্লুয়েন্সার গড়লেন বিশ্ব রেকর্ড

বাংলাদেশ ডেস্ক : একটি পুরোনো বাদামি রঙের বাসমতি চালের ব্যাগ। তাতে জিপার বা চেইন লাগিয়ে যত্নে রাখা আছে হাতে লেখা কিছু পুরোনো কাগজের টুকরা। ৯৬ বছর বয়সী আইলিন চিনের কাছে এ কাগজগুলো শুধু রান্নার রেসিপি নয়, বরং তাঁর পরিবারের ইতিহাস আর শত বছরের ঐতিহ্যও।আইলিনের রান্নার যাত্রা শুরু মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। পরে ১৯৫০-এর দশকে স্বামীর সঙ্গে

জ্যামাইকার সেন্ট মেরি এলাকার হাইগেটে একটি বেকারি প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০৮ সালে বেকারিটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তিনি পরিবারের সঙ্গে থাকতে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার মায়ামিতে চলে আসেন। দেশ বদলে ফ্লোরিডায় এলেও নিজের শিকড়ের স্বাদ ভোলেননি জ্যামাইকান বংশোদ্ভূত এই প্রবীণ নারী। যে রেসিপিগুলো একসময় তাঁর নিজের বেকারিকে জনপ্রিয় করেছিল, নাতি লুকাস ওংয়ের বুদ্ধিতে তিন বছর ধরে সেগুলোই ক্যামেরার সামনে তৈরি করছেন তিনি। আর নাতি সেই রান্নার ভিডিও বানিয়ে ছাড়ছেন ইন্টারনেটে। ব্যস! ওখানেই ম্যাজিক। তিনি হয়ে ওঠেন একজন ইনফ্লুয়েন্সার। কখনো নিখুঁত চকলেট চিপ কুকি, আবার কখনো জ্যামাইকার ঐতিহ্যবাহী সব মুখরোচক খাবার তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন এই নারী। সুস্বাদু খাবারে কামড় দিয়ে জ্যামাইকান কথ্য ভাষায় যখন তিনি বলেন, 'মি রাহটিড!' ('আহা, দারুণ!'), তখন স্ক্রিনের ওপাশে থাকা লাখো দর্শকের মুখে হাসি ফোটে। বর্তমানে ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, ইউটিউব ও ফেসবুক মিলিয়ে এ দাদি-নাতির অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ!

শুধু কি লাইক-কমেন্ট? ৯৬ বছর ৮৯ দিন বয়সে আইলিন চিন গড়েছেন এক অবিশ্বাস্য বিশ্ব রেকর্ডও। বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক জীবিত নারী ফুড ইউটিউবার হিসেবে তাঁর নাম উঠেছে 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এর পাতায়। রেকর্ড গড়ার পর উচ্ছ্বসিত আইলিন বলেন, 'পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রান্নার এ জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারছি, এটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া। মানুষ যখন আমার পারিবারিক রেসিপিগুলো দেখে আনন্দ পায়, তখন আমার বুকটা ভরে যায়।'

শুধু কি লাইক-কমেন্ট? ৯৬ বছর ৮৯ দিন বয়সে আইলিন চিন গড়েছেন এক অবিশ্বাস্য বিশ্ব রেকর্ডও। বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক জীবিত নারী ফুড ইউটিউবার হিসেবে তাঁর নাম উঠেছে 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এর পাতায়। রেকর্ড গড়ার পর উচ্ছ্বসিত আইলিন বলেন, 'পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রান্নার এ জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারছি, এটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া। মানুষ যখন আমার পারিবারিক রেসিপিগুলো দেখে আনন্দ পায়, তখন আমার বুকটা ভরে যায়।'

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বৃষ্টিমুখর দুপুর। আকাশটা যেন ফুটো কলসি। ঝমঝম বৃষ্টি চরের মাটিতে পড়ে কাদা বানাচ্ছে। কাদার গন্ধ, ভিজা ঘাসের গন্ধ, দূরের কদম ফুলের গন্ধ ড় সব মিশে একটা বুনো, আদিম গন্ধ। বৃষ্টির ফোঁটা টিনের চালে পড়ে ড় টাপুর টুপুর।

পদ্মার চর। বালি আর কাদার রাজ্য। বর্ষায় চর ডুবে যায়, শীতে জেগে ওঠে। চরের মানুষগুলাও এমন। জোয়ারে ভাসে, ভাটায় কাঁদে।

চরের মধ্যে দূরন্তপনা বকন বাছুরটা ছুটতে চায়। গলার দড়ি শক্ত করে ধরে আছে আবিদা। বকন বাছুর, কিন্তু উঠতি যৌবনবতী গরুটি। চোখে চঞ্চলতা। দৌড়ে যেতে চায়, বেশ দূরে চরে খেয়ে বেড়ানো গরুর পালের ভেতর। আবিদা টান দিয়ে ধরে রাখে। “যাইস না রে একেনেই ঘাস খা। ওই পালে গেলে তোরে আর ফিরা পাবো নানে।”

আবিদার বয়স ১৮। শ্যামলা গায়ের রং। বৃষ্টিতে ভিজে চুলগুলো পিঠে লেপটে আছে। চোখ দুইটা মেঘলা। বিয়ের তিন বছর পর সলিমুদ্দীনের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সলিমুদ্দীনের ঘরে তিন বছরেও, আবিদার কোল জুড়ে সন্তান আসে নাই। এটাই ছিলো অভিযোগ।

সলিমুদ্দীন। গ্রামের সাধারণ ঘরের ছেলে। এসএসসি পাশ করার পর পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছে। খাকি পোশাক, বুটের শব্দ, কোমরে লাঠি। চাকরির বদলি। মাসে বা তিনচার একবার আসে। আসে, রাত কাটায়, চলে যায়। আবিদার সাথে কথা হয় কম। “খাইছো?” “হ।” “ঘুমাও।” ব্যস। আর স্বামী স্ত্রী যা হবার তাই হয় ।তারপর ঘুম, বেভোর ঘুম। ঋতু হওয়ার পর, যতোদিন বৃক্ষ ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ততোদিনে আবিদার সংস্পর্শে আসা হতো না অথবা হয়নি চাকরির কারণে। মুকুলকলি শরীরেই লুকিয়ে লুকিয়ে বিলীন হতো। দায়িত্বের কথা বলে চলে যেত সলিমুদ্দীন । আবিদা গ্রাম্য মেয়ে, লজ্জায় কিছু বলতে পারতো না নীরবে নিভৃতে সয়ে নিতো। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার তাদের। বাপ-মা শিখাইছে ড় “স্বামীর মুখের উপর কথা কইতে নাই ।” তাছাড়া বয়স ও অভিজ্ঞতাও কম ছিলো। আবিদা চুপ করে থাকতো। রাতে জানালা দিয়ে চাঁদ দেখতো। চাঁদটার মতো নিজেকে একা মনে হতো।

তিন বছর পর খবর আসলো ড় সলিমুদ্দীন আরেকটা বিয়ে করছে। শহরের মেয়ে। বি.এ পাশ। আবিদাকে তালাক দিছে লোকমুখে শুনেছে । কাগজ বা তালাকনামা হাতে পায় নাই। খবর আসছে। খবরটাই যেন ছুরি। শুনেছে, সলিমুদ্দীনের মায়ের ইচ্ছাতেই দ্বিতীয় বিয়ে করেছে।

আবিদা স্বামীর বাড়ি আর যায় না,যাওয়ার জন্য কারো কোনো চাপও নেই । বাপের ঘরে ফিরে, বসবাস চিরদিনের জন্য যেন । লোকে বলে “তালাকপ্রাপ্তা”। কেউ বলে “অপয়া”। কেউ বলে “বাঁজা”। শব্দগুলো বৃষ্টির মতো ঝরে আবিদার গায়ে,বর্শার মতো হুল ফুটাই মনে। ভিজায়, পোড়ায়।

মন তো টুনটুনি পাখির মতো। অথবা উল্লুকের মতো। দৌড়ে বেড়ায় এডালে ওডালে। আবিদার মনও ব্যতিক্রম না। সেও বকন গরুটির মতো মানুষের মাঝে যেতে চায়। কথা বলতে চায়। হাসতে চায়। কখনো কখনো দৌড়াতে ইচ্ছে করে,যেতে শক্ত সামর্থ্যবান পুরুষের কাছে। যে জিগাবে ড় “কেমন আছো আবিদা?” যে বলবে ড় “তোমার দোষ নাই।”

কিন্তু গ্রামে তালাকপ্রাপ্ত মেয়ের দিকে কেউ তাকায় না। তাকাইলেও চোখে থাকে দয়া, না হয় কামনা। ভালোবাসা থাকে না।

সেদিন বৃষ্টিতে চরের ঘাটে আমানুল্লাহর সাথে দেখা। আমানুল্লাহ চরের ছেলে। বাপ-দাদার জমি চরে। গায়ে শক্তি। চোখে মায়া। আমানুল্লাহ কখনো আবিদারে “অপয়া” বলে নাই। একদিন আবিদার হাত থেকে কলসি পড়ে গেছিল,কিন্তু ভাঙে নাই। আমানুল্লাহ উঠায়ে দিয়েছিল। বলেছিল, “পানি পড়লে পানি পাওয়া যায়, কলস ভাঙলে পানি উঠানো যায় না,খান খান হয়ে যায়। মন হারালে সব হারিয়ে যায়। মন ভাঙিস না আবিদা আপা।”

আবিদা সেদিন মাথা নিচু করে চলে আসছিল। বুকের ভেতর কেমন জানি করছিল। যেন তিন বছর পর কেউ তার নাম ধরে ডাকলো।

বৃষ্টি বাড়ে। বিলের পানি উপচায়ে ওঠে। পানিতে মাছের দৌড়াদৌড়ি। পুঁটি মাছ রুপার কুচির মতো। টাকি মাছ কাদা মাখে। শোল মাছ ফুট ফুট করে। চরের মানুষ কয় ড় “আষাঢ় আইলে মাছেরও মন চঞ্চল হয়।” আবিদারও মন চঞ্চল হয়।

আমানুল্লাহ রোজ আসে। বাছুরের জন্য ঘাস কাটে। আবিদার লগে দুইটা কথা কয়। “আজ বৃষ্টি বেশি।” “হ।” “ধানের চারা ভালো হইছে।” “হ।” ব্যস। এর বেশি কথা হয় না। বলা লাগেও না, চোখে চোখ পড়লেই অনেক কথা হয়ে যায়। হয়ে যায় বৃষ্টিময় বিলাপ বড়ো গাছের তলায় থাকা জঙ্গলের আড়ালে।

চরের মাতব্বরদের চোখ এড়ায় না। কানাঘুষা শুরু হয়। “পুলিশের বউ চরের ছেলের লগে ঘোরে।” “ইজ্জত খাইছে।” শুরু হয় হৈচৈ। বাতাসের আগে আগে ছড়ায় বিধবার বেহায়াপনা।

শালিস বসে। বটতলায়। মাতব্বর, মেম্বার, চেয়ারম্যান। সবাই দাঁড়ায়। আবিদা মাঝখানে। মাথা নিচু। বৃষ্টির দিন। মাথার উপর তালপাতার ছাউনি। ছাউনি দিয়ে পানি চুয়ায়। আবিদার চোখ দিয়েও পানি চুয়ায়।

“আবিদা, তুমি স্বামীর ঘর করো না ক্যান?” মাতব্বর জিগায়।

আবিদা চুপ।

“উত্তর দেও। স্বামী তোমারে তালাক দিছে। তুমি আরেক পুরুষের লগে ঘুরঘুর করো ক্যান?”

আবিদা আস্তে কয়, “আমার দোষ কী? তিন বছরে আমার পেটে সন্তান আসে নাই ড় এই দোষ? নাকি আমার স্বামী আরেকটা বিয়ে করছে ড় এই দোষ?”

কেউ উত্তর দেয় না। শুধু গলা খাঁকারি দেয়। সমাজের গলা খাঁকারি। “বলি এক,উত্তর দেয় আর এক”।

ঝগড়া ঝাটি শুরু হয়,শুরু হয় হৈহল্লা। ঘটে আর এক ঘটনা। চরের দুই দলের জমি নিয়ে ঝামেলা। আব্দুলের দল আর কাদেরের দল। দুই দলই কয় চর তাদের। বর্ষায় চর জাগলে জমির দাম বাড়ে। ঢাল-শড়কি নিয়ে মারামারি লাগে। বাঁশের লাঠি, কোদাল, বল্লম। মানুষেরে মারে। আকাশে মেঘ ডাকে, মাটিতে মানুষ ডাকে। আয়,আয় তোরে খুন কইরি ফেলাবু! দুই দল কাছাকাছি হওয়ার আগেই, খবর পেয়ে পুলিশ আসে। থানা থেকে গাড়ি আসে। সাইরেন বাজে। সলিমুদ্দীনও আসে। ইউনিফর্ম পরা। কোমরে পিস্তল। চোখে কঠোরতা। তিন বছর পর এই প্রথম কাকতালীয় আবিদার সামনে আসে সলিমুদ্দীন।

সলিমুদ্দীন আবিদাকে দেখে। ভিজে একাকার মেয়েটা। মাথা নিচু। কিন্তু পিঠ সোজা। সলিমুদ্দীনের বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে। পুলিশের চোখ আর স্বামীর চোখ এক জায়গায় মিলে যায়। অনেক না বলা কথা চোখে ভাসে।

আমানুল্লাহ সামনে এসে দাঁড়ায়। “স্যার, আবিদা আপার দোষ নাই। দোষ আমাদের। যে সমাজ মেয়েরে শুধু মা হওয়ার মেশিন ভাবে, সেই সমাজের দোষ। যে স্বামী বউরে সময় দেয় না, তার দোষ নাই।”

এসব কথা শোনার সময় কারো নেই। সবাই এখন পুলিশের দিকে এবং মারমুখী জনগণের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সলিমুদ্দীন চুপ। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে। তালাকনামা। তিন মাস আগে কোর্ট থেকে করাইছে। কালি শুকায় নাই। বৃষ্টিতে কাগজ ভিজে যায়। কালি গলে যায়।

“সই করো আবিদা। মুক্তি দাও আমারে। তুমিও মুক্ত হও।” সলিমুদ্দীন ধীরে বলে। গলাটা কাঁপে। পুলিশের কণ্ঠ না, এ কণ্ঠ মানুষের কণ্ঠ।

আবিদা কাগজটার দিকে তাকায়। তিন বছরের স্মৃতি ভাসে। জ্যোস্নাপ্লাবিত বিয়ের রাত,বাসর ঘর। সলিমুদ্দীনের হাতের স্পর্শ। যে স্পর্শে ভালোবাসা ছিল, কিন্তু সন্তান ছিল না। যে স্পর্শে দায়িত্ব ছিল, কিন্তু মায়া ছিল না।

আবিদা কাগজটা নেয়। নিয়ে আস্তে করে মাটিতে ফেলে দেয়। কাদায় মিশে যায়। “আমার তালাক লাগবে নানে। আমার ইজ্জত লাগবে। আমার মানুষের মতো বাঁচতে হবে। আপনি আমারে তিন বছর সময় দেন নাই। এখন আমি নিজেরে সময় দিমু।”

কথাটা চিৎকার করে বলে না। আস্তে ধীর গলায় বলে। কিন্তু কথাটা আকাশে ওঠে। মেঘের গর্জন ছাপায়ে যায়। বৃষ্টি তার কান্না ধুয়ে দেয়।

পুলিশ লাঠিচার্জ করে। মারামারি থামে। আব্দুল-কাদেরের দল ছুটে যায়। চর আবার শান্ত হয়। শুধু কাদা আর রক্ত মিশে থাকে।

সন্ধ্যা নামে। বৃষ্টি থামে। পশ্চিম আকাশে রোদ ওঠে। ভিজা চরে রোদ পড়ে, হীরার মতো *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

বিবর্ণ সুখস্মৃতি
আশরাফ আহমেদ

প্রতিনিয়ত শয়নে, স্বপনে কিংবা জাগরনে
স্মৃতি দেদারসে ধাক্কা দেয়
উপলব্ধির জগতে লম্পজম্প শিহরণে
এ বোধের জগত অবাস্তব নয়।
আশ্চর্যের যা, তাহলো সুখস্মৃতি বিবর্ণ
কিছুকিছু ব্যাথা নির্মম অবিশ্বাস্য
মনোজগতের গভীরে গাঢ় অন্ধকার কুঠিরে
আমৃত্যু বেগবান এ স্রোতের কর্দমাক্ত গ্রাস
নিষ্ঠুর, নির্মম অভিশাপ নিত্যস্মরণে
স্মৃতি হরিদ্রাবরণ হবে কোন সে সময়ে !

বলো তো কখন নামবে বৃষ্টি?
মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ

বলো তো কখন নামবে বৃষ্টি?
জানি না। তুমি বলো।
তবে বলছি শোন।
তোমার নীল শাড়ি ঐ আকাশ নীলে
যখন চুলকালো মেঘ খেলবে মিলে
করবে অনাসৃষ্টি,
তোমার বাদলধারা দীঘল চুলে
হাসবে যখন কদম ফুলে
(ওগো) নামবে তখন বৃষ্টি।
যখন মরবে লাজে মেঘের পিছে
তোমার ঐ রাঙা টিপ সূর্য মিছে
যখন দোলবে তোমার দুল
বনের ঝুমকোজবা ফুল
কাড়বে সবার দৃষ্টি।
যখন ওষ্ঠরাঙা গোলাপ ফোটে
চোখকালো ঐ ভোমর ছুটে
যখন কাজের ফাঁকে মনের ভুলে
তোমার মনোবীণায় সুরটি তুলে
গান গেয়ে যাও মিষ্টি।
নরক ভূমের পথে!
যেদিন প্রথম দেখেছ আমায়
রকিবুল ইসলাম
যেদিন প্রথম দেখেছ আমায়
ভৈরব নদের পাড়ে।
বেসেছ ভাল এক দেখাতে,
হয়নি তবু বিয়ে।
আমিও সেদিন হয়েছি বিভোর
তোমার রুপের মোহে।
ময়না তোমারে রেখেছি পুষে,
মানস মাঝার খানে।
দিয়েছি সাড়া তোমার ডাকে,
চেয়েছি ফিরে পিছু।
নিয়েছ সবই যাবার ক্ষণে,
অবশিষ্ট নেই কিছু।
চলতে পথে কখনও যদি
হোঁচট তুমি খাও,
আচমকা ছুটে আসব আমি
যতই দূরে রও।
তোমার প্রেমের পরশ খানি,
পাইনি কোন কালে।
হাজারো যাতনা সয়ে চলেছি,
নরক ভূমের পথে।
বলো তো কখন নামবে বৃষ্টি?
মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ
বলো তো কখন নামবে বৃষ্টি?
জানি না। তুমিই বলো কখন?
তাহলে বলছি শোন।
তোমার নীল শাড়ি ঐ আকাশ নীলে
যখন কেশ বরণ মেঘ খেলবে মিলে
করবে অনাসৃস্টি,
তোমার বাদলধারা দীঘল চুলে
হাসবে যখন কদম ফুলে
(ওগো) নামবে তখন বৃষ্টি।

যখন তুমি এলে না
মহসিন আলম মুহিন

আশার শেষ নেই, ছোট আশা,
বড় আশা, বড় হওয়া, জ্ঞানী হওয়া,
সুন্দর বাড়ি, মনের মত নারী,
ধনসম্পত্তি কত চাওয়া।।
কখনও পূরণ হয় কখনও
আবার থেমে যায় আশা,
তরী মাঝ পথে থমকে দাড়ায়,
হাল ছাড়লে চলবে কেন আবার চলা
আবার নতুন পথ, ক্লান্ত দেহ মন-
তবুও এগিয়ে যাওয়া।।
হাত ধরে হাতে কত স্বপ্ন দেখা প্রাতে,
সবুজ ঘাসে বসে, বৃক্ষ ছায়া তলে
অথচ কখন ছেড়েছো হাত
আমার অজান্তে হিচকা টানে!
ব্যথায় ভরেছে হিয়া তীক্ষ্ণ বাণে।।
তোমার ছিলো ইচ্ছাধারী মন,
কখনও শীতল, কখনও আগুন-
ছিল হাসি, ছিল কামনা-বাসনা
কিন্তু তোমার হাতে বিষ মাখানো ছিল
সে যে ছিল মোর অজানা-
বাঁকা চোখে তরবারি ছিলো’
ঠিকই কাটলে থামলে না।।
ওলট-পালোট করে দিলে আমার পৃথিবী,
ভেবেছো হেরে যাবো তোমার অবজ্ঞায়,
না পুড়ে পুড়ে দ্রোহে আর বিচ্ছেদে
একাকী পথ চলি, তোমার ঘোর কেটে গেছে-
এখন তুমি ছাড়া সবই আমার।।
পাখি, ফুল-ফল, নদী, বৃক্ষরা,
বই, খাতা-কলম, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা,
হেমন্ত, বসন্ত সব আমার!
সবাই আগলে রাখে, কেউ প্রাণের খোরাক
কেউ পথ চলার সাথী-শুধু তুমিই দেখলে না।।
আমিও বড্ড ক্ষ্যাপা হয়েছিলাম কেন যেন!
স্বপ্ন ভঙ্গে হারিয়ে ছিলো খেই অনেকটা,
হঠাৎ ফিরে এলো সম্বিৎ তা হবে কেন!
আমিতো শেষ হয়ে যাইনি এখনও অনেক পুষ্ট,
অনেক শক্ত, বিরহ নেই, যখন তুমি এলে না।।

সাধনা
মহসিন আলম মুহিন

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে হলে তা বহুদূর,
সাধনা করলে সিদ্ধি লাভ, হোক পাহাড়সম-সমুদ্রুর,
ভক্তের প্রণাম ভক্তের কাছে পৌঁছে যাবে একদিন-
কষ্ট সাধনার ফল আসবেই-জীবন হবে রঙ্গিন,
ইবাদত, আরাধনা, ভোজন-সাধনে আত্মা শান্তি পায়-
সাধনা আর ধৈর্যের ফল সর্বদাই সুমিষ্ট হয়,
প্রভুকে পাওয়ার সাধনাতে-স্বর্গ সুখ পাওয়া যায়।।

পদ্মার পাড়ে বাড়ি
মাসুদ রানা

পদ্মার পাড়ে জন্ম আমার ইলিশ মাছের বাড়ি,
সকাল-বিকাল জেলে জালে ধরছে হাঁড়ি হাঁড়ি।
পদ্মা পাড়ে প্রধান কাজ মাছ শিকার করে চলা,
সহজ সরল জীবন যাপন ভাত জুটানো জ্বালা।
নদীর বুকে স্বপ্ন বুনে চলে জীবন সংসার,
স্রোতের সাথে খেলা করে মাঝির চলে বারবার।
ঝাঁকে ঝাঁকে পদ্মার মাছে উঠছে জেলের জালে,
ভাটিয়ালি গান ধরেছে মাঝি নৌকার কোলে।
বালুচরে বসবাস করে চারপাশ ঘেরা নদী,
বর্ষাজল ঘিরে ফেলেছে অচিনপুরের যদি।
পদ্মা পাড়ের জেলের নৌকা ঘাটে ঘাটে বাঁধা,
পরিবারের সুখের জন্য বাড়ি ছাড়া দাদা।
মাছের সাথে গল্প করা দুঃখ আছে মনে,
পরিবারের সুখের মায়া নদীর ক্ষণে ক্ষণে।
মাছে ভাতে বাঙালি ভাই মাছ ধরাই পেশা,
মাছমারা পূর্বপুরুষের ছিল একটা নেশা।

হরমুজ প্রণালীর বিকল্প তেল সরবরাহ জলপথ

আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

হরমুজ প্রণালী নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইরানের সাথে যে বাকবিতণ্ডা, যুদ্ধ, বিরতি আবার যুদ্ধ-যুদ্ধ অবস্থা তার সমাধান বা স্থায়ী বিরতির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। যে পণ্যের সরবরাহ জলপথের অতি ক্ষুদ্র কিন্তু ট্যাংকার চলাচলে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল তা দুপক্ষই অবরোধ করে রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ইসরাইল নেমে আলী খামেনিসহ বিশিষ্টজনদের হত্যা করেছে। ইসরাইল মদদ যোগাতে যুক্তরাষ্ট্রের পাশে আছে। অতি সম্প্রতি হরমুজ প্রণালীর বিকল্প তেল সরবরাহ জলপথে পৌঁছানোর ২০০৩ সালে বিধ্বস্ত পাইপ লাইন মেরামত ও প্রতিস্থাপন করতে ইরাক সিরিয়া এক্যমত হয়ে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। তড়িঘড়ি দেখে ধারণা হয় এ এক নতুন খেলা। ইরান হরমুজ প্রণালীর স্বত্বে ভাগ, কর আদায়ে হিস্যা -এসব ব্যাপারে কোন ছাড় দিচ্ছে বলে মনে হয় না, ভবিষ্যতে চাপে নতি স্বীকার করবে এমন ভাবার স্বপক্ষে তেমন কোন যুক্তিও নেই। তবে, প্রতিবেশী দেশগুলোর সহায় সম্পদ গুড়িয়ে দেয়া কি ঠিক হচ্ছে। তবে, অচলাবস্থার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে মিডটার্ম ইলেকশনের প্রাক্কালে তেলের দাম বাড়ছে যা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে দ্রুত। আন্তর্জাতিক বাজারে তেল সরবরাহের ঘাটতি, অত্যধিক মূল্য অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। শিল্প কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা এক'দু বছর আগের মত নেই। ইরানকে শায়েস্তা করতে না পারায় নেতিনিয়াহু ট্রাম্পের ওপর অখুশী। ন্যাটো মিত্রদের ইরান যুদ্ধে পাশে না পেয়ে ট্রাম্প মহা অখুশি। এদিকে, রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া রণসাজে। জাপান, ফরমোজা (তাইওয়ান) শঙ্কিত। ইউক্রেনে সন্ধি, শান্তির কোন অগ্রগতি নেই। আমেরিকা তাই নতুন চাল খেলতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। যুক্তি দেয়া হচ্ছে যে ইরাককে অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল, সচল করতে হলে তেল উৎপাদন বাড়াতে হবে (২০০৩ সালের পূর্বে দৈনিক উৎপাদন ছিলো ৪.২ মিলিয়ন ব ্যারেল যা বর্তমানে নেমে দৈনিক ১.৯ মিলিয়ন ব্যারেলে দাঁড়িয়েছে) এবং সরবরাহের নিরাপত্তা ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ইরাকের উত্তরাঞ্চলের বিধ্বস্ত পাইপ লাইনটি মেরামত ও পুনর্নির্মাণ করে তা সিরিয়ার ভূমধ্যসাগর কোষ্টে নিলে একটি বিকল্প সরবরাহ রাস্তা জলপথে সংযুক্ত হবে।

ইরাক এবং সিরিয়া সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করলে ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি সেক্রেটারি ক্রিস রাইটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্ত স্বাক্ষরিত হয় । এতে ইরাকের পক্ষে বসরা অয়েল কোম্পানির সিইও বাসেম আব্দুল করিম এবং সিরিয়ার পক্ষে সিরিয়া পেট্রোল কোম্পানির সিইও ইউসেফ ক্যাবলাওয়ি স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রাইট বলেন, “There is so much room to drive improvement in Iraq, to raise oil production, to reduce dependencies in hostile neighbors, to bring freedom, prosperity and abundant energy to the nation of Iraq. (see, Spencer Kimball, Iraq and Syria to Straits of Hormuz, CNBC, 17 July 2026),

উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত মঙ্গলবার ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আলী আল-জায়গা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে হোয়াইট হাউসে সাক্ষাৎ করেছেন। দ্রুততালে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো কার্যকর হবে কতটুকু তা কিন্তু নির্ভর করবে ইরানের উপর। পাইপ লাইনের অবস্থান ইরানের ড্রোন এবং অপরাপর ক্ষেপণাস্ত্রের সহজ আওতায় বিধায় কার্যকরী ভূমিকা ইরানের উপর অনেকটা নির্ভর করবে।

PCA & HHA
FREE
TRAINING
আমরা বাংলায় কথা বলি
ফ্রি
Bestcare
Home care, your care
প্রশিক্ষন এর
বিস্তারিত জানতে কল করুন..
516-666-5802, 516-731-3770
১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি
Queens
70-50 Austin Street. Suite 130 Forest Hills, NY 11375
Nassau
50 Clinton Street. Suite 201 Hempstead, NY 11550
Bronx
4119 White Plains Road Bronx, NY 10466
Corporate
3000 Hempstead Turnpike.
Brooklyn
1781 Flatbush Avenue Brooklyn, NY 11210
Highbridge
1592 Jessup Avenue Bronx, NY 10452
Manhattan
Staten Island
60 Bay Street, Suite 506 Staten Island, NY 10301
Westchester
35 East Grassy Sprain Road, Yonkers, NY 10710
Suffolk
97 West Main Street Bay Shore, NY 11706
Eastern Suffolk
630 Middle Country Road Selden, NY 11784
নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ লাইসেন্স এজেন্সী ।

WWW.MOINLAW.COM
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• ট্রিপ এন্ড ফল
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• স্লিপ এন্ড ফল
• লেড পয়জনিং
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN
Party Hall
50%
OFF
FOR
GRAND
Opening
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকেই শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
Weddings Event
Birthdays Event
Gathering & Meeting
Sweet 16 & Graduation
BOOK NOW
89-16 175th Street CF-2
Jamaica, NY 11432
Phone: 929-949-1234

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

YOU ARE CORDIALLY
INVITED
NEW YORK IMAMS CONFERENCE
UNITED IN FAITH, LEADING WITH PURPOSE

EVENT LOCATION
ICNA Al-Markaz
166-26 89th Avenue
Jamaica, NY 11432
(Directions: Take the F train to 168th Street station, then walk south 2 minutes to ICNA Markaz.)

DATE
JULY 24, 2026

TIME
3:30 PM — 6:30 PM

CHIEF GUEST:
Imam Abdel Hakim Mohammed

OTHER SPEAKERS:
1. Sheikh Mohammed Qatanani
2. Dr Abdul jabbar
3. Dr Abdel Hafid
4. Dr Ruhul Amin
5. Mufti Abdul Malik

And others

Please confirm your presence to the following contacts by July 23rd, 2026.
1. Imam Ashrafuz Zaman khan (Former President, NAIF) +1 (929) 278-0053
2. Dr. Akram Kassab +1 (646) 270-9789

Dinner will be served

NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C
WOMEN'S MEDICAL OFFICE

ডা. রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
- Flushing Hospital Medical Center
- North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
- Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Caring for Women, Nurturing Life

Scan me

Amyeo A. Jereen, MD.
Obstetrics & Gynecology
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Long Island Jewish Medical Center Northwell Health®
FLUSHING HOSPITAL MEDICAL CENTER

Dr. Maria Chattha, MD, FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.

New office:
87-44 168th Place (1st Fl.), Jamaica, NY 11432
91-12, 175th St, Suite-1B, Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687

Email: info@mynewlifemd.com | www.mynewlifemd.com

ফ্রিজে রাখলেও খাবার ক্ষতিকর হয়

আলমগীর আলম : অনেকে মনে করি, ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর হলো দীর্ঘদিন খাবার ভালো রাখার নিরাপদ জায়গা। কিন্তু সব খাবার ফ্রিজে ভালো থাকে না। কিছু কিছু খাবার ফ্রিজে রাখলে সেগুলোর গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি ক্ষতিকরও হয়ে উঠতে পারে। আধুনিক জীবনব্যবস্থায় ফ্রিজ অত্যাবশ্যকীয় অনুষঙ্গ, যা আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে গেছে। তবে ভালো দিক হলো, নাগরিক জীবনের কিছু কাজ ফ্রিজ কমিয়ে দিয়েছে। ফ্রিজে খাবার সতেজ থাকার মূল কারণ তাপমাত্রা কম থাকা। কম তাপমাত্রায় ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং অন্য সূক্ষ্ম জীবাণুগুলো বেড়ে উঠতে সময় নেয়। ফলে খাবারে পচনপ্রক্রিয়া ধীরগতির হয় এবং খাবার কিছুদিন ভালো থাকে। এবার বিস্তারিত জানা যাক-

ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি: অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া গরম ও আর্দ্র পরিবেশে দ্রুত বাড়ে। ফ্রিজের ঠান্ডা পরিবেশ এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর বৃদ্ধি ধীর করে দেয়। ফলে খাবারে পচনপ্রক্রিয়া শুরু হয় দেরিতে।

এনজাইমের কার্যকলাপ: খাবারে থাকা এনজাইম তা নষ্ট করে দিতে সাহায্য করে। তাপমাত্রা কম থাকায় এগুলোর কার্যকলাপ ধীর হয়ে যায়। ফলে খাবার দীর্ঘদিন ভালো থাকে।

অক্সিডেশন প্রক্রিয়া: খাবার বাতাসের সংস্পর্শে এলে অক্সিডেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ফলে খাবারের রং ও স্বাদ বদলে যায়। ফ্রিজে খাবার রাখলে এই প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়।

আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ: ফ্রিজের ভেতরে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত থাকে বলে শুষ্ক না হয়ে খাবার তাজা থাকে। কিন্তু ফ্রিজে সব খাবার যে ভালো থাকবে, তা নয়। জানতে হবে, ফ্রিজে কোন কোন খাবার রাখা যাবে না।

যেসব কারণে ফ্রিজে খাবার রাখা ক্ষতিকর পুষ্টিগুণের ক্ষতি: অনেক

খাবারের পুষ্টিগুণ ফ্রিজের ঠান্ডায় নষ্ট হয়ে যায়; বিশেষ করে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের পরিমাণ কমে যেতে পারে।

স্বাদ ও গন্ধের পরিবর্তন: ফ্রিজের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কিছু খাবারের স্বাদ, গন্ধে পরিবর্তন আনতে পারে।

ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি: কয়েকটি খাবার ফ্রিজে রাখলে ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বাড়তে পারে, যা খাবারকে অস্বাস্থ্যকর করে তোলে।

কোন কোন খাবার ফ্রিজে রাখা অনুচিত

পেঁয়াজ ও রসুন: এই দুটি মসলা ফ্রিজে রাখলে দ্রুত অঙ্কুরিত হয়ে যায়। এ ছাড়া ছত্রাকে আক্রান্ত হয়।

আদা: ফ্রিজে রাখলে এর ওপর ছত্রাক জন্মাতে পারে, যা ওক্র্যাটক্সিন নামের একটি বিষাক্ত যৌগ তৈরি করে।

টমেটো: ফ্রিজে রাখলে এর স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হয়ে যায় এবং এর ত্বক নরম হয়ে যায়।

কলা: এটি ফ্রিজে রাখলে এর ত্বক কালো ও গুঁড়ো হয়ে যায় বলে খাওয়ার অনুপযোগী।

রুটি: ফ্রিজে রাখলে রুটি শুকিয়ে যায় এবং স্বাদ কমে। তবে আটা বা ময়দার খামির ফ্রিজে রাখা যেতে পারে।

মধু: এটি ফ্রিজে রাখলে এর গুণ নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া এটি ক্রিস্টালাইজ হতে পারে, এতে থাকা মোম জমে যেতে থাকে এবং রং বদলে যায়।

তরমুজ ও বাঁধাকপি: এগুলো ফ্রিজে রাখলে পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। গরমে অনেকে তরমুজ ঠান্ডা করে খেয়ে থাকেন, সেটাও ঠিক নয়।

কিছু খাবার ফ্রিজে কত দিন রাখা যায়

মাছ: ২ থেকে ৩ দিন

মাংস: ৩ থেকে ৪ দিন

দুধ ও দুধজাতীয় পণ্য: প্যাকেটের নির্দেশ অনুযায়ী

শাকসবজি: ৩ থেকে ৫ দিন

খাবার সংরক্ষণের সঠিক উপায়

শুষ্ক ও ঠান্ডা জায়গা: পেঁয়াজ, রসুন, আদা ইত্যাদি শুষ্ক ও ঠান্ডা জায়গায় রাখুন।

কাগজের থলে: শাকসবজি কাগজের থলেতে করে ফ্রিজে রাখুন।

 একবারে বেশি পরিমাণে না কিনে প্রয়োজন অনুযায়ী কিনুন, যাতে খাবার নষ্ট না হয়।

 ফ্রিজ নিয়মিত পরিষ্কার করা জরুরি: নিয়মিত এটি পরিষ্কার করা হলে ব্যাকটেরিয়া জন্ম নিতে পারে না।

ফ্রিজ খাবার সংরক্ষণের একটি ভালো উপায় হলেও সব খাবার ফ্রিজে রাখা উচিত নয়। খাবার সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হলে এর পুষ্টিগুণ ধরে রাখা যায় এবং অসুস্থতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া

ত্বকের রোগ এবং যত্ন-আত্তি

ডা. দিদারুল আহসান : শীতকালে বাতাসের আর্দ্রতা কমে যায়, বায়ুমণ্ডল ত্বক থেকে শুষে নেয় পানি। ফলে ত্বক, ঠোঁট ও পায়ের তালু ফেটে যেতে থাকে। মানবদেহের ৫৬ শতাংশই পানি। এর মধ্যে ত্বক একাই ধারণ করে ১০ শতাংশ। ত্বক থেকে পানি বেরিয়ে গেলে ত্বক দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়ে। ত্বকের যেসব গ্রন্থি থেকে তেল আর পানি বের হয়, তা আর আগের মতো ঘর্ম বা তেল কোনোটাই তৈরি করতে পারে না। এতে ত্বক আরও শুকিয়ে যায়। আমাদের মনে রাখা খুবই প্রয়োজন যে, ত্বকে থাকে ঘর্মগ্রন্থি ও তেলগ্রন্থি, যেখান থেকে অনবরত তেল ও ঘাম বের হতে থাকে। এ ঘাম ও তেল মিলে দেহের ওপর একটি তেল ও পানির মিশ্রণ বা আবরণী তৈরি করে, যা দেহ শীতল রাখে এবং শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা ও ত্বকের ফাটা ভাব প্রতিরোধ করে।

ঠোঁটের যত্নে করণীয় : শীতে ত্বক ছাড়াও বেশি সমস্যার সৃষ্টি হয় ঠোঁট নিয়ে। কমবেশি সবারই ঠোঁট ফাটে। তবে তৈলাক্ত প্রলেপ ঠোঁটে ব্যবহার করলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এ ক্ষেত্রে ভ্যাসলিন, লিপজেল বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করে ঠোঁট ভালো রাখা যায়। মনে রাখবেন, জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজানো উচিত নয়। এতে ঠোঁট ফাটা আরও বেড়ে যেতে পারে।

পায়ের যত্নে করণীয় : কারো কারো মধ্যে শীতে পা ফাটার প্রবণতা দেখা যায়। সেক্ষেত্রে অ্যাক্রোফ্লেভিন দ্রবণে পা কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর পা শুকিয়ে গেলে ভ্যাসলিন মেখে দিন। এ ছাড়াও গ্লিসারিন ও পানির দ্রবণ পায়ে মেখে পায়ের ফাটা রোধ করা সম্ভব। পায়ের ফাটা কম হলে অলিভ অয়েল বা নারিকেল তেল ব্যবহারেও উপকার পাওয়া যায়। বাজারে নানা রকম ময়েশ্চারাইজার পাওয়া যায়। এটা আসলে তেল ও পানির মিশ্রণ। এতে থাকে ত্বক কোমলকারী পদার্থ। যেমন- পেট্রোলিয়াম, ভেজিটেবল অয়েল, ল্যানোলিন, সিলিকন, লিকুইড, প্যারাফিন ইত্যাদি।

জন্মগত রোগ ইকথায়োসিস : শীত এলেই বাড়ে, এমন একটি রোগের নাম হলো ইকথায়োসিস। এটি আবার বিভিন্ন ধরনের। এর মধ্যে ইকথায়োসিস ভ্যালগারিস একটি। এটি জন্মগত রোগ এবং রোগটি শিশুকাল থেকেই লক্ষ করা যায়। এ রোগে যারা আক্রান্ত হয়, তাদের হাত-পায়ের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, ত্বক ফাটা ফাটা এবং ছোট ছোট গুঁড়াগুঁড়া মরা চামড়া বা আঁইশ পায়ের সামনের অংশের বা হাতের চামড়ায় লক্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। তবে হাত ও পায়ের ভাঁজযুক্ত স্থানে থাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এদের ক্ষেত্রে শীত এলেই প্রতিবছর রোগটি ব্যাপকভাবে বাড়ে। এদের হাত বা পায়ের দিকে তাকালে দেখা যায়, হাতের রেখাগুলো খুবই স্পষ্ট এবং মোটা, যা কিনা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় নয়।

লেখক : সিনিয়র কনসালট্যান্ট এবং চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ।

চোখের দুষ্টু পর্দা বা টেরিজিয়াম

ডা. আহসান কবির ; কথাটা শোনার পর একটু অবাক হওয়ার মতো বৈকি! চোখে আবার দুষ্টু পর্দা আছে নাকি? চোখের এই পর্দা চিকিৎসকের চিকিৎসা মানতে চায় না। আপন গতিতে, ধীরে ধীরে বা একটু তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অপারেশন করে পর্দা কাটার পরও ফের ফিরে আসে। চোখের এই পর্দার নাম টেরিজিয়াম।

কী এই দুষ্টু পর্দা বা টেরিজিয়াম? : চোখের কনজাংটিভারের ওপর একটা তিনকোনা আকৃতির বিশেষ পর্দা, যা চোখের এক পাশ থেকে, বিশেষ করে ভেতরে কোনার দিক থেকে এগোতে থাকে। ধীরে ধীরে কর্নিয়ার দিকে বাড়তে থাকে এবং সময়ের ব্যবধানে এ পর্দা দৃষ্টি হারানোর কারণ হতে পারে। এই দুষ্টু পর্দা এক চোখ বা দু'চোখেই দেখা দিতে পারে।

টেরিজিয়াম পর্দার কারণ কী? : প্রাথমিক কারণ অজানা। ক্ষেত্রবিশেষে বংশগতভাবে এই পর্দা দেখা যায়। তবে যারা রোদে বা ধুলাবালির মধ্যে কাজ করেন, তাদের বেলায় এ পর্দা বেশি দেখা যায়। গরম আবহাওয়া, ধোঁয়াযুক্ত পরিবেশ, ড্রাই আইয়ের সমস্যা থাকলে এই পর্দা হতে পারে।

লক্ষণ কী? : এ রোগে আক্রান্তের চোখ খচখচ করে, লাল হয়, মাঝেমধ্যে বিশেষ করে গোসল করার পর বা সাবান-শ্যাম্পু ব্যবহারের পর চোখ ভীষণ লাল হয়, কখনও আবার চোখের এক পাশে একটা ছোট্ট গোটা বা চোখের ওপর পর্দা দেখতে পান রোগী। এটি বাড়তে থাকলে রোগী চোখে জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে কম দেখার কথা বলেন।

কী করতে হবে? : অবশ্যই চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। খুব ছোট হলে বা চোখের পাশে ছোট্ট গোটা (পেঙ্গুইকুলা) হলে চিন্তার কারণ নেই। তবে সতর্ক থাকতে হবে। রোদ থেকে রক্ষা করার জন্য কালো চশমা ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মসৃণ রাখার জন্য বিশেষ ফোঁটা ব্যবহার করতে হবে। গোটা একটু বড় হলে আর দৃষ্টি সামান্য ঝাপসা হলে পাওয়ার চশমা ব্যবহার লাগবে। যদি পর্দা অনেকটা বেড়ে কর্নিয়া ভেদ করে, তবে অপারেশনের চিন্তা করতে হবে। সাধারণ অপারেশন করার পর এ সমস্যা আবার দেখা দিতে পারে। সে জন্য অনেক সময় অপারেশনের পর বেটা রেডিয়েশন ব্যবহার করা কিংবা ঠান্ডা সেঁক (ক্রাওথেরাপি) উপকারী হতে পারে। তবে অটোগ্রাফট অপারেশন পদ্ধতি ভালো। দেখা গেছে, অনেক রোগী সমস্যা উপশমের জন্য স্টেরয়েড জাতীয় ফোঁটা ব্যবহার করেন, যা মারাত্মক। অনেক দিন ব্যবহার করার ফলে চোখে লেন্সের ছানি, চোখের উচ্চচাপ (গ্লুকোমা) দেখা দিতে পারে, যা পরবর্তী সময়ে অন্ধত্ব বয়ে আনতে পারে।

লেখক : চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও ফেকো সার্জন এবং কনসালট্যান্ট, যশোর চক্ষু ক্লিনিক ও ফেকো সেন্টার।

শিশুর মনোবল বাড়ানোর কার্যকরী কৌশল

বাংলাদেশ ডেস্ক : শিশুর মনোবল বাড়ানোর জন্য মা-বাবা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণা থেকে শিশুর মনোবল বাড়ানোর কিছু কার্যকরী কৌশল খুঁজে পেয়েছেন। এসব কৌশল শিশুর শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করবে।

শিশুদের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে দিন : শিশুদের সব সময় কঠিন বা প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে দূরে রাখা উচিত নয়। মাঝে মাঝে সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সুযোগ তাদের দেওয়া উচিত। এর মাধ্যমে তারা শিখবে, কীভাবে চাপের মধ্যে কাজ করা যায় এবং সমস্যার সমাধান করতে হয়। সমস্যা সমাধান করলে শিশুদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বাড়তে থাকবে। এই অভিজ্ঞতা তাদের মানসিকভাবে শক্তিশালী করবে এবং ভবিষ্যতে বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কাজে আসবে।

সাহসী হতে উদ্বুদ্ধ করুন : নায়ক বা হিরোরা যেসব গল্পে ঝুঁকি নিয়ে বিজয়ী হয়, শিশুরা সাধারণত সে রকম গল্প শুনতে ভালোবাসে। অভিভাবক বা শিক্ষকেরা যদি নিজেদের জীবনের এমন গল্পগুলো তাদের শোনান, তবে শিশুদের মনে সাহস ও প্রেরণা জাগবে। তারা নিজেও ঝুঁকি নিতে সাহসী হয়ে উঠবে এবং নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত হবে।

সমস্যা সমাধানে ছোট ধাপের প্রক্রিয়া : বড় সমস্যাগুলো শিশুদের কাছে ছোট ছোট ধাপে ভাগ করে সমাধানে সহায়তা করুন। যখন শিশু বড় সমস্যাকে ছোট ধাপে ভাগের পর সমাধান করতে পারে, তখন তাদের মনোবল ও ঘটনা বিশ্লেষণ করার প্রবণতা বাড়ে। ফলে তারা আরও বড় সমস্যা সহজে সমাধান করতে পারে।

সাফল্যে প্রশংসা করুন : শিশুরা ছোট বা বড়ড়যেকোনো সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়। তাদের সাফল্যে প্রশংসা করলে এটি তাদের উৎসাহ বাড়ায়। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে, প্রশংসা উৎসাহ বাড়ানোর প্রথম সোপান। যখন শিশু একটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সফল হয় এবং তার প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসিত হয়, তখন তার মধ্যে আরও বড় চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস তৈরি হয়। শিশুর সাফল্যকে উদ্যাপন করা তার আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বাড়ার অন্যতম উপায়।

নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত করুন : সব সময় শিশুদের সমস্যা থেকে দূরে রাখতে চাইলে তাদের মানসিক দুর্বলতা তৈরি হতে পারে। শিশুকে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন না করলে তার মানসিক শক্তি গড়ে উঠবে না। শিশুদের মনোবল বাড়ানোর জন্য, তাদের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে উৎসাহিত করা উচিত। এর মাধ্যমে তারা বুঝবে, বিপদ বা সমস্যার সম্মুখীন হওয়া ভয়াবহ কিছু নয়; বরং এটি জীবনকে আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে তোলে। শিশুদের মনোবল গড়ে তোলা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এটি শুধু তাদের শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়; বরং তাদের মানসিক এবং আবেগিক স্বাস্থ্যের জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মা-বাবা, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা যদি সঠিক পদক্ষেপ নেন, তাহলে শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সাহস ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষমতা গড়ে ওঠে। সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া

আপেল না পেয়ারা? কোনটির পুষ্টিগুণ বেশি

বাংলাদেশ ডেস্ক : পেয়ারা এবং আপেল দুটিই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। দুটি ফলই সারাবছর পাওয়া যায়। তবে পেয়ারার তুলনায় আপেলের দাম প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি থাকায় অনেকের ধারণা আপেল বেশি পুষ্টিকর। আসলেই কি তাই?

পুষ্টিবিদদের মতে, পুষ্টিগুণে আপেল বা পেয়ারা কোনোটাই কম নয়। তবে পেয়ারাতে ভিটামিন সি-এর পরিমাণ আপেলের তুলনায় বহুগুণে বেশি। প্রোটিনের পরিমাণও দুই ফলে ভিন্ন। একটি মাঝারি আকারের আপেলে প্রোটিন থাকে ১ গ্রামের কম, কিন্তু একই আকৃতির পেয়ারায় প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় ২.৬ গ্রাম।

আপেল ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, কপার, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভান্ডার। এ কারণে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ থাকলে বা হাঁপানির সমস্যা থাকলে আপেল খাওয়ারই পরামর্শ দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, পেয়ারায় আয়রন, ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের মতো খনিজ উপাদান থাকায় রক্তল্পতা, হজমের সমস্যা, ডায়াবিটিসের রোগীদের পেয়ারা খেতে বলেন পুষ্টিবিদেরা। দিনে একটি পেয়ারা খেলেই দৈনিক ভিটামিন সি-এর চাহিদা পূরণ হয়ে যাবে। তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এই ফলের জুড়ি নেই।

দুটি ফলই শরীরের জন্য উপকারী। তবে খালি পেটে ফল খাওয়া ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে অন্তঃসত্ত্বা থাকার সময় হবু মায়ের ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। হরমোনের ভারসাম্য ঠিক না থাকায় এমনটা হয় বলে মত চিকিৎসকদের। এই ধরনের সমস্যা থাকলে সকাল সকাল বেশি পরিমাণে ফল খাওয়া ভালো নয়। বিশেষ করে খালি পেটে ফল খেলে হঠাৎ করে বেড়ে যেতে পারে রক্তের শর্করার মাত্রা। এজন্য সবসময়ে দুটি মিলের মাঝখানে ফল খেতে হবে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জেনিফার লোপেজের চোখে আকর্ষণীয় পুরুষ

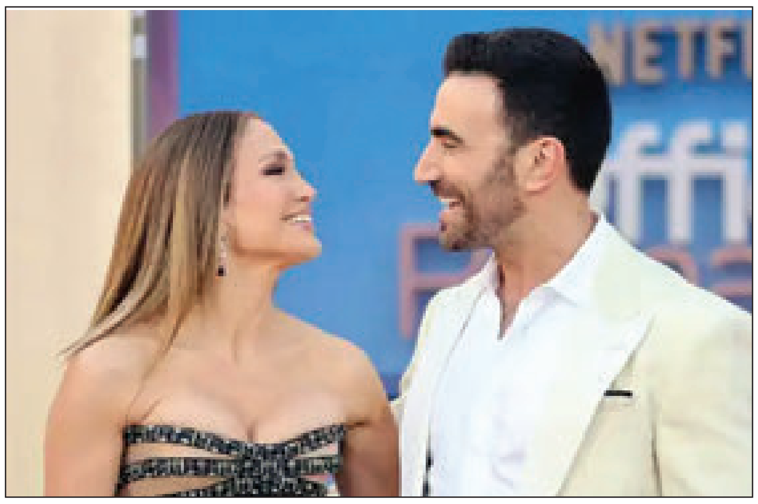

বিনোদন ডেস্ক : বিলাসবহুল জীবনযাপন, দামি ঘড়ি কিংবা ব্যক্তিগত বিমানড়অনেকের কাছে এগুলো একজন পুরুষের আকর্ষণের প্রতীক হতে পারে। কিন্তু হলিউড তারকা জেনিফার লোপেজের চোখে সত্যিকারের আকর্ষণ লুকিয়ে থাকে একেবারে সাধারণ কিছু অভ্যাসে। তাঁর মতে, প্রতিদিনের ছোট ছোট দায়িত্বশীল ও যত্নশীল আচরণই একজন মানুষকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে।৫৬ বছর বয়সী গায়িকা-অভিনেত্রী জেনিফার লোপেজ ১৬ জুলাই ইতালির সিসিলির টাওরমিনার ইসোলা বেলায় ডলচে অ্যান্ড গাব্বানার আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার সময় ব্যক্তিগত সম্পর্ক, স্বাধীনতা এবং পারস্পরিক যত্নের গুরুত্ব নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন। ২৪ জুলাই ৫৭তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পারফরম্যান্সের ফাঁকে দর্শকদের সঙ্গে প্রাণবন্ত আড্ডায় মেতে ওঠেন তিনি। আলোচনায় উঠে আসে আত্মনির্ভরশীলতা, ভালোবাসা এবং সম্পর্কে একে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধের বিষয়। মঞ্চে নিজের পুরুষ ব্যাকআপ নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে মজার কথোপকথনের একপর্যায়ে লোপেজ রসিকতা করে একজনকে তাঁর চুল ঠিক করে দিতে বলেন। পরে হাসতে হাসতেই অন্যদের উদ্দেশে বলেন, তাদের টাকার প্রয়োজন তার নেই; এমনকি দামি উপহারও তার দরকার নেই। দর্শকদের উদ্দেশে লোপেজ বলেন, বহু বছর ধরেই মানুষ তাকে দেখে মনে করে তিনি খুবই 'দামি' একজন নারী। নিজের বহুল আলোচিত 'স্পার্কলি কাপ' প্রসঙ্গ টেনে তিনি মজা করে স্বীকারও করেন, তিনি সত্যিই 'দামি'। তবে একই সঙ্গে উপস্থিত নারীদের মনে করিয়ে দেন, তাদের নিজেদের উপার্জন রয়েছে। তাই কোনো কিছু কিনে দেওয়ার জন্য অন্য কারও ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। যদিও ভালোবাসার মানুষ যদি আন্তরিকতা থেকে কোনো উপহার দেন, সেটি অবশ্যই আনন্দের। এরপরই তিনি জানান, একজন পুরুষের কোন গুণ তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে। 'জানো, একজন পুরুষকে সত্যিকারের আকর্ষণীয় করে তোলে কী? সেটা ঘড়ি নয়, গাড়ি নয়, ব্যক্তিগত বিমানও নয়। অবশ্য এগুলো ভালো লাগতেই পারে। কিন্তু সত্যিকারের আকর্ষণীয় লাগে, যখন দেখি সে সকালে নিজের বিছানা গুছিয়ে রাখে বা রাতে আমি ক্লান্ত থাকলে আমার জন্য বাসন ধুয়ে দেয়,' বলেন লোপেজ। তিনি আরও বলেন, 'এটাই আমার কাছে সেক্সি। সত্যিই এটাকেই আমি সেক্সি বলি। কারণ, নারীরাই তো প্রায় সব কাজ করে থাকি।'

ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সব সময় আলোচনায় : জেনিফার লোপেজের এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে, যখন তার ব্যক্তিগত জীবন দীর্ঘদিন ধরেই জনসমক্ষে আলোচনার বিষয়। লোপেজ প্রথম বিয়ে করেন ওজানি নোয়াকে। ১৯৯৭ সালে শুরু হওয়া সেই দাম্পত্য ১৯৯৮ সালেই শেষ হয়। এরপর তিনি নৃত্যশিল্পী ক্রিস জাডকে বিয়ে করেন। তাঁদের সংসারও ২০০৩ সালে বিচ্ছেদে শেষ হয়। ২০০৪ সালে গায়ক মার্ক অ্যান্থনিকে বিয়ে করেন লোপেজ। তাদের ঘরে যমজ সন্তান ম্যাক্স ও এমে জন্ম নেয়। এক দশক একসঙ্গে থাকার পর ২০১৪ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। এরপর সাবেক বেসবল তারকা অ্যালেক্স রদ্রিগেজের সঙ্গে তার বাগদান হলেও ২০২১ সালে সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। সবশেষে, ২০০০-এর দশকের শুরুতে আলোচিত প্রেমিক বেন অ্যাফ্লেকের সঙ্গে বহু বছর পর আবার সম্পর্কে জড়ান লোপেজ। ২০২২ সালে তারা বিয়ে করেন। তবে ২০২৪ সালে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে তাদের বিচ্ছেদ আইনিভাবে চূড়ান্ত হয়। জেনিফার লোপেজের বক্তব্যে আবারও স্পষ্ট হলো, সম্পর্কের সৌন্দর্য কেবল আড়ম্বর বা অর্থসম্পদে নয়; বরং পারস্পরিক সম্মান, দায়িত্ববোধ এবং প্রতিদিনের ছোট ছোট যত্নশীল আচরণেই। তার মতে, একজন মানুষের সত্যিকারের আকর্ষণ প্রকাশ পায় তখনই, যখন তিনি ভালোবাসার মানুষটির পাশে দাঁড়াতে জানেন এবং দৈনন্দিন জীবনের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

বাগদান সেরেছেন পূজা চেরি?

বিনোদন ডেস্ক : এই সময়ের চিত্রনায়িকা পূজা চেরি। শোবিজ অঙ্গনে গুঞ্জন, ২০২৪ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন প্রবাসীর সঙ্গে বাগদান সম্পন্ন করেছেন তিনি। তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেননি পূজা চেরি কিংবা তার পরিবারের কেউ। বিনোদন অঙ্গনের একাধিক সূত্রের বরাতে এমন তথ্য প্রকাশের পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে চলছে নানা আলোচনা। ভক্তদের মধ্যেও কৌতূহল তৈরি হয়েছে, কে সেই ব্যক্তি? যার সঙ্গে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন এই অভিনেত্রী। অবশ্য বাগদানের বিষয়টি পুরোপুরি নতুন নয়। এর আগে এক সাক্ষাৎকারে পূজা চেরি নিজেই জানিয়েছিলেন, তিনি এনগেজড। একই সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, পারিবারিকভাবেই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে চান।

তবে সে সময়ও বাগদত্তার পরিচয় প্রকাশ করেননি পূজা চেরি। নতুন করে ছড়িয়ে পড়া গুঞ্জন নিয়েও এখন পর্যন্ত নীরব রয়েছেন তিনি। এদিকে যদিও মার্কিন প্রবাসীর সঙ্গে তার বাগদানের বিষয়ে এখনো নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ বা আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি। এ কারণেই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চললেও, পূজা চেরি বা তার পরিবারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না আসা পর্যন্ত এটিকে গুঞ্জন হিসেবেই ধরে নেওয়া হচ্ছে।

শাকিবের নতুন মিশন 'নিঃস্ব' ফিরছে 'বরবাদ' জুটি

বিনোদন ডেস্ক : 'বরবাদ' সিনেমার রেকর্ড সাফল্যের পর আবারও এক হচ্ছেন ঢাকাই চলচ্চিত্রের শীর্ষ তারকা শাকিব খান ও নির্মাতা মেহেদী হাসান হৃদয়। নতুন একটি সিনেমা নিয়ে তারা প্রেক্ষাগৃহে ফিরছেন বলে জানা গেছে। বিভিন্ন সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, সিনেমাটির সম্ভাব্য নাম 'নিঃস্ব'। সিনেমাটিতে শাকিব খানের অভিনয় নিশ্চিত হলেও তার বিপরীতে কে নায়িকা হচ্ছেন, তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ঈদুল ফিতরে সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। সম্প্রতি নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ছবি পোস্ট করে নতুন এই প্রজেক্টের ইঙ্গিত দেন শাকিব খান। সিনেমায় তার সঙ্গে ছিলেন নির্মাতা মেহেদী হাসান হৃদয় এবং প্রযোজক শাহরিন সুলতানা সুমি। ক্যাপশনে শাকিব লেখেন, 'বরবাদ' টিম আবার ফিরছে। আবারও ইতিহাস তৈরি করা যাক।

জানা গেছে, 'বরবাদ'-এর মতো নতুন সিনেমাটিও প্রযোজনা করবে রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশন। এর আগে প্রযোজক শাহরিন সুলতানা সুমি জানিয়েছিলেন, খুব শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে সিনেমাটির ঘোষণা দেওয়া হবে। এরপরই শুরু হবে শুটিং। উল্লেখ্য, গত বছরের রোজার ঈদে মুক্তি পাওয়া 'বরবাদ' সিনেমাটি বক্স অফিসে দারুণ সাড়া ফেলে। শাকিব খান ও ইধিকা পাল অভিনীত সিনেমাটি ৭৫ কোটিরও বেশি টাকার ব্যবসা করেছে বলে দাবি করেছিলেন নির্মাতারা।

পরীমণির নতুন বিয়ে আটকে গেল!

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্বকাপ ফুটবলের মেগা ফাইনালে হট ফেবারিট আর্জেন্টিনাকে বশীকরণ করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্পেন। ২০১০ সালের পর এটি স্পেনের দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ট্রফি জয়। ১০ জনের আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতে ইউরোপের পর এবার বিশ্ব জয় করল তারা। আর এই খেলার ফলাফলের পর যেমন কোটি ভক্তের স্বপ্ন ভেঙেছে, তেমনি যেন আটকে গেল ঢাকাই সিনেমার আলোচিত চিত্রনায়িকা পরীমণির বিয়েটাও! আর্জেন্টিনার হারের পর সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে এমনটাই জানিয়েছেন এই নায়িকা। ফাইনালে প্রিয় দল আর্জেন্টিনার পরাজয়ের পর নিজের ফেসবুক পেজে একটি স্ট্যাটাস দেন পরীমণি। ফুটবল মাঠের সবুজ ঘাসের পটভূমিতে তৈরি সেই পোস্টে তিনি লেখেন, 'বিয়েটা আর করতে হলো না এই আর কি। ভালোবাসার আর্জেন্টিনা, আবার দেখা হবে।' স্ট্যাটাসের শেষে দুঃখ প্রকাশ ও ভালোবাসার কয়েকটি ইমোজিও জুড়ে দেন তিনি।

এর আগে আটলান্টায় আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার হাইভোল্টেজ সেমিফাইনাল ম্যাচ চলাকালীন এক অদ্ভুত শপথ করে বসেছিলেন কট্টর আর্জেন্টিনা ভক্ত পরীমণি। ম্যাচ চলাকালে নিজের ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার প্রিয় দল কাপ জিতলেই তিনি আবারও বিয়ে করবেন। পরীমণি লিখেছিলেন, 'আর্জেন্টিনা কাপ জিতলে আমি আবার একটা বিয়া করব ফাইনাল।' কিন্তু ফাইনালে স্পেনের কাছে আর্জেন্টিনার ১-০ গোলের হারে শেষ পর্যন্ত তার সেই বিয়ের ঘোষণা আর আলোর মুখ দেখল না। উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক বিয়ে ও বিচ্ছেদ নিয়ে এর আগেও বহুবার আলোচনায় এসেছেন পরীমণি। ক্যারিয়ারের শুরুতে ২০১০ সালে কাজিন ইসমাইল হোসেনের সঙ্গে তার প্রথম বিয়ের খবর শোনা যায়। এরপর ২০১২ সালে ফুটবলার ফেরদৌস কবীর সৌরভের সঙ্গে তার বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আসে। এরপর তামিম হাসান নামে এক সাংবাদিকের সঙ্গে তার বিয়ে হয় বলে শোনা যায়। পরে ২০২০ সালে নির্মাতা কামরুজ্জামান রনিকে বিয়ে করলেও সেই সংসার টেকেনি বেশিদিন। সর্বশেষ ২০২১ সালে অভিনেতা শরিফুল রাজকে বিয়ে করে ব্যাপক আলোচনায় আসেন এই নায়িকা। এই দম্পতির সংসারে শাহীম মুহাম্মদ পুণ্য নামের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। তবে নানা টানাপড়েনের পর ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে রাজের সঙ্গেও পরীমণির আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।

সালমান খানের কী হয়েছে?

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড তারকা সালমান খানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে আবারও শুরু হয়েছে জল্পনা। সম্প্রতি মুম্বাইয়ের একটি অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর অনেক ভক্তই দাবি করেন, আগের তুলনায় তাঁকে কিছুটা রোগা, ক্লান্ত ও নীরব মনে হয়েছে। সেই ভিডিও ঘিরে নানা গুঞ্জনের মধ্যেই সামাজিক যোগযোগমাধ্যমে একটি রহস্যময় পোস্ট দিয়েছেন অভিনেতা।

সম্প্রতি সালমান খান মুম্বাইয়ে স্লাম রিহ্যাবিলিটেশন অথরিটির (এসআরএ) ডেটা কালেকশন অ্যান্ড ভেরিফিকেশন সাপোর্ট সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানের ভিডিও প্রকাশের পর সামাজিক যোগযোগমাধ্যমে অনেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পেটানো গড়ন, সিক্স প্যাক অ্যাবস– সবই তো উধাও! অস্বাভাবিক হারে কমেছে ওজন! প্রচণ্ড রোগা লাগছে সালমানকে। তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনুরাগীরা। কেউ লিখেছেন, অভিনেতাকে আগের মতো প্রাণবন্ত লাগছে না, আবার কেউ তাঁর সুস্থতা কামনা করেছেন। তবে অন্য একদল ভক্ত সবাইকে সতর্ক করে বলেন, কয়েক সেকেন্ডের একটি ভিডিও দেখে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক নয়। এ নিয়ে নানা আলোচনা চললেও সালমান খানের নতুন কোনো শারীরিক সমস্যার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করবেন গুঞ্জন নাকি বাস্তবতা?

ঢাকা : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করবেন আগামী কয়েকদিনের মধ্যে– এরকম একটা গুঞ্জন সন্ধ্যা থেকেই আলোচনা হচ্ছে সামাজিকমাধ্যমসহ সব জায়গায়। একটি ফেসবুক পোস্টের সুত্র ধরে অনেকে মেনেই নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করছেন। তাহলে প্রশ্নড় আসলে কী কারণে তিনি পদত্যাগ করছেন? আবার অনেকের মনেই প্রশ্নড় তিনি কি আসলেই পদত্যাগ করছেন নাকি এটি শুধুই গুঞ্জন? কারণ আগেও রাষ্ট্রপতি মো.

সাহাবুদ্দিন দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। প্রবাসী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের সামাজিকমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, "আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। এর চাইতেও বিস্ময়কর খবর হলো নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিএনপির কোনও শীর্ষ নেতার পরিবর্তে পছন্দের তালিকায় রয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গণি।" এমন পোস্টের পর সেটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায় এবং অনেকেই প্রশ্ন করতে থাকেন আসলেই কি পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন? এমন খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বেশ কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। বিএনপির একজন জ্যেষ্ঠ নেতা জানান, এমন কিছু সম্পর্কে তিনি অবগত নন।

বঙ্গভবন সুত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতির এমন কোনও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কেউ কিছু জানেন না। তবে ওই সুত্রের দাবি, তিনি এমন কিছু কাউকে জানান নাই। বুধবার (২২ জুলাই) রাত পর্যন্তও সরকার কিংবা বঙ্গভবনের প্রেস উইং থেকেও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গত মে মাসে লন্ডন যান রাষ্ট্রপতি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর এই প্রথম তিনি বিদেশ সফরে যান চিকিৎসার জন্য। এতদিন তিনি দেশেই ছিলেন। ২০২৩ সালের অক্টোবরে সিঙ্গাপুরে তার হার্টের বাইপাস সার্জারি হয়েছিল। চিকিৎসকদের পরামর্শে সেই সার্জারির ফলোআপ পরীক্ষা করাতেই তিনি গত মে মাসে যুক্তরাজ্যে যান। ১২ মে কেমব্রিজের রয়াল প্যাপওয়ার্থ হাসপাতালে রাষ্ট্রপতির এনজিওগ্রাম করা হয়। সে সময় হৃদযন্ত্রের একটি ধমনিতে গুরুতর ব্লক শনাক্ত হলে তাৎক্ষণিকভাবে এনজিওপ্লাস্টি করে একটি স্টেন্ট বসানো হয়। এরপর তাকে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। নয় দিন পর দেশে ফেরেন রাষ্ট্রপতি। বঙ্গভবনের প্রেস বিভাগ ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের বরাতে তার শারীরিক অবস্থা 'স্থিতিশীল ও সন্তোষজনক' বলে জানিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি তার সরে যাওয়ার ইচ্ছা আগেও পোষণ করেছেন। গত বছরের ডিসেম্বরে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।" কেন পদত্যাগের কথা ভাবছেন, সেই প্রশ্নে তার উত্তর ছিল, "আমার ভালো লাগে না।" বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলো থেকে তার ছবি সরিয়ে ফেলা এবং বঙ্গভবনের প্রেস উইং প্রত্যাহার করায় 'অপমানবোধ' করার কথাও বলেছিলেন তিনি। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিএনপি সরকার গঠনের পর বঙ্গভবনের বাইরে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যায় রাষ্ট্রপতিকে। ত্রয়োদশ সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ শুরুর পর জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপিসহ বিরোধী দলের সদস্যরা ওয়াকআউট করেন।

পছন্দের শাড়ি কিনে না দেওয়ায় স্বামীকে পিটিয়ে হত্যা

বাংলাদেশ ডেস্ক : পছন্দের শাড়ি কিনে না দেওয়াকে কেন্দ্র করে পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীকে পিটিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগে ভারতের মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় এক নারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির নাম হরে রাম কিশুনজি সিং (৩৫)। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ৩০ বছর বয়সি সুনীতাদেবী হরে রাম সিংকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১৯ জুলাই বদলাপুর ইস্ট এলাকায় নিজেদের বাড়িতেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত হরে রাম শাড়ি কিনে না আনায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে সুনীতাদেবী প্রেশার কুকারের ঢাকনা দিয়ে স্বামীর ওপর হামলা চালান এবং একপর্যায়ে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন।

ঘটনার পর প্রথমে বিষয়টি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। শুরুতে স্ত্রীর বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে পুলিশ একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের

করলেও সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের প্রতিবেদন ঘটনাটিকে অন্যদিকে মোড় দেয়। সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে এটি কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়; বরং শ্বাসরোধের কারণে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তার মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তীতে নিহতের পরিবার ও বাড়ির মালিকের জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরে স্ত্রীর ওপর পুলিশের সন্দেহ গভীর হয়। বদলাপুর ইস্ট থানার সিনিয়র ইন্সপেক্টর নিতিন পাতিল জানান, বিহারের রোহতাস জেলার বাসিন্দা সুনীতাদেবীকে মঙ্গলবার (২১ জুলাই) গ্রেফতার করা হয়েছে। আদালত তাকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সূত্রঃ এনডিটিভি।

১৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ভাসানী সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা হিসেবে খ্যাত মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী স্মরণে প্রতিষ্ঠিত 'ভাসানী ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক'-এর সভায় নিউইয়র্কে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার (২১ জুলাই) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে ফাউন্ডেশনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্মেলনের প্রস্তুতি ছাড়াও সংগঠনের কার্যকরী কমিটির মেয়াদ চলতি বছরে শেষ হওয়ায় নতুন কমিটি গঠন নিয়েও প্রাথমিক আলোচনা হয়। খবর ইউএনএ'র।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলী ইমাম শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালানা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের। সভার শুরুতে সাধারণ সম্পাদক ভাসানী সম্মেলনের প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, আর্থিক অবস্থার বিষয়ে বিস্তাতি তুলে ধরেন। এরপর উপস্থিত ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও সদস্য সহ আমন্ত্রিত অতিথিরা তাদের পরামর্শ তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। সভায় প্রবাসে সম্মিলিতভাবে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন সফল করা এবং প্রবাসে বসবাসরত ভাসানী অনুসারীদেরকে ফাউন্ডেশনের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করার উপরও গুরুত্তারোপ করা হয়। এছাড়াও তিন বছর মেয়াদী ফাউন্ডেশনের কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ চলতি বছর শেষ হয়ে যাওয়ায় আগামী সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে নতুন কমিটি উপহার দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও সভায় ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অসুস্থ্য অধ্যাপক দেওয়ান শামসুল আরেফীন-এর সুস্থ্যতা কামনা করা হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে তাসের মাহমুদ, মুস্তফা করীম, খন্দকার ফরহাদ, মোহাম্মদ কিউ জামান, এডভোকেট মজিবুর রহমান, নাজমুল আলম শ্যামল, আব্দুর রহীম হাওলাদার, কাজী আযম, আমীন মেহেদী, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, বাসেত রহমান, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন শিপন, সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক গিয়াস আহমেদকে চেয়ারম্যান ও সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর-কে সদস্য সচিব এবং কাজী আযম-কে সমন্বয়কারী করে 'ভাসানী সম্মেলন-২০২৬' এর আয়োজক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস

ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

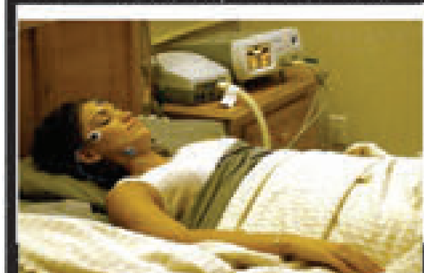

Sleep and Lung Center

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700

170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানী
এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

718-636-0100

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
B'tw. Bedford & Nostrand Ave.
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel : 718-484-3960
Fax : 718-484-3962

আমরা সব ধরণের ইস্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

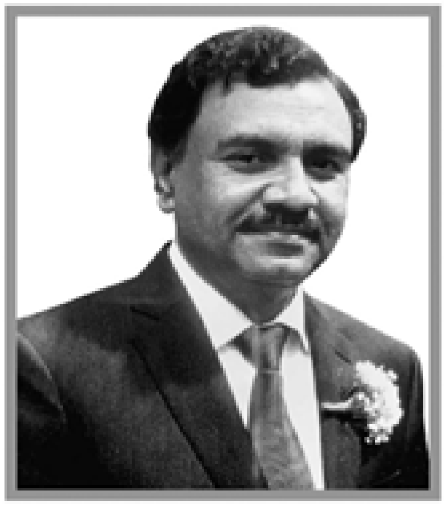

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

শাপলা চত্বরে হত্যাযজ্ঞ : আসামি শেখ হাসিনা-আজিজ-বেনজীর

ঢাকা : এক যুগ আগে রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ ঘিরে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড নিয়ে যে তদন্ত চলছে, সেই তদন্তের খসড়া প্রতিবেদন চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ে জমা দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজসহ অনেককেই এ মামলায় আসামি করা হয়েছে। প্রসিকিউশন সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। পরে ব্রিফিংয়ে ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরের ঘটনাটি একটি পদ্ধতিগত অপরাধ। এটি ছিল ব্যাপক ও লক্ষ্যভিত্তিক হত্যাকাণ্ড। সুপিরিয়র রেসপনসিবিলিটি রয়েছে। একদম পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। কারণ যখন ব্লগারদের বিরুদ্ধে হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীরা প্রতিবাদ করছিলেন, ঠিক তখনই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ জায়গা থেকে এ সংগঠনটিকে একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য নানা পরিকল্পনা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এমন হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে। চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ে আয়োজিত ব্রিফিংয়ের সময় হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হকও উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ২ জুলাই এক ব্রিফিংয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর সম্পৃক্ততা পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন চিফ প্রসিকিউটর। গত ১৫ জুন তিনি বলেছিলেন, সংঘটিত এ হত্যাকাণ্ডের অন্যতম কুশীলব সাবেক পুলিশপ্রধান (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ। ওই সময় তিনি ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার ছিলেন।

ব্রিফিংয়ে আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘প্রতিবেদন পেয়েছি বলতে আমাদের কাছে একটা খসড়া দিয়েছে। মানে আমরা ফাইনাল পাইনি। খসড়া তদন্ত প্রতিবেদনে শেখ হাসিনার নাম এসেছে। এ ছাড়া তৎকালীন পুলিশপ্রধান, বিজিবিপ্রধানসহ কয়েকজনের নাম খসড়া তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। তবে আমরা এটা নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখছি।’ সাংবাদিকরা খসড়া তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে প্রশ্ন করলেও চিফ প্রসিকিউটর আর কোনো তথ্য দেননি। তবে তিনি বলেন, নিহতদের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে ৬১ জনের মৃত্যুর তথ্য উঠে এসেছে। এর মধ্যে এখনো তিনজনের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এদিকে মামলার অগ্রগতি জানতে এদিন প্রসিকিউশনের সঙ্গে মতবিনিময় করতে আসেন হেফাজতের নেতারা। এ বিষয়ে আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘তারা আমাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এরপর আমরা হয়তো ফাইনাল রিপোর্টটা আসার সাপেক্ষে মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করব। আপাতত উনারা আমাদের অগ্রগতি জানতে আসছেন, আমরা হয়তো জানাব।’ পরে হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক সাংবাদিকদের বলেন, শুধু নিহত যাদের তথ্য সংগ্রহ করা গেছে, তদন্তে তাদের সংখ্যাটি এসেছে। কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই বলছি যে, অনেকেরই লাশ পাওয়া যায়নি। কাজেই সেসব তথ্য এখানে আনার সুযোগ নেই। কারণ রাষ্ট্রীয়ভাবে তৎকালীন সময়ে শাপলার শহীদদের লাশ গুম করার অপচেষ্টা হয়েছিল। এজন্য বহুসংখ্যক শহীদের কোনো হদিস মেলেনি। তিনি বলেন, শাপলা চত্বরের মহাসমাবেশে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। শিক্ষার্থী, শ্রমিকসহ তৎকালীন প্রায় সব বিরোধী ঘরানার রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও শহীদের তালিকায় রয়েছেন। কেননা আন্দোলনটি সর্বজনীন ছিল। ২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরের সমাবেশে নির্বিচার গুলি চালিয়ে শতাধিক কর্মী হত্যার কথা উল্লেখ করে ২০২৪ সালের ২৪ নভেম্বর চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ে অভিযোগ দেন হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব আজিজুল হক। অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৫০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। গত বছর ১৪ মে ১২ জন আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল। পরে ৩১ মার্চ আবদুল জলিল মণ্ডলকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। ১৪ মে গ্রেপ্তার দেখানো হয় সাবেক মন্ত্রী দীপু মনি, একাত্তর মিডিয়া লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল হক বাবু এবং একাত্তর টেলিভিশনের সাবেক প্রধান প্রতিবেদক ফারজানা রূপাকেও।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজের দুই প্যাকেজ ঘোষণা

ঢাকা : হজ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে ২০২৭ সালের হজের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় দু’টি প্যাকেজ নির্ধারণ করেছে সরকার। এর মধ্যে ‘হজ প্যাকেজ-১’-এর খরচ ৬ লাখ ১৫ হাজার ২৬৩ টাকা এবং ‘হজ প্যাকেজ-২ (সাশ্রয়ী)’-এর খরচ ৫ লাখ ৫ হাজার ৬৪৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ২১ জুলাই সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন (কায়কোবাদ) এ দুই হজ প্যাকেজ ঘোষণা করেন।

হজ প্যাকেজ-১ : এই প্যাকেজের হজযাত্রীদের মক্কায় হারাম শরিফের বহিঃচত্বর থেকে ১০০০ থেকে ১৪০০ মিটারের মধ্যে এবং মদিনায় মারকাজিয়া এলাকায় আবাসন সুবিধা দেওয়া হবে। মিনায় জোন-২-এ তাঁবুর অবস্থান হবে এবং মিনা-আরাফায় ‘সার্ভিস প্যাকেজ-৩’ ক্যাটাগরির সার্ভিসসহ মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার সরবরাহ করা হবে। সাধারণত সৌদি আরবে অবস্থানকাল হবে ৩৫-৪০ দিন। উল্লেখ্য, অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে রুম আপগ্রেডেশন ও শর্ট প্যাকেজ সুবিধা নেয়া যাবে। এ প্যাকেজের খরচ ধরা হয়েছে ৬ লাখ ১৫ হাজার ২৬৩ টাকা। হজ প্যাকেজ-২ (সাশ্রয়ী) : এটি হজ প্যাকেজ-১-এর চেয়ে কিছুটা সুলভ। এই প্যাকেজের হজযাত্রীদের মক্কায় হোটেল হারাম শরিফের বহিঃচত্বর থেকে ২-৩ কিলোমিটারের মধ্যে হবে এবং মদিনায় মারকাজিয়া এলাকার বাইরে মসজিদে নববী হতে ৮০০ মিটারের মধ্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। মিনায় জোন-৫-এ তাঁবুর অবস্থান হবে এবং মিনা-আরাফায় ‘সার্ভিস প্যাকেজ-৩’ ক্যাটাগরির সার্ভিসসহ মোয়াল্লেমের মাধ্যমে খাবার সরবরাহ করা হবে। হোটেলের অবস্থান ২ কিলোমিটারের বেশি দূরে হলে সৌদি সরকারের বিধান অনুসারে সালাওয়াত বাসের ব্যবস্থা থাকবে। এ প্যাকেজের খরচ ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৫ হাজার ৬৪৮ টাকা।

১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন আঙ্গিক
জ্যামাইকা ফার্মেসী
আমরা এখন নতুন করে
সিভিএস কেয়ারমার্ক-
এর আওতাধীন সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করছি
Now we accept CVS CAREMARK
✓ WellCare ✓ MetroPlus ✓ healthfirst ✓ Fidelis Care
✓OTC Card
আমরা সব রকমের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

We accept all private Insurances
ঔষধ, মেডিকেল, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ভিটামিন, নিউট্রিশনসহ বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল সামগ্রী পাওয়া যায়
JAMAICA PHARMACY Tel : 718-206-9333
168-43 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432 Fax: 718-206-4973
E-MAIL : jamaicapharmacy16843@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯

বাংলাদেশের আরও ১২ লাখ মানুষ দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে

ঢাকা : মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাতের জেরে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ধাক্কায় বাংলাদেশে নতুন করে আরও অন্তত ১২ লাখ মানুষ দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে রয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) এক বিশ্লেষণে এই উদ্বেগজনক তথ্য জানানো হয়েছে। দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ওপর মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রভাব শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের এই অস্থিরতা বৈশ্বিক অর্থনীতির চাকা ওলটপালট করে দিয়েছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়। বিশেষ করে চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, শাকসবজি, মাছ ও মুরগির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি দেশের সীমিত ও নিম্নআয়ের পরিবারগুলোর ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছে। এটি অনেককে নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে ঠেলে দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ১৬৭টি দেশের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, কীভাবে হরমুজ প্রণালি বন্ধ হওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিপর্যয় নেমে আসার কারণে বিশ্বজুড়ে আমদানি-রপ্তানি ব্যয় বেড়েছে। বাংলাদেশসহ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলো বাহ্যিক ধাক্কার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় এই সংকটের তীব্রতা এখানে অনেক বেশি অনুভূত হচ্ছে। জ্বালানি তেল ও পরিবহন খরচ বাড়ার প্রভাবে দেশীয় বাজারে নিত্যপণ্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে।

সংস্থাটি সতর্ক করে বলেছে, বিশ্বব্যাপী এই সংঘাতের সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারগুলো। এই অঞ্চলে চলতি বছরের শেষ দিকে অতিরিক্ত দুই কোটি ৩৪ লাখ শিশু তীব্র আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে পারে।

ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন রাসেল এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, যুদ্ধক্ষেত্রের সীমানা ছাড়িয়ে বহু দূরের দেশের সাধারণ মানুষ ও শিশুরা আজ এই সংঘাতের মাশুল গুনছে। নিত্যপণ্যের বাড়তি দামের কারণে দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য ও শিক্ষার ব্যয় মেটাতে পারছে না। ফলে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এটি তাদের পুরো জীবনের ওপর একটি দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ইউনিসেফ বাংলাদেশসহ বিশ্বনেতাদের প্রতি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী আরও জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছে। বিশেষ করে, দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য নগদ অর্থ সহায়তা বাড়ানো এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বরাদ্দ অক্ষুণ্ন রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে যেসব দেশ ঋণের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের ঋণ পরিশোধ সাময়িকভাবে স্থগিত করে সেই অর্থ মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটাতে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সংস্থাটি সতর্ক করেছে, এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে গত কয়েক দশকের কষ্টার্জিত উন্নয়ন অগ্রগতি সম্পূর্ণ ভেস্তে যাবে। এতে লাখ লাখ শিশুর ভবিষ্যৎ ঝুঁকিতে পড়বে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

কীভাবে যাচাই হবে মন্ত্রী-উপদেষ্টাদের পারফরম্যান্স?

ঢাকা : কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করবে বর্তমান সরকারের মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের ভাগ্য। সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে এমন বার্তা দেওয়া হয়েছে। তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমার ওপর ভিত্তি করে নয়; কাজের অগ্রগতি, জনসেবার মান এবং সরকারের অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের সক্ষমতা দেখাতে পারলে মন্ত্রী-উপদেষ্টাদের পদ থাকবে, না পারলে থাকবে নাড় এমন একটি নীতি নিয়ে এগোচ্ছে বিএনপি সরকার। তবে এই কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের মেথড বা পদ্ধতি কী হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিজে পুরো মন্ত্রিসভা ও প্রশাসনকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় রেখেছেন। কর্মদক্ষতা যাচাইয়ে আধুনিক ও ফলাফলনির্ভর কোনো না কোনো পদ্ধতি তিনি হয়তো প্রয়োগ করবেন। পূর্ববর্তী সরকারের মতো কোনো ব্যর্থ মন্ত্রী বা ভুল লোককে দীর্ঘদিন পদে বহাল রাখার নীতি তিনি বা তার সরকার অনুসরণ করবে না। বিষয়টি এখন আর কেবল গুঞ্জন নয়; সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে এর স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে।

মঙ্গলবার (২১ জুলাই) সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান বলেন, জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। কেউ প্রত্যাশা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে না পারলে প্রয়োজন অনুযায়ী দপ্তর পুনর্বণ্টন বা নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী নেবেন। প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী একটি মন্ত্রিসভা তৈরি করেছেন, একটি উপদেষ্টা পরিষদ তৈরি করেছেন। ওনার যদি কখনো মনে হয় কেউ ভালো পারফর্ম করতে পারছেন না, তার জায়গায় দপ্তর পুনর্বণ্টন অথবা নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়াড়এগুলো প্রয়োজন হলে তিনি করবেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার কোনো সিদ্ধান্ত আরও বেটার (ভালো) করার সুযোগ থাকলে তিনি সেটি করবেন।' সরকারের ১৮০ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে বা পরে রদবদল হতে পারে কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে জাহেদ উর রহমান বলেন, নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বা ক্যালেন্ডারের পাতা দেখে নয়, বরং কাজের প্রয়োজনে এবং পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই এই মূল্যায়ন হবে। প্রধানমন্ত্রীর ওই উপদেষ্টার বক্তব্যের পরপরই মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের কর্মদক্ষতা কীভাবে মূল্যায়ন হবে, কারা দায়িত্বে থাকবেন আর কারা বাদ পড়তে পারেন, এ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, দীর্ঘ দেড় দশকের রাজনৈতিক প্রতিকূলতা পেরিয়ে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেটে ক্ষমতায় আসা বিএনপি সরকার প্রশাসনিক সংস্কার, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সে লক্ষ্যেই সরকার গঠনের শুরু থেকেই মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের কাজ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

তারা আরও বলছেন, দীর্ঘদিন লন্ডনে অবস্থানকালে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সুশাসনের নানা দিক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তারেক রহমান। সরকার পরিচালনায় তিনি সেই অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন। সরকারের নেওয়া প্রতিটি জরুরি পদক্ষেপ সঠিক সময়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না এবং মন্ত্রীরা তাদের দায়িত্ব পরিচালনায় কতটা সক্রিয়, সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত কঠোর ও আধুনিক নজরদারি বজায় রাখছেন। সরকারি প্রশাসনিক সূত্র বলছে, প্রধানমন্ত্রী কেবল রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন নি। সুনির্দিষ্ট কর্মদক্ষতা সূচকের (কেপিআই) মাধ্যমে পুরো সরকারের পারফরম্যান্স মনিটর করছেন তিনি। এসব তদারকির মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স ও সচিবালয়ে সময়ানুবর্তিতা প্রদর্শন। সরকারি চাকরিতে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা ও ফাঁকিবাজির সংস্কৃতি দূর করতে মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সচিবদের সময়মতো অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বিশেষ ট্র্যাকিং ও অনলাইন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে প্রতিদিন সকালে সচিবালয় ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের সূচি পর্যবেক্ষণ করেন। কোনো মন্ত্রী বা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের পর অফিসে উপস্থিত হলে বা যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে তাৎক্ষণিক কৈফিয়ত তলব করা হচ্ছে। তাছাড়া ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও জরুরি অগ্রাধিকার মনিটরিং করা হচ্ছে। বিএনপির ঘোষিত '৩১ দফা' রাষ্ট্র সংস্কার কর্মসূচির ওপর ভিত্তি করেই জনগণ তাদের ম্যান্ডেট দিয়েছে। এই ৩১ দফার কতটা কোন মন্ত্রণালয়ে কতটুকু অগ্রগতি লাভ করেছে, সে-সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রতি সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জমা দিতে হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংক লুটপাটকারীদের বিচার এবং জ্বালানি খাতের সংস্কারসংক্রান্ত পদক্ষেপে সামান্যতম অবহেলা বা শ্লথগতি দেখা গেলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের জবাবদিহির আওতায় আনা হচ্ছে। 'ড্যাশবোর্ড মনিটরিং' ও মাঠপর্যায়ের ফিডব্যাক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সরকারের মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ পর্যবেক্ষণ করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি সার্বক্ষণিক 'অ্যাকশন সেন্টার' বা ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড কার্যকর রয়েছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এবং বিশেষ মাঠপর্যায়ের টিমের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সাধারণ মানুষ সরকারের সেবা থেকে কী ধরনের সুবিধা পাচ্ছে, তার বাস্তব চিত্র সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে পৌঁছায়। যেসব মন্ত্রী বা উপদেষ্টা কেবল সচিবালয়নির্ভর হয়ে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আছেন এবং মাঠপর্যায়ের কাজের তদারকি কম করছেন, ড্যাশবোর্ডে তাদের রেটিং ইতোমধ্যে নিচের দিকে নেমে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানের বক্তব্যের পর থেকে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে নতুন করে এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তারা মনে করছেন, এ ধরনের কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করেই হয়তো সরকার মন্ত্রী-উপদেষ্টা পদে পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করবে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ মেয়াদে ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর মন্ত্রিসভা অনেকটা ঢেলে সাজিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেসময় শেখ হাসিনা ৩৭ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন, যেখানে পুরনো ১৫ জন মন্ত্রী ও ১৩ জন প্রতিমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে বড় ধরনের রদবদল আনা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া ২৫ জন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। আ ক ম মোজাম্মেল হক ও ওবায়দুল কাদেরের মতো পুরোনো নেতারা স্বপদে বহাল থাকলেও আ হ ম মুস্তফা কামাল, এ কে আব্দুল মোমেন ও জাহিদ মালেকের মতো হেভিওয়েট মন্ত্রীরা বাদ পড়েন।

কিন্তু সে সময় কী পদ্ধতিতে এই মূল্যায়ন করা হয়, তা নিয়ে রাজনৈতিক ওই দল বা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা বা ধারণা দেওয়া হয়নি। এর আগেও বিভিন্ন সময় দুই একজন মন্ত্রীর চেয়ার বদল হলেও তার সুস্পষ্ট কোনো মেথড ছিল না। বরং দুর্নীতি করেও অনেকে স্বপদে টিকে ছিলেন। তবে কোনো মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর বড় ধরনের কোনো সামাজিক অবক্ষয় সামনে এলে তখন তাকে সরিয়ে দিতে দেখা গেছে। বিশেষ করে তৎকালীন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসানের পদত্যাগের বিষয়টি ছিল এমন একটি পরিবর্তনের ঘটনা। অতীতের এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নয়, বরং রাজনৈতিক চাপ ও কৌশল প্রণয়নে গুরুত্ব বিবেচনায় মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন আনা হতো। তবে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে অনেক ক্ষেত্রেই নতুনত্ব এবং সচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। এর ফলে মন্ত্রী-উপদেষ্টা বদলের ঈঙ্গিতে বিএনপি দলটির মধ্যে নতুন প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে।

প্রবীণদের ক্ষোভ, আক্ষেপ ও প্রত্যাশার সমীকরণ : গত ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিজয়ের পর প্রধানমন্ত্রী ও দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন, সেটি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদেরও বেশ চমকে দিয়েছিল। এই মন্ত্রিসভায় তুলনামূলক তরুণ ও নতুন মুখগুলোর প্রাধান্য ছিল চোখে পড়ার মতো। অবাক করার মতো বিষয় হলো, অতীতে বিএনপি সরকারে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এমন অভিজ্ঞ ও হেভিওয়েট নেতার সংখ্যা এই মন্ত্রিসভায় ছিল মাত্র ছয়জন। দলের নীতি-নির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির জ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ড. আবদুল মঈন খান, মির্জা আব্বাস ও গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের মতো রাজপথের লড়াকু নেতৃত্ব মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পাননি। বর্ষীয়ান নেতা মির্জা আব্বাসকে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা করা হলেও তাকে নির্দিষ্ট কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। দলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীদের একটি বড় অংশের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিনের একটি চাপা আলোচনা রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, লন্ডনভিত্তিক একটি নীতি-নির্ধারণী ও তরুণ থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক টিমের ওপর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আস্থা বৃদ্ধি পাওয়ায়, দলটির জ্যেষ্ঠ নেতারা সরকার পরিচালনায় কিছুটা আড়ালে পড়ে গেছেন। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনামলে বিএনপির প্রায় ৬০ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে প্রায় দেড় লাখ মামলার ধকল সামলাতে হয়েছে। যারা রাজপথে থেকে হামলা-মামলা, কারাবরণ আর পুলিশের লাঠিচার্জ সয়েছেন, তাদের মধ্যে ক্ষমতা গ্রহণের পর কিছুটা আক্ষেপ তৈরি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। আলোচিত ও অপেক্ষমাণ নেতাদের তালিকাটাও বেশ দীর্ঘ। এর মধ্যে অন্যতম হলেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দিনের পর দিন অবরুদ্ধ থেকে, কখনো পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রতিদিন সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপির ঝাণ্ডা শক্ত হাতে ধরে রেখেছিলেন তিনি। কর্মীদের কাছে 'আবাসিক নেতা' হিসেবে পরিচিত এই ত্যাগী নেতাকে মন্ত্রী না করে উপদেষ্টা করা হয়েছে, যা তৃণমূলের অনেক কর্মীর কাছেই কাঙ্ক্ষিত ছিল না। একইভাবে ঢাকা মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি হাবিব উন নবী খান সোহেল, যিনি সাড়ে চারশ'র বেশি রাজনৈতিক ও গায়েবি মামলার আসামি এবং জীবনের একটি বড় সময় কারাগারে কাটিয়েছেন, তিনি এখনো সরকারে কোনো দায়িত্ব পাননি। তিন শতাধিক মামলার মুখোমুখি হওয়া দলের আরেক প্রভাবশালী নেতা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালও এখনও মূল্যায়নের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। তবে বিএনপির হাইকমান্ডের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে, তরুণ ও প্রবীণদের এই মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। মন্ত্রিসভার আকার বাড়ানো হবে এবং সম্প্রসারণ ঘটবে। সেখানে ভৌগোলিক ভারসাম্য ও অভিজ্ঞতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটানো হবে। বিশেষ করে নোয়াখালী অঞ্চল থেকে সরকারের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান ও রাজপথের লড়াকু নেতা জয়নুল আবদিন ফারুকের মতো প্রবীণ নেতাদের অন্তর্ভুক্তির জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজপথের ত্যাগ ও রাষ্ট্র সংস্কারের এক মেলবন্ধন : ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যেকোনো বৃহৎ রাজনৈতিক দলেই তরুণদের আগ্রাসী মনোভাব ও প্রবীণদের অভিজ্ঞতার মধ্যে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের বিচক্ষণতায় আসন্ন বাজেট অধিবেশন-পরবর্তী সময়টি হতে যাচ্ছে দল ও সরকার উভয় ক্ষেত্রেই একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এক একান্ত প্রতিক্রিয়ায় বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির প্রবীণ সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের বক্তব্য এই প্রত্যাশাকে আরও বেশি স্পষ্ট করে তুলেছে। তিনি বলেন, 'আমাদের দলের প্রত্যেক নেতাকর্মীর ত্যাগ অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। সবেমাত্র সরকার গঠন হয়েছে। ফ্যাসিবাদীদের রেখে যাওয়া ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশ গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। আমি আশা করি, একটা সময় কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত আমাদের ত্যাগী নেতারা অবশ্যই মূল্যায়িত হবেন।' একদিকে তরুণদের হাত ধরে আসা আধুনিকতার ছোঁয়া, অন্যদিকে প্রবীণদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলার প্রজ্ঞা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার মজবুত ভিত্তি, এই দুইয়ের অভাবনীয় সমন্বয়ে নতুন সরকার রাষ্ট্র সংস্কার এবং জনআকাঙ্ক্ষা পূরণের কঠিন ও কণ্টকাকীর্ণ পথে কতদূর এগিয়ে যেতে পারে, সমগ্র জাতি এখন সেই দৃশ্যই অবলোকন করছে।

উন্নত বিশ্বে আছে মূল্যায়নের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি : সরকার পরিচালনা এবং মন্ত্রীদের যোগ্যতা ও পারফরম্যান্স মূল্যায়নে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি রয়েছে। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে মন্ত্রীদের মূল্যায়নে যে মডেলগুলো ব্যবহৃত হয়, সেগুলো বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রয়োগের চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

যুক্তরাজ্যের মডেল: যুক্তরাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি ডেডিকেটেড 'ডেলিভারি ইউনিট' (Cabinet Office Implementation Unit) থাকে। সেখানে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেক মন্ত্রীকে একটি লিখিত 'ম্যান্ডেট লেটার' দেন, যেখানে পরবর্তী ৬ মাস বা ১ বছরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকে। এছাড়া 'সিলেক্ট কমিটি'র মাধ্যমে সংসদীয় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশ সরকারও এখন মন্ত্রীদের টার্গেট বেঁধে দিয়ে কাজ আদায় করে নেওয়ার এই ব্রিটিশ নীতি অনুসরণ করছে।

সিঙ্গাপুরের ফলাফলনির্ভর নীতি: বিশ্বের সবচেয়ে দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার দেশ সিঙ্গাপুরে মন্ত্রীদের মূল্যায়ন সরাসরি তাদের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে। জিডিপি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মতো সূচকের ওপর ভিত্তি করে মন্ত্রীদের বোনাস ও মেয়াদ নির্ধারিত হয়। কাজে ব্যর্থ হলে বা প্রটোকল ভঙ্গ করলে সেখানে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। তারেক রহমানের বর্তমান সরকারেও এই 'জিরো টলারেন্স' নীতির ছোঁয়া স্পষ্ট।

কানাডা ও নিউজিল্যান্ডের স্বচ্ছতা: কানাডায় জাস্টিন ট্রুডোর সরকার মন্ত্রীদের দেওয়া দায়িত্ব ও তার বাস্তবায়নের চিত্র 'ম্যান্ডেট লেটার ট্র্যাকার' নামে পাবলিক ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। নিউজিল্যান্ডেও সরকারি পরিষেবার মান উন্নয়ন এবং মন্ত্রীদের উপস্থিতির ভিত্তিতে র্যাংকিং করা হয়। বর্তমান সরকারও কাজের স্বচ্ছতা আনতে ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে সেই পথেই হাঁটছে। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের পারফরম্যান্স যাচাইয়ের পদ্ধতি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের কাজের ভালোমন্দ যাচাই করার জন্য কী কী মানদণ্ড বা সূচক নির্ধারণ করেছেন, তা আমাদের জানা নেই। সূচকগুলো জানা থাকলে এ বিষয়ে হয়তো বিস্তারিত মন্তব্য করা যেত। তবে মন্ত্রীদের পারফরম্যান্সের বিচার বা মূল্যায়ন অবশ্যই হওয়া উচিত।'

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

জুলাই অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে নিউইয়র্কে স্মরণসভা ১ আগস্ট

(শেষ পাতার পর)

সোমবার নিউইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় ।সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সদস্য সচিব ডা. মো. আবদুল মোহাইমিন সাইমন। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ছাত্র-তরুণ ও সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগ, সাহস এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। এই আন্দোলনে দেশের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও জনমত গঠন, প্রতিবাদ কর্মসূচি, কূটনৈতিক যোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিষয়টি তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আরও বলেন, জুলাই আন্দোলনের বাস্তব চিত্র দেশ-বিদেশে তুলে ধরতে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্যনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের জন্য সাংবাদিক সমাজের প্রতি এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী ১ আগস্ট শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় জ্যাকসন হাইটসের সানি পার্কে অনুষ্ঠিত হবে "আমেরিকায় জুলাই জাগরণ" শীর্ষক স্মরণসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে থাকছে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবারের সদস্য ও এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, আন্দোলনের স্মৃতিচারণ, কবিতা আবৃত্তি, প্রবাসীদের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ উপস্থাপনা, জুলাই আন্দোলনভিত্তিক আলোকচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনী। এছাড়া রাষ্ট্র সংস্কার, গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক আলোচনা, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং ঊনবাঙাল সাহিত্য সংগঠনের পরিবেশনায় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। আগত অতিথিদের জন্য আপ্যায়নেরও ব্যবস্থা থাকবে। ডা. মোহাইমিন বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস সংরক্ষণ, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং নতুন প্রজন্মের কাছে আন্দোলনের তাৎপর্য তুলে ধরতে এ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সংবাদ সংগ্রহ ও দেশ-বিদেশের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে এ আয়োজনের বার্তা পৌঁছে দিতে গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা রওশন হক, নিউইয়র্ক স্টেট লোকাল অর্গানাইজার রাকিব উদ্দিন, মুখ্য সংগঠক এম. এইচ. সিদ্দিক, যোগাযোগ ও মিডিয়া সম্পাদক হাসিবুল কবির, নিউইয়র্কের স্থানীয় সংগঠক মাহামুদুল কবির অনিক, কেন্দ্রীয় সদস্য রাসেল আলম এবং যুগ্ম অর্থ সম্পাদক জি এম নিলয় ও নিজামুল শাহির, কার্যনির্বাহী সদস্য লোকমান আহমেদ রিয়াদ, রাহাত আলম এবং সদস্য নুমায়ের হোসেন দিহান। সংগঠনের নেতারা আশা প্রকাশ করেন, গণমাধ্যমের সহযোগিতা ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে "আমেরিকায় জুলাই জাগরণ" অনুষ্ঠানটি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা সংরক্ষণ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার
MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :
Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine
Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center
অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.
আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা
আমাদের সেবাসমূহ:
শারীরিক চেকআপ
টিএলসি টেস্ট
DMV-ভিশন টেস্ট
ডায়াবেটিস পরীক্ষা
উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
স্কুল ফর্ম পূরণ
WIC ফর্ম
PAP Smear পরীক্ষা
প্রেগন্যান্সি টেস্ট
ড্রাগ টেস্ট
ভ্যাক্সিন প্রদান
Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com
Doctors Office
Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office
Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়
Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

স্থানীয় নির্বাচনেও সেনা মোতায়েনের বিধান চায় ইসি

ঢাকা : জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো সব স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও সেনা মোতায়েনের আইনি সুযোগ রাখতে চায় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একই সঙ্গে দ্বৈত নাগরিক এবং এম-পিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন নাড় এমন বিধান যুক্ত করার প্রস্তাবও করতে যাচ্ছে সাংবিধানিক এই সংস্থা। তবে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলের নেতাদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার চিন্তা আপাতত নেই। ইসি সূত্র জানায়, জেলা পরিষদ বাদে স্থানীয় সরকারের অন্য চারটি প্রতিষ্ঠানড়ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা ও সিটি করপোরেশন আইনে এসব সংশোধনী আনার প্রস্তাব তৈরি করেছে ইসির আইনুবিধি সংস্কার কমিটি। স্থানীয় নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের চর্চা না থাকলেও বিদ্যমান ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা আইনে (২০০৯ সালের) 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা'র সংজ্ঞায় 'প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ' আছে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে পুলিশের মতো সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যদের মোতায়েনের সুযোগ আছে। এখন উপজেলা পরিষদ এবং সিটি করপোরেশন আইনেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞায় প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ বা সশস্ত্র বাহিনীকে যুক্ত করার পক্ষে ইসি।। ইসির এসব প্রস্তাব বা সুপারিশ সরকার আমলে নিলে সংশ্লিষ্ট চারটি আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী ধাপ হবে মন্ত্রিসভায় আইনের সংশোধনী অনুমোদন এবং সংসদে বিল পাস করা।

এর আগে সর্বশেষ অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইনগুলো অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছিল। তখন দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান বাদ দেওয়া এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রশাসক নিয়োগের বিধান যুক্ত করা হয়। চলতি ত্রয়োদশ সংসদের প্রথম অধিবেশনে ওই সব অধ্যাদেশ অনুমোদন করা হয়।

সেনা প্রসঙ্গ : সাধারণত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনা মোতায়েন করা হলেও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এটি করা হয় না। ইসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আইনে সশস্ত্র বাহিনী সংজ্ঞাভুক্ত থাকলে সু-বিধা হয়। আইনে এটি যুক্ত হলে তিন বাহিনীকে নির্বাচনী দায়িত্ব দিতে আলাদা কোনো আদেশের প্রয়োজন হয় না। এ ছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাও পুলিশের মতো ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারের ক্ষমতা পান। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, এমনিতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সংঘর্ষ-সংঘাত তুলনামূলক বেশি হয়। এবারের স্থানীয় সরকার নির্বাচন হবে নির্দলীয়। সে ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের একাধিক নেতা একই এলাকায় প্রার্থী হতে পারেন। আবার কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতুাকর্মীদের কেউ কেউ প্রার্থী হন কি না, সেটাও আলোচনায় আছে। সবমিলিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলা করা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ ছাড়া পুলিশের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে, তা নিয়ে সংশয় আছে। নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ ইসির আইনুবিধি সংস্কার কমিটির প্রধান। তিনি বলেন, এখন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনো আইনে সংজ্ঞায় সশস্ত্র বাহিনীর বিষয়টি আছে, আবার কোনো কোনো আইনে তা নেই। তাঁরা সব কটি আইনের বিধান অভিন্ন রাখতে চান। তিনি বলেন, সশস্ত্রবাহিনী সংজ্ঞাভুক্ত না থাকলে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন একটু কঠিন হয়। আবার আইনে থাকলেই যে ব্যবহার করতে হবে, তা নয়। কিন্তু এটি থাকলে একটি সুযোগ থাকে। পরিস্থিতি বিবেচনায় ইসি যদি মনে করে, সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা প্রয়োজন, তাহলে করতে পারবে।

অযোগ্যতার নতুন বিধান প্রস্তাব : নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অযোগ্যতাগুলো সংশ্লিষ্ট আইনে উল্লেখ করা আছে। ইসি স্থানীয় সরকারের বিদ্যমান চারটি আইনে দুটি করে অযোগ্যতার বিধান যুক্ত করার প্রস্তাব করতে যাচ্ছে। এর একটি হলো দ্বৈত নাগরিকত্ব। এখন দ্বৈত নাগরিকদের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা থাকলেও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এমন বিধান নেই। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য (ইউপি মেম্বার) বাদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্য সব স্তরে দ্বৈত নাগরিকেরা প্রার্থী হতে পারবেন নাড়এমন বিধান করার পক্ষে ইসি। আরেকটি হলো এমপিওভুক্ত শিক্ষকুকর্মকর্তারা। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী, এমপিওভুক্ত শিক্ষকুকর্মকর্তাদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা নেই। ইসি এটিকে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতা হিসেবে যুক্ত করার পক্ষে। এদিকে 'সরকার কর্তৃক কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত কোনো রাজনৈতিক দলের পদধারী বা সক্রিয় নেতুাকর্মীকে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণার বিধান সংযোজন' করার দাবি জানায় জামায়াতে ইসলামী। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আচরণ-বিধির খসড়া নিয়ে দলটি ৩০ জুন ইসিতে যে মতামত দিয়েছে, সেখানে এই দাবি জানানো হয়। অবশ্য এটি আচরণবিধিসংক্রান্ত কোনো বিষয় নয়। ইসির সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জামায়াতের এই দাবি পূরণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট আইনে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা অযোগ্যতুাসম্পর্কিত যেসব ধারা আছে, সেখানে সংশোধনী আনতে হবে। তবে এ ধরনের বিধান যুক্ত করার কোনো চিন্তা এখন পর্যন্ত ইসির নেই। নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ বলেন, কোনো নিষিদ্ধ দলের নেতাদের নির্বাচনে অযোগ্য করার দাবিতে কোনো দল চিঠি দিয়েছে কি না, তা তাঁর জানা নেই। তবে যেহেতু স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে হবে না, তাই দলের বিষয়টি দেখার সুযোগ খুব কম থাকবে। কোনো ব্যক্তি প্রার্থী হতে চাইলে ওই পদে যেসব যোগ্যতা থাকা দরকার, সেগুলো ঠিক থাকলে তিনি প্রার্থী হতে পারবেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতুাঅযোগ্যতুাসম্পর্কিত বিধানে কোনো সংশোধনী প্রস্তাব করা হচ্ছে কি নাড় এমন প্রশ্নের জবাবে আবদুর রহমানেল মাছউদ বলেন, তাঁরা প্রস্তাব করতে যাচ্ছেন এমপিওভুক্ত স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজের শিক্ষক বা সার্বক্ষণিক কোনো কর্মচারী নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। এ ছাড়া তাঁরা মনে করেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনেও দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকাকে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতা হিসেবে নির্ধারণ করা উচিত। নির্বাচন কমিশনের এই প্রস্তাবগুলোকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞ আবদুল আলীম। তিনি বলেন, গত জাতীয় নির্বাচনের আগে অনেক গুজব ছিল। সে নির্বাচনে সেন-াবাহিনীর ভূমিকার কারণে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল। স্থানীয় সরকার আইনে সশস্ত্র বাহিনীকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞাভুক্ত করা হলে মানুষের কাছে একটি ইতিবাচক বার্তা যাবে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা

(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ

চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া তৈরির জন্য বিএসএফকে ১০০০ একর জমি দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাংলাদেশ ডেস্ক : পশ্চিমবঙ্গে মে মাসে ক্ষমতায় আসার পরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য দেশটির সীমন্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে (বিএসএফ) ১০০০ একরের বেশি জমি হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যেসব জেলায় বিএসএফকে জমি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে বেশি জমি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু। মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গের এমন একটি জেলা, যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার ফেসবুকে এক পোস্টে লিখেছেন, 'জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং সীমান্তকে শক্তিশালী করা আমাদের সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় বেড়া নির্মাণের জন্য বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) কাছে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া আমরা দ্রুত সম্পন্ন করেছি। আজ পর্যন্ত ১৭২ দশমিক ৬ কিলোমিটারজুড়ে বিস্তৃত মোট ১ হাজার ২৪ দশমিক ৭৫ একর জমি আনুষ্ঠানিকভাবে এ উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে।' বিএসএফের কাছে জেলাভিত্তিক জমি হস্তান্তরের তালিকাও দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এই তালিকায় ৪৫ দশমিক ৪ কিলোমিটারের জন্য ৩৩৭ একর জমি দিয়ে মুর্শিদাবাদ সবার ওপরে রয়েছে। অর্থাৎ মোট যা জমি দেওয়া হয়েছে, তার ৩৩ শতাংশ এসেছে মুর্শিদাবাদ থেকে। এরপরে ৪২ দশমিক ৭ কিলোমিটারের জন্য ২৪১ দশমিক ০৩ একর জমি দিয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এরপরে যথাক্রমে রয়েছে কোচবিহার (৩৯ দশমিক ৩৯ কিলোমিটারের জন্য ১৩৫ দশমিক ৩৩ একর), মালদা (২০ দশমিক ১৫ কিলোমিটারের জন্য ১৭৬ দশমিক ৭৮ একর), নদীয়া (১৪ দশমিক ৭৯ কিলোমিটারের জন্য ৯৫ দশমিক ১১ একর), দক্ষিণ দিনাজপুর (৭ দশমিক ৭৫ কিলোমিটারের জন্য ২৬ দশমিক ৪১ একর), দার্জিলিং (১ দশমিক ৪৫ কিলোমিটারের জন্য ৪ দশমিক ৩১ একর), উত্তর দিনাজপুর (১ দশমিক ২৮ কিলোমিটারের জন্য ৬ দশমিক ৬১ একর) এবং জলপাইগুড়ি (০ দশমিক ৩১ কিলোমিটারের জন্য ২ দশমিক ১৭ একর)।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'আমাদের নাগরিকদের জন্য একটি নিরাপদ ও সুনিশ্চিত পরিবেশ তৈরি করতে এই প্রকল্পগুলো সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অবিচল রয়েছি।' অতীতে পশ্চিমবঙ্গের জমি কেন্দ্র সরকারের হাতে তুলে দিতে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল রাজ্যের সরকার। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজের একাংশও বরাবরই বলেছে, রাজ্যের জমি কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না, বিশেষত এমন একটি রাজ্যে, যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব অন্য রাজ্যের চেয়ে অনেকটাই বেশি। এ নিয়ে বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন অতীতে বিবৃতি দিয়েছে, আন্দোলনও করেছে। ২০১৫ সালে যখন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্তচুক্তি হয়, সে সময় ১০ হাজার একরের কিছু বেশি জমি বাংলাদেশকে দিয়ে দেয় ভারত, তখন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজ। কিন্তু এখন ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে পশ্চিমবঙ্গের জমি দিয়ে দেওয়া হলেও কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

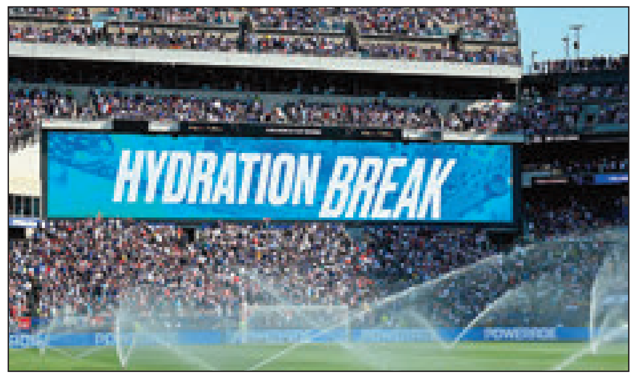

আলোচনা-সমালোচনায় ঘেরা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ

স্পোর্টস ডেস্ক : ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ হবে মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আয়োজন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত এই বিশ্বকাপকে এক মাসে অনুষ্ঠিত ১০৪টি সুপার বোলের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এটি ছিল অত্যন্ত সাহসী দাবি। কিন্তু বাস্তবে কি সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে? প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছে ৪৮টি দল। কুরাসাও, কেপ ভার্দে, জর্ডান ও উজবেকিস্তানের মতো দেশ প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলেছে। তবে এতে কি টুর্নামেন্টের মান কমে গেছে? এছাড়া ছিল বাধ্যতামূলক তিন মিনিটের

হাইড্রেশন বিরতি, আবহাওয়া যেমনই হোক না কেন। এতে সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিজ্ঞাপন দেখিয়ে অতিরিক্ত আয় করার সুযোগ পেয়েছে। অত্যধিক টিকিটমূল্যও ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। কিন্তু এতে কি দর্শকদের উপস্থিতি কমেছে? বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ভিসা জটিলতা ও ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়। পরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ফ্লোরিয়ান বালোগুনের লাল কার্ড বাতিলের জন্য হস্তক্ষেপ করেন। এদিকে ফিফার প্রধান রেফারি পিয়ের-লুইজি কোলিনা সময় নষ্টের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন এবং ফুটবলের বিভিন্ন নিয়মে পরিবর্তন আনেন। কিন্তু এসব পরিবর্তন কি সত্যিই কার্যকর হয়েছে?

চলুন বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক- বিশ্বকাপ ৪৮ দলে সম্প্রসারণ কি সত্যিই সার্থক ছিল? নতুন দলগুলোর অংশগ্রহণের কারণে গ্রুপ পর্বে ছিল নানা চমক ও রঙিন গল্প। বিশ্বকাপের অন্যতম আকর্ষণই হলো নতুন দলগুলোর অভিষেক দেখা। আর সেই দিক থেকে কেপ ভার্দে ছিল অন্যতম বড় চমক। মাত্র ৫ লাখ ৩০ হাজার জনসংখ্যার আটলান্টিক মহাসাগরের ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র কেপ ভার্দে স্পেন, উরুগুয়ে ও সৌদি আরবের বিপক্ষে ড্র করে নিজেদের গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। অন্যদিকে জার্মানির কাছে ৭-১ গোলে হারের পরও কুরাসাও ইকুয়েডরের বিপক্ষে চমকপ্রদ ড্র করে। কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও পর্তুগালের বিপক্ষে ড্র করে নকআউট পর্বে উঠে যায়। এই গল্পগুলো না থাকলে গ্রুপ পর্ব অনেকটাই একঘেয়ে হয়ে যেত, কারণ শক্তিশালী দলগুলো তুলনামূলক সহজেই নিজেদের কাজ সেরে নিয়েছে। মোট ৭২টি ম্যাচ খেলার পরও মাত্র ১৬টি দল বিদায় নেয়থযা আগে পুরো একটি বিশ্বকাপেই মোট ম্যাচের সংখ্যার সমান ছিল। এর সঙ্গে ফিফার নতুন নিয়মও সমালোচিত হয়েছে, যেখানে গোল ব্যবধানের আগে হেড-টু-হেড ফলাফলকে টাইব্রেকার হিসেবে ধরা হয়। আটটি তৃতীয় স্থানধারী দল নকআউটে ওঠার সুযোগ পাওয়ায় অস্ট্রেলিয়া ও প্যারাগুয়ে, কিংবা অস্ট্রিয়া ও আলজেরিয়া জানত যে ড্র করলেই উভয় দল পরবর্তী পর্বে যাবে। শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়েছে। এরপর নকআউট পর্ব থেকেই প্রকৃত নাটকীয়তা শুরু হয়। কেপ ভার্দে অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত আর্জেন্টিনাকে কঠিন লড়াইয়ে আটকে রাখে, যদিও শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে হেরে যায়। ফলে তারা দুই বিশ্বকাপ ফাইনালিস্টের (আর্জেন্টিনা ও স্পেন) বিপক্ষেই নির্ধারিত ৯০ মিনিটে অপরাজিত থাকার কৃতিত্ব অর্জন করে। বিশ্বকাপ সম্প্রসারণ না হলে কেপ ভার্দে এই আসরে খেলতেই পারত না। আর ৪০ বছর বয়সী গোলরক্ষক ভোজিনিয়া, যিনি কেপ ভার্দের ঐতিহাসিক অভিষেকে বড় ভূমিকা রেখেছেন, তার গল্পও বিশ্ববাসীর সামনে আসত না।

হাইড্রেশন বিরতি : ফিফার দাবি ছিল, খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই হাইড্রেশন বিরতি চালু করা হয়েছে। ক্রীড়ার ন্যায্যতা বজায় রাখতে প্রতিটি ম্যাচেই সমানভাবে এই বিরতি দিতে হবে। এমনকি আটলান্টা, ডালাস, হিউস্টন ও ভ্যাঙ্কুভারের মতো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এয়ার-কন্ডিশন্ড) স্টেডিয়ামেও এই নিয়ম কার্যকর ছিল। যুক্তরাজ্যের বাইরে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এই বিরতির সময় বিজ্ঞাপন প্রচার করে। রেফারি বাঁশি বাজানোর ২০ সেকেন্ড পর বিজ্ঞাপন শুরু করা যেত এবং খেলা পুনরায় শুরু হওয়ার অন্তত ৩০ সেকেন্ড আগে তা শেষ করতে হতো। টুর্নামেন্ট যত এগিয়েছে, এই বিরতিগুলো নিয়ে দর্শকদের অসন্তোষও তত বেড়েছে। বারবার খেলা থেমে যাওয়ায় গ্যালারি থেকে জোরালো দুয়োধ্বনি শোনা গেছে। বিবিসি স্পোর্টকে বিশেষজ্ঞরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রে ফক্স স্পোর্টসে বিশ্বকাপের একটি ৩০ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনের গড় মূল্য ছিল ২ লাখ থেকে ৩ লাখ মার্কিন ডলার। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাচ ও নকআউট পর্বে এর দাম বেড়ে ৭ লাখ ৫০ হাজার ডলার পর্যন্ত পৌঁছায়। বাস্তবে এই বিরতিগুলো কার্যত ট্যাকটিক্যাল টাইম-আউট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কোচরা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে খেলোয়াড়দের কৌশলগত নির্দেশনা দিয়েছেন। ফলে বেশ কয়েকটি ম্যাচের গতিপথও বদলে গেছে।

অন্য লিগেও কি এই বিরতি চালু হতে পারে? : উয়েফা ইতোমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই নিয়ম চালু করবে না। ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় লিগগুলোতেও এটি গ্রহণ করা হবেড়এমন সম্ভাবনা খুবই কম। তবে আগামী বিশ্বকাপে আবারও এই হাইড্রেশন বিরতি দেখা গেলে তা মোটেও অবাক হওয়ার মতো হবে না।

কোলিনার সময় বাঁচানোর নতুন নিয়ম কি সফল হয়েছে? : এই বিশ্বকাপে ফিফার প্রধান রেফারিং কর্মকর্তা পিয়ের-লুইজি কোলিনার প্রধান লক্ষ্য ছিল খেলার গতি বাড়ানো। তিনি রেফারিদের নির্দেশ দেন, থ্রো-ইন, গোল-কিক ও বদলির সময় যেন খেলোয়াড়রা দ্রুত কাজ শেষ করেন। পাশাপাশি অযথা সময় নষ্ট করতে মিথ্যা চোটের অভিনয়ও কঠোরভাবে দমন করার চেষ্টা করা হয়। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে প্রায় প্রতিটি বিলম্বের জন্য অতিরিক্ত সময় যোগ করা হয়েছিল। ফলে একটি ম্যাচের গড় দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছিল ১০১ মিনিট ২২ সেকেন্ড, যেখানে বল মাঠে ছিল গড়ে ৫৮ মিনিট ৩ সেকেন্ড। এবারের বিশ্বকাপে হাইড্রেশন বিরতির সময় বাদ দিলে একটি ম্যাচের গড় দৈর্ঘ্য ৯৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড, আর বল মাঠে ছিল গড়ে ৫৮ মিনিট ১৫ সেকেন্ড। অর্থাৎ, খেলার সময় কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু সেই সময় অর্জনের জন্য ম্যাচের মোট দৈর্ঘ্য অনেক কম লেগেছে। ২০২২ সালে ম্যাচের মোট সময়ের ৫৭.৪ শতাংশ বল খেলায় ছিল। এবার সেই হার বেড়ে ৬০.৪ শতাংশে পৌঁছেছে। এই পরিবর্তনকে দুই দিক থেকেই সফল বলা যায়। খেলার গতি আগের তুলনায় আরও স্বাভাবিক হয়েছে, খেলোয়াড়দের সময় নষ্ট করার প্রবণতা কমেছে, দর্শকদের বিরক্তিও কমেছে এবং তারা আরও বেশি সময় ধরে প্রকৃত ফুটবল উপভোগ করতে পেরেছেন। এখন দেখার বিষয়, আগামী মৌসুমে বিভিন্ন দেশের ঘরোয়া ফুটবলেও এই নিয়ম কতটা কার্যকর হয়, কারণ নতুন আইনগুলো সেখানেও প্রয়োগ করা হবে।

দর্শক উপস্থিতি নিয়ে ইনফান্তিনোর সাহসী দাবি : টিকিটের অত্যধিক মূল্য নিয়ে ধারণা ছিল, বিশ্বকাপের অনেক ম্যাচেই গ্যালারির বড় অংশ খালি থাকবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। কোয়ার্টার-ফাইনালের পর ফিফা জানায়, স্টেডিয়ামগুলো গড়ে ৯৯.৭ শতাংশ আসন পূর্ণ ছিল এবং মোট ৬৫ লাখ ২৭ হাজার ৪১০ দর্শক মাঠে বসে ম্যাচ উপভোগ করেছেন, যা বিশ্বকাপের নতুন রেকর্ড। অর্থাৎ, ফিফার নির্ধারিত উচ্চমূল্যের টিকিট কিনতেও দর্শকরা আগ্রহ দেখিয়েছেন। এর পাশাপাশি ফিফা তাদের সেকেন্ডারি রিসেল প্ল্যাটফর্ম থেকেও বিপুল অর্থ আয় করেছে। সেখানে প্রতিটি টিকিট পুনর্বিক্রির ওপর অতিরিক্ত ৩০ শতাংশ ফি নেওয়া হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে কোনো বিতর্ক ছিল না। টিকিটের মূল্য, বিক্রয়পদ্ধতি এবং আসনের অবস্থান সম্পর্কে দেওয়া তথ্যের যথার্থতা নিয়ে তদন্তের অংশ হিসেবে নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির অ্যাটর্নি জেনারেলরা ফিফাকে সমন পাঠান। প্রথমদিকে দর্শকদের স্টেডিয়ামে পানির

বোতল নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু তীব্র সমালোচনার মুখে ফিফা সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। এছাড়া নিউ জার্সি ও বোস্টনে ম্যাচ দেখতে যাওয়ার যাতায়াত খরচও অত্যন্ত বেশি ছিল। ব্যাপক সমালোচনার পর সেই ভাড়াও কমাতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।

বিশ্বকাপের রাজনীতিকরণ : ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ শুরু থেকেই রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন-সংক্রান্ত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে কয়েকটি দেশের সমর্থকই দেশটিতে প্রবেশ করতে পারেননি। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই নতুন বিতর্ক তৈরি হয়, যখন সোমালিয়ার রেফারি ওমর আরতানকে মিয়ামি বিমানবন্দরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এর ফলে ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনোকে এক অস্বস্তিকর সংবাদ সম্মেলনের মুখোমুখি হতে হয়। সেখানে তিনি সবাইকে ‘শান্ত থাকুন, আরাম করুন’ বলে মন্তব্য করেন। ইরানও পুরো টুর্নামেন্টজুড়ে নানা বাধার মুখে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের প্রতিটি ম্যাচের জন্য মাত্র ২৪ ঘণ্টার জন্য দেশটিতে অবস্থানের অনুমতি দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি প্রধান মার্কওয়েন মুলিন বলেন, ইরান বিদায় নেওয়ার পর তিনি আনন্দে নেচেছেন। সবচেয়ে *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

আর্জেন্টিনার হৃদয় ভেঙে স্পেনের মাথায় বিশ্বজয়ের মুকুট বদলে যাওয়া বিশ্বকাপের সাফল্য ও ব্যর্থতার গল্প

স্পোর্টস ডেস্ক : একদিকে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ। অন্যদিকে, সবচেয়ে আলোচিত আসরগুলোর একটি। নতুন দেশগুলোর স্বপ্নপূরণ যেমন ছিল, তেমনি ছিল ৪৮ দলের নতুন ফরম্যাট, ভিএআর বিতর্ক, বাধ্যতামূলক হাইড্রেশন বিরতি, রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও বাণিজ্যিকীকরণ নিয়ে প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়নের মুকুট পরে স্পেন। ট্রফির লড়াই শেষ হলেও আলোচনা থামেনি। বরং বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর আরও জোরালো হয়েছে একটি প্রশ্ন, ফুটবল কি সত্যিই এগিয়ে গেল, নাকি বদলে গেল শুধু আয়োজনের ধরন? এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ছিল দলসংখ্যা ৩২ থেকে ৪৮ এ উন্নীত হওয়া। এর ফলে কেপ ভার্দে, কুরাসাও, জর্ডান ও *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email: aziz@nyhcs.org
www.nyhcs.org

Contact with us
718-874-0047

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমাদের সেবা সমূহ:

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইলে প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুমন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com
www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!
TOLL FREE:
888-216-STAR (7827)

বিশ্বকাপ থেকে ১৫০০ কোটি ডলার আয় করেছে ফিফা

স্পোর্টস ডেস্ক : চলতি (২০২৬) বিশ্বকাপ ফুটবল থেকে রেকর্ড ১৫ বিলিয়ন বা ১৫০০ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এই অর্থের পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ৮৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে সংস্থাটির যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল, এই আয় তা বিপুল ব্যবধানে ছাড়িয়ে গেছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। শনিবার (১৮ জুলাই) ফিফার সদস্য দেশগুলোকে আয়ের এই অভূতপূর্ব উল্লম্ফনের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানান সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। বিশ্বকাপ শুরুর আগে ফিফার প্রাক্কলিত আয়ের লক্ষ্য ছিল ১১ বিলিয়ন বা ১১০০ কোটি ডলার। তবে টুর্নামেন্ট শেষে তা এক লাফে আরও ৪ বিলিয়ন বা ৪০০ কোটি ডলার বেড়েছে।

টিকিটের 'কালোবাজার' ও ফিফার মুনাফা : সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, ফিফার আয় এতটা বাড়ার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে হসপিটালিটি প্যাকেজ ও টিকিটের 'সেকেন্ডারি মার্কেট' বা কালোবাজারি। চড়া মূল্যের এই টিকিট বাজার থেকে মোটা অঙ্কের লভ্যাংশ পকেটে পুরেছে ফিফা। নিয়ম অনু-যায়ী, সেকেন্ডারি মার্কেটে টিকিট কেনাবেচার ক্ষেত্রে ক্রেতার কাছ থেকে ১৫ শতাংশ ও বিক্রেতার কাছ থেকে ১৫ শতাংশ- অর্থাৎ মোট ৩০ শতাংশ কমিশন কেটে নেয় ফিফা। নিউ জার্সিতে অনুষ্ঠিতব্য স্পেন বনাম আর্জেন্টিনার মধ্যকার ফাইনাল ম্যাচের আগের দিন শনিবার (১৮ জুলাই) সন্ধ্যায়ও ফিফার অফিসিয়াল পোর্টালে ভিআইপি ও হসপিট-ালিটি প্যাকেজের টিকিট বিক্রি হতে দেখা গেছে। সেখানে কেবল 'ট্রফি লাউঞ্জ'র একেকটি টিকিটের দাম ধরা হয়েছে সাড়ে ৩৪ হাজার মার্কিন ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৪১ লাখ টাকা।

ট্রাম্প বিতর্ক ও ইনফান্তিনোর চেয়ার রক্ষা : রেকর্ড পরিমাণ এই আয় ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর জন্য বড় একটি স্বস্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই বিশ্বকাপজুড়ে নানান বিতর্কে জড়াতে হয়েছে ফিফাকে। বিশেষ করে, শেষ ষোলোর ম্যাচে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগুনের লাল কার্ড মওকুফ করা নিয়ে তীব্র সমালোচনা তৈরি হয়। ফুটবল সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপের মুখে নতি স্বীকার করেই বালোগুনের লাল কার্ড বাতিল করেছিল ফিফা। যদিও ফিফা দাবি করেছে, সিদ্ধান্তটি তাদের স্বাধীন শৃঙ্খলা কমিটি নিয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনগুলোর মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভ এখনো কমেনি। তবে বিপুল আয়ের পর এই ক্ষোভ হয়তো ধামাচাপা পড়ে যাবে। কারণ বিশ্বকাপ থেকে আয় বাড়ায় ফিফার সদস্য দেশগুলোও এখন বেশি আর্থিক অনুদান পাবে। ২০২৭ সালের মার্চে অনু-ষ্ঠিতব্য ফিফা নির্বাচনে পুনর্নির্বাচনের জন্য এরই মধ্যে ইনফান্তিনো ২০০টিরও বেশি সদস্য দেশের সমর্থন পেয়ে গেছেন। বাড়তি তহবিলের লোভ দেখিয়ে ক্ষুব্ধ দেশগুলোকে শেষ পর্যন্ত চুপ করিয়ে রাখতে পারবেন বলেই মনে করছেন ফুটবল বিশ্লেষকরা।

২০৩৮ বিশ্বকাপেও চোখ যুক্তরাষ্ট্রের : চলতি বিশ্বকাপের এই বিশাল আর্থিক সাফল্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুততম সময়ে আবারও বিশ্বকাপ ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে। শুক্রবার (১৭ জুলাই) এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে আবারও বিশ্বকাপ আয়োজনের তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফিফাকে উদ্দেশ্য করে ট্রাম্প বলেন, আপনারা আবারও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেছে নিন। তবে এবার আমরা কানাডা এবং মেক্সিকোকে সাথে রাখব না, একাই আয়োজন করবো। বিডিংয়ের জন্য পরবর্তী ফাঁকা থাকা ২০৩৮ সালের বিশ্বকাপের ওপর নজর রাখছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর পাশাপাশি ২০২৯ সালের ক্লাব বিশ্বকাপ এককভাবে আয়োজনের জন্যও ফিফার সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে তারা।

সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান।

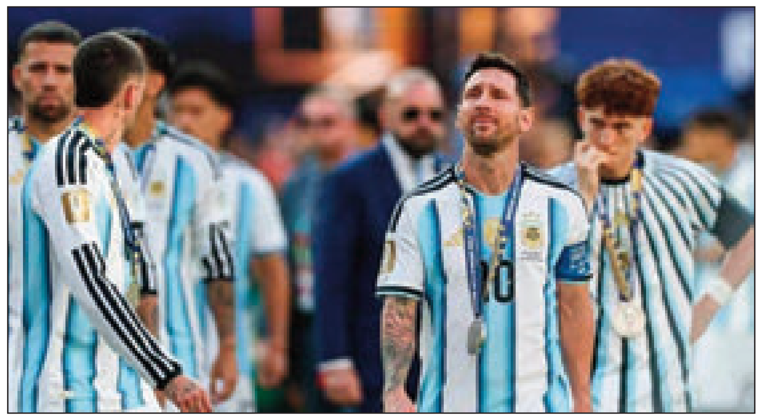

ফাইনালে আর্জেন্টিনার হারের পাঁচ কারণ

স্পোর্টস ডেস্ক : স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে বিশ্বকাপ শিরোপা হাতছাড়া করে আর্জেন্টিনা। নিউইয়র্ক নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে অতিরিক্ত সময়ের ১০৬তম মিনিটে বদলি খেলোয়াড় ফেরান তোরেসের একমাত্র গোলেই নির্ধারিত হয় ম্যাচের ভাগ্য। স্কোরলাইন যদিও এক গোলের, তবে পুরো ম্যাচজুড়ে স্পেনের আধিপত্য ছিল স্পষ্ট। ১২০ মিনিটের লড়াইয়ে আর্জেন্টিনাকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে রাখে লা রোজারা। কী কারণে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ স্পেনের হাতে চলে গেল, তা বিশ্লেষণ করেছেন ফুটবল বিশ্লেষকরা। যেখানে ৫টি বড় কারণ চোখে পড়ার মতো।

মেসির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা : পুরো টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনার আক্রমণের মূল ভরসা ছিলেন লিওনেল মেসি। তবে ফাইনালে তাকে পুরোপুরি আটকে রাখে স্পেন। ম্যাচে তার প্রভাব ছিল না বললেই চলে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ পাস দিতে পারেননি, এমনকি গোলের সুযোগ তৈরিতেও ব্যর্থ হন তিনি। ফলে আর্জেন্টিনার আক্রমণ ভেঙে পড়ে।

মিডফিল্ডে স্পেনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ : ম্যাচজুড়ে বলের দখল ও গতি নিয়ন্ত্রণে রাখে স্পেনের মিডফিল্ড। দ্রুত পাসিং আর বল পুনরুদ্ধারের দক্ষতায় আর্জেন্টিনাকে খেলায় ফিরতে দেয়নি তারা। মাঝমাঠে এই আধিপত্যই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

লাল কার্ডে বড় ধাক্কা : দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে এনজো ফার্নান্দেজ দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। ১০ জনের দলে পরিণত হওয়া আর্জেন্টিনার জন্য স্পেনের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত সময়ে সেই সুযোগ কাজে লাগায় স্পেন।

রক্ষণে ভারসাম্যহীনতা : প্রথমার্ধের শেষদিকে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন লিসান্দ্রো মার্টিনেজ। তার পরিবর্তে নামানো হয় অভিজ্ঞ নিকোলাস ওতামেন্দিকে। তবে, রক্ষণভাগের ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারেনি আর্জেন্টিনা। বরং, স্পেন একের পর এক সুযোগ তৈরি করে কোনঠাসা করে আলবিসেলেস্তেদের।

বোতলবন্দি আক্রমণ : টুর্নামেন্টজুড়ে সবচেয়ে বেশি গোল করা দল ছিল আর্জেন্টিনা। অথচ ফাইনালে পুরো সময়জুড়ে তারা উল্লেখযোগ্য কোনো আক্রমণ গড়তে পারেনি। নির্ধারিত সময়ে একটি শটও নিতে পারেনি তারা। পুরো ম্যাচে তাদের শট ছিল মাত্র দুটি। এরমধ্যে নেই কোনো অন টার্গেট শট। যেখানে স্পেন নিয়েছে ২০টি শট, যার মধ্যে ১২টি ছিল লক্ষ্যে। ম্যাচে স্পেনের আক্রমণ ধারাবাহিক ছিল, যা শেষ পর্যন্ত গোল এনে দেয়।

এক অদম্য মুসলিম নারীর ত্যাগেই আজকের লামিনে

স্পোর্টস ডেস্ক : পায়ের ঝলক দেখিয়ে ফুটবল বিশ্বের নজর কাড়েন তরুণ লামিনে ইয়ামাল। বার্সেলোনায় নিজের জাত আগেই চিনিয়েছেন এই উইঙ্গার। স্পেনের হয়েও জিতেছিলেন ইউরোর শিরোপা। এবার নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। মাত্র ১৯ বছরেই বিশ্বকাপের শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছেন এই তারকা। তবে লামিনে ইয়ামালের এই শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছানোর গল্পটি কেবল ফুটবল মাঠের নয়। এর পেছনে লুকিয়ে আছে এক পরিবারের সংগ্রাম ও কঠিন আত্মত্যাগের গল্প। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার বিশেষ প্রতিবেদনে ইয়ামালের জীবনের এই অনুপ্রেরণাদায়ী গল্পটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইয়ামালের ফুটবল ক্যারিয়ারের মূল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল আজ থেকে কয়েক দশক আগে। তার পৈতৃক দাদি, ফাতিমা রোমানি, পরিবারকে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ দেওয়ার আশায় মরক্কো থেকে একা স্পেনের উদ্দেশে রওনা হন। কোনো আইনি কাগজপত্র ও আর্থিক সাহায্য ছাড়া অচেনা এক দেশে পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

স্পেনে পৌঁছে ফাতিমা প্রথমে আলজেসিরাস ও গ্রানাদায় অবস্থান করার পর পরিশেষে কাতালুনিয়ার মাতোরো শহরের রকাফোন্দা এলাকায় থিতু হন। সেখানে শুরুতে তার কোনো নিরাপত্তা বা আর্থিক সংস্থান ছিল না। মরক্কোতে রয়ে যাওয়া নিজের সন্তানদের (যার মধ্যে ইয়ামালের বাবা মুনির নাসরাউই ছিলেন) স্পেনে নিয়ে আসার জন্য ফাতিমা দিনে একাধিক শিফটে কঠোর পরিশ্রম শুরু করেন। একটানা কাজ করে জমানো অর্থ দিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত সন্তানদের নিজের কাছে এনে পরিবারকে পুনর্মিলিত করতে সক্ষম হন।পরবর্তীতে ইয়ামালের শৈশবে তার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ ঘটলে দাদি ফাতিমা আবারও পরিবারের মূল স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ান। রকাফোন্দার কঠিন পরিবেশের মধ্যেও তিনি ইয়ামালকে আগলে রাখেন, তাকে স্থিতিশীলতা দেন এবং ফুটবলের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন। পেশাদার ফুটবলে সাফল্য পাওয়ার পরও ইয়ামাল নিজের শৈশব ও দাদির অবদান ভুলে যাননি। মাঠে গোল করার পর তিনি আঙুল দিয়ে যে '৩০৪' সংখ্যাটি প্রদর্শন করেন, তা মূলত রকাফোন্দা এলাকার পোস্টকোড (০৮৩০৪)-এর প্রতি ভালোবাসার প্রতীক। ইয়ামালের বিভিন্ন মন্তব্য থেকে জানা যায়, ফুটবল মাঠে ট্রফি জেতার চেয়েও তার কাছে বেশি আনন্দের হলো তার বাবা, মা ও দাদিকে শান্তিতে রাখা। ফুটবলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইয়ামাল তার অর্জিত অর্থ দিয়ে রকাফোন্দাতেই দাদি ফাতিমার জন্য একটি বাড়ি কিনে দেন, যেখানে তিনি আজও বসবাস করছেন। বিশ্ব ফুটবলের আলোচনার কেন্দ্রে থাকার পরও নিজের অতীত ও দাদির আত্মত্যাগের কথা ইয়ামাল সব সময় গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

আলোচনা-সমালোচনায় ঘেরা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ

(২৫ পাতার পর)

বড় রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়, যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনোকে ফোন করে ফ্লোরিয়ান বালোগুনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের চেষ্টা করেন। এরপর ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আল-কামালি বিশ্বকাপের ইতিহাসে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নেন।

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বালোগুনের বেলজিয়ামের বিপক্ষে শেষ ষোলোর ম্যাচে নিষিদ্ধ থাকার কথা ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে শাস্তি ১২ মাসের জন্য স্থগিত করা হয়। ফলে বালোগুন বেলজিয়ামের বিপক্ষে খেলতে পারেন। তবে দুর্দান্ত খেলতে থাকা বেলজিয়াম স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রকে ৪-১ গোলে হারিয়ে দেয়। এই ঘটনা বিশ্বকাপে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ে গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দেয়।

ভিএআর কতটা কার্যকর ছিল? : গ্রুপ পর্বে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) ব্যবস্থা বেশ কার্যকর বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু নকআউট পর্বে একাধিক সিদ্ধান্তে অসঙ্গতি দেখা দেয়। আগের বিশ্বকাপগুলোতে ভিএআর নিয়ে খুব বেশি বিতর্ক দেখা না গেলেও এবার তা বেড়েছে। আর্জেন্টিনার কাছে ৩-২ গোলে হারের পর মিশরের একটি গোল ভিএআর পর্যালোচনায় বাতিল করা হয়। এর পরই মিশর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ইএফএ) তদন্তের দাবি জানায়। এছাড়া আরও অনেক কোচ রেফ-ারিংয়ের মান নিয়ে অভিযোগ করেন। বিশ্বকাপে ম্যাচ যত বেশি হয়, তত বেশি ভিডিও ম্যাচ অফিসিয়াল ব্যবহার করতে হয়। ফলে সিদ্ধান্তে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এ পর্যন্ত এই বিশ্বকাপে ৩৭টি ভিএআর হস্তক্ষেপ হয়েছে, অর্থাৎ ম্যাচপ্রতি গড়ে ০.৩৬টি। যা কাতার বিশ্বকাপের ০.৩৭-এর প্রায় সমান। এটি প্রিমিয়ার লিগের ০.২৯-এর তুলনায় বেশি। যেসব ক্ষেত্রে রেফারিকে মনিটরে গিয়ে সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করতে হয়েছে, সেখানে এই বিশ্বকাপে ম্যাচপ্রতি গড় ০.২৭টি ঘটনা ঘটেছে। প্রিমিয়ার লিগে এই হার প্রায় অর্ধেক, ০.১৫। তাহলে বিশ্বকাপে ভি-এআরকে কেন তুলনামূলক ভালো মনে হয়েছে? এর প্রধান কারণ গতি। ঘরোয়া ফুটবলে ভিএআর সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হওয়াই সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই বিশ্বকাপে অধিকাংশ ভি-এআর সিদ্ধান্তই খুব দ্রুত নেওয়া হয়েছে।

সূত্র : বিবিসি

গোল্ডেন বুট-বল-গ্লাভস, বিশ্বকাপে কে কোন পুরস্কার পেল

স্পোর্টস ডেস্ক : নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে স্পেনের বিশ্বজয়ের ঐতিহাসিক ফাইনাল শেষে পর্দা নামল ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের। শিরোপা জয়ের পাশাপাশি টুর্নামেন্টের ব্যক্তিগত ও দলগত নৈপুণ্যের জন্য সেরা পুরস্কারগুলোও এখন স্প্যানিশদের দখলে। ফাইনালে আর্জেন্টিনার স্বপ্নভঙ্গ করে দ্বিতীয়বারের মতো ট্রফি ঘরে তোলা স্পেনের জয়জয়কারের রাতে দেখে নেওয়া যাক এবারের বিশ্বকাপের সেরা পুরস্কারজয়ীদের তালিকা।

গোল্ডেন বল: স্প্যানিশ অধিনায়ক রদ্রি পুরো বিশ্বকাপে ছিলেন অবিশ্বাস্য। ৮ ম্যাচে ৭২৬ মিনিট মাঠে থেকে ৬৯২টি নির্ভুল পাস দেওয়া রদ্রির পাসের সফলতার হার ছিল ৯৪ শতাংশ। তার নেতৃত্বে স্পেন মাঝমাঠে ছিল অপরাজেয়। তিনিই জিতেছেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় গোল্ডেন বল।

গোল্ডেন বুট: ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে টুর্নামেন্টে মোট ১০টি গোল করে গোল্ডেন বুট জিতেছেন। বিশ্বকাপে পরপর দুইবার এই ট্রফি জেতার অনন্য কীর্তিও গড়লেন তিনি। একই সাথে ২২ গোল নিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতাও হয়েছেন এই কিংবদন্তি।

গোল্ডেন গ্লাভস : স্পেনের গোলরক্ষক উনাই সিমন পুরো টুর্নামেন্টে অবিশ্বাস্য দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। তিনি ৮ ম্যাচে প্রায় ৫৫০ মিনিট গোল অক্ষত রেখে ৭টি ক্লিনশিট নিয়ে তিনি গোল্ডেন গ্লাভ জয় করেছেন। স্পেনের এই গোলকিপার পুরো আসরে মাত্র একটি গোল হজম করেছেন।

সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় : বিশ্বকাপের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন পাউ কুবারসি। স্পেনের এই ১৯ বছর বয়সী ডিফেন্ডারের বিপক্ষে প্রতিপক্ষ দল মাত্র একটি গোল করতে পেরেছে। সব মিলিয়ে তিনি ৩৩ বার বল ক্লিয়ার বা বিপদমুক্ত করেছেন।

ফাইনাল সেরা : ফাইনালের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার উঠেছে স্পেনের ফেরান তোরেসের হাতে। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের ১০৬ মিনিটে তার জয়সূচক একমাত্র গোলেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্পেন।

ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড: টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সুশৃঙ্খল দল হিসেবে নেদারল্যান্ডসকে প্রদান করা হয়েছে 'ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড'। ইউরোপের এই দেশটি টুর্নামেন্টের রাউন্ড অব ৩২ থেকে বাদ পড়েছে।

বদলে যাওয়া বিশ্বকাপের সাফল্য ও ব্যর্থতার গল্প

(২৫ পাতার পর)

উজবেকিস্তানের মতো দেশগুলো প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজেদের তুলে ধরার সুযোগ পায়। বিশেষ করে কেপ ভার্দে পুরো টুর্নামেন্টে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছে। আফ্রিকার দেশটি স্পেন ও উরুগুয়ের মতো পরাশক্তির বিপক্ষে পয়েন্ট আদায় করে তারা নকআউট পর্বে ওঠে। পরে আর্জেন্টিনাকেও অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত কঠিন লড়াই উপহার দেয়। ছোট দলগুলোর এমন পারফরম্যান্স প্রমাণ করেছে। বিশ্বকাপের দরজা আরও দেশের জন্য খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি অযৌক্তিক ছিল না। তবে সমালোচনার জায়গাও কম ছিল না। ১০৪টি ম্যাচের দীর্ঘ সূচিতে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেয় মাত্র ১৬টি দল। ফলে অনেক ম্যাচেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা কমে যায়। আবার আটটি তৃতীয় হওয়া দল নকআউট পর্বে ওঠায় কিছু ম্যাচে ড্র করাই দুই দলের জন্য যথেষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। এতে গ্রুপ পর্বের রোমাঞ্চ কিছুটা ম্লান হয়েছে বলে মনে করেন অনেক বিশ্লেষক।

বিতর্কের আরেকটি বড় কারণ ছিল বাধ্যতামূলক তিন মিনিটের হাইড্রেশন বিরতি। ফিফা এটিকে খেলোয়াড়দের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বললেও অনেকের মতে, এটি সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিজ্ঞাপন দেখানোর অতিরিক্ত সুযোগ তৈরি করেছে। একই সঙ্গে বিরতির সময় কোচদের কৌশলগত নির্দেশনা অনেক ম্যাচের গতিপথও বদলে দিয়েছে। অবশ্য কিছু পরিবর্তন ইতিবাচক প্রভাবও ফেলেছে। ফিফার রেফারিং প্রধান পিয়েরলুইজি কলিনার উদ্যোগে সময় নষ্ট কমাতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। থ্রো ইন, গোলকিক ও বদলি দ্রুত সম্পন্ন হওয়ায় ম্যাচে কার্যকর খেলার সময় বেড়েছে। আগের বিশ্বকাপে বল খেলায় ছিল ম্যাচের ৫৭ দশমিক ৪ শতাংশ সময়, এবার তা বেড়ে হয়েছে ৬০ দশমিক ৪ শতাংশ। অর্থাৎ দর্শকরা আগের তুলনায় বেশি সময় ফুটবল উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছেন। ভিএআরও ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। গ্রুপ পর্বে প্রযুক্তিটির ব্যবহার তুলনামূলক সফল হলেও নকআউট পর্বে একাধিক সিদ্ধান্ত বিতর্কের জন্ম দেয়। বিশেষ করে মিসরের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ম্যাচে বাতিল হওয়া গোল নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়। তবু একটি বিষয় স্পষ্ট, সিদ্ধান্ত নিতে আগের তুলনায় অনেক কম সময় লেগেছে, যা ভিএআরের অন্যতম ইতিবাচক দিক। মাঠের বাইরের বিতর্কও কম ছিল না। ভিসা জটিলতা, ইরানকে ঘিরে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ফ্লোরিয়ান বালোগানের নিষেধাজ্ঞা স্থগিত হওয়া এবং টিকিটের উচ্চমূল্য পুরো টুর্নামেন্টজুড়েই আলোচনায় ছিল। তবু এসব বিতর্ক দর্শকদের আগ্রহে ভাটা ফেলতে পারেনি। স্টেডিয়ামগুলো প্রায় পূর্ণ ছিল। কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত ৯৯ দশমিক ৭ শতাংশ আসন পূর্ণ ছিল এবং ৬৫ লাখের বেশি দর্শক মাঠে বসে খেলা উপভোগ করেছেন। সব মিলিয়ে এবারের বিশ্বকাপ শুধু নতুন এক চ্যাম্পিয়নের জন্মই দেয়নি, ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এনে দিয়েছে। ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে স্পেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নের মুকুট জিতে নিয়েছে। সেই সাফল্যের পাশাপাশি ৪৮ দলের বিশ্বকাপ বিশ্ব ফুটবলের পরিধি বাড়িয়েছে। নতুন দেশগুলোকে স্বপ্ন দেখিয়েছে এবং জন্ম দিয়েছে অসংখ্য নতুন গল্পের। তবে প্রতিযোগিতার মান, বাণিজ্যিকীকরণ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে বিতর্কও সমানতালে চলেছে। তাই এই বিশ্বকাপকে শুধু স্পেনের শিরোপা জয়ের জন্য নয়, বদলে যাওয়া বিশ্ব ফুটবলের নতুন বাস্তবতার প্রতীক হিসেবেও মনে রাখা হবে। ভবিষ্যতের বিশ্বকাপ কোন পথে এগোবে, তার অনেকটাই নির্ধারণ করবে এই আসরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা।

বিশ্বকাপ জিতে কত টাকা পেল স্পেন

স্পোর্টস ডেস্ক : ফিফা আগেই জানিয়েছে, এবারের বিশ্বকাপে প্রাইজমানি ছাড়িয়ে যাবে অন্য সব আসরকে। তাই প্রাইজমানি নিয়ে আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় শিরোপা ঘরে তোলে স্পেন। ভক্তদের মনে তখন থেকে কৌতূহল, কত টাকা পাচ্ছে লা রোজারা? চ্যাম্পিয়ন হিসেবে স্পেন পেয়েছে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৬১৫ কোটি টাকা। এর সঙ্গে অংশগ্রহণ ও প্রস্তুতি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ যুক্ত হয়ে মোট প্রাপ্তি আরও বাড়ে।

অন্যদিকে, রানার্সআপ হওয়া আর্জেন্টিনাও পেয়েছে বড় অঙ্কের অর্থ। তাদের প্রাপ্তি ৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বাংলাদেশি টাকায় যা প্রায় ৪০৬ কোটি টাকা। প্রস্তুতি ভাতা যুক্ত করলে এই অঙ্ক আরও বাড়বে। তৃতীয় স্থান অর্জন করা ইংল্যান্ডের প্রাইজমানি ২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩৫৭ কোটি টাকা। চতুর্থ হওয়া ফ্রান্সের জন্য বরাদ্দ ২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা প্রায় ৩৩২ কোটি টাকার সমান। প্রাইজমানির বাইরে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলকে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই প্রস্তুতি, ভ্রমণ, আবাসন ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করে দিয়েছে ফিফা। ফলে বিশ্বকাপের মূল মঞ্চে ওঠা কোনো দলই আর্থিক দিক থেকে খালি হাতে ফিরছে না।

যুক্তরাষ্ট্রেই বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখেছে ৬৩ মিলিয়ন দর্শক

বাংলাদেশ ডেস্ক : উত্তর আমেরিকায় আয়োজিত এবারের ফুটবল বিশ্বকাপ মাঠের উত্তেজনার পাশাপাশি টেলিভিশন দর্শকের ক্ষেত্রেও গড়েছে নতুন ইতিহাস। নিউজার্সিতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে স্পেনের শিরোপা জয়ের ম্যাচটি

যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৬ কোটি ৩০ লাখ (৬৩ মিলিয়ন) দর্শক সরাসরি টিভি ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে উপভোগ করেছেন। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ফুটবলকে যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয় করার যে চেষ্টা চলছে, এই অভূতপূর্ব দর্শকপ্রিয়তা তারই একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। মঙ্গলবার সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান ফক্স জানায়, স্পেন-আর্জেন্টিনা ফাইনাল ম্যাচটি যুক্তরাষ্ট্রে ৩ কোটি ৮৯ লাখ ৩৭ হাজার দর্শক দেখেছেন। একপর্যায়ে দর্শকসংখ্যা সর্বোচ্চ ৫ কোটি ১৬ লাখ ৮৫ হাজারে পৌঁছায়। নিলসেন মিডিয়া রিসার্চ-এর তথ্য অনুযায়ী, এটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ইংরেজি ভাষায় সম্প্রচারিত সবচেয়ে বেশি দর্শক দেখা ফুটবল ম্যাচের নতুন রেকর্ড গড়েছে। অন্যদিকে, স্প্যানিশ ভাষার সম্প্রচারকারী টেলেমুন্দোর প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, তাদের সম্প্রচারে ম্যাচটি দেখেছেন ২ কোটি ২৬ লাখ দর্শক। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে দুই ভাষার সম্প্রচার মিলিয়ে ফাইনাল ম্যাচটি ৬ কোটিরও বেশি মানুষ উপভোগ করেছেন। বিশ্বকাপের এই আসরে কেবল ফাইনালই নয়, নকআউট পর্বের বেশ কয়েকটি ম্যাচ আমেরিকার প্রচলিত জনপ্রিয় খেলাগুলোর ফাইনাল ম্যাচকে দর্শকপ্রিয়তায় পেছনে ফেলেছে। ইংল্যান্ড বনাম মেক্সিকো মধ্যকার রাউন্ড অব সিক্সটিনের ম্যাচটি উপভোগ করেন প্রায় ৪৫ মিলিয়ন মানুষ। এদিকে এমএলবি ওয়ার্ল্ড সিরিজের (গেম ৭) দর্শক সংখ্যা ২৭ মিলিয়ন এবং এনবিএ ফাইনালসের (গেম ৫) দর্শক। এসবের তুলনায় ফুটবল বেশি লোকই দেখেছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের সুপার বোলের ১২৬ মিলিয়ন দর্শকের রেকর্ড এখনো অতিক্রম করতে পারেনি ফুটবল বিশ্বকাপের এই দর্শকসংখ্যা। তবে বাস্কেটবল, বেসবল ও আমেরিকান ফুটবলের মতো জনপ্রিয় খেলাধুলার আধিপত্যের মধ্যে ফুটবলের এই উত্থানকে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন ক্রীড়া বিশ্লেষকরা।

প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগের আহ্বান

(শেষ পাতার পর)

মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করতে বর্তমানে দীর্ঘ সময় লাগে। এই জটিলতা কমাতে সরকার অনলাইন-ভিত্তিক সেবা চালুর মাধ্যমে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সহজ করার উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন দপ্তরে বারবার যেতে না হয়। মন্ত্রী আরও বলেন, শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ দূর করতে সরকার কাজ করছে।

মতবিনিময় সভায় তিনি সিলেট-১ আসনের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের বিষয়েও প্রবাসীদের অবহিত করেন। পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় প্রবাসীদের বিনিয়োগ ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর আহ্বান জানান।সভায় প্রবাসীরা ঢাকা-নিউ-ইয়র্ক রুটে বাংলাদেশ বিমানের সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালু, প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্মনিবন্ধন সংশোধনের জটি-লতা নিরসন, সিলেট অঞ্চলে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং রেল যোগাযোগের উন্নয়নসহ বিভিন্ন দাবি মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন।

বিএনপির কেন্দ্রীয় সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএন-পির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লুর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট. বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমুল হোসেন কুনু, সাবেক সহ-সভাপতি সোলায়মান ভূঁইয়া, মঞ্জুর চৌধুরী ও আনোয়ার হোসেন, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূঁইয়া, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রিজিয়া পারভীন, বিএনপি নেতা হেলাল উদ্দিন, মোশাররফ হোসেন সবুজ, আব্দুস সবুর, এবাদ চৌধুরী, ইমরান শাহ রণ, তোফায়েল চৌধুরী লিটন, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, আহবাব চৌধুরী খোকন, এমলাক হোসেন, আলহাজ বাবর উদ্দীন, গোলাম হোসেন, দেওয়ান কাওসার, যুবদল নেতা জাকির এইচ. চৌধুরী, যুবদলের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবু সাঈদ আহমেদ, মো. মনির, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, মাকসুদ এইচ. চৌধুরী, সাইফুর খান হারুন প্রমুখ।

‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ দিচ্ছে বিনামূল্যে কাপড় শুকানোর ড্রায়ার

(শেষ পাতার পর)

কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান দিচ্ছে। এইউপি ড্রায়ার পেতে একটি আবেদনপত্র পূরণ করতে হবেআগ্রহীদেরকে। এজন্য প্রয়োজন হবে ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস বিলের কপি ও ইনকাম ট্যাক্সের ১০৪০ এর প্রথমপাতা অথবা পে-স্টারের সাম্প্রতিক চারটি কপি। এছাড়া ড্রায়ার যেখানে স্থাপন করা হবে সেই স্থানের ছবি ও ইলেকটিক প্যানেলের উল্লেখ থাকতে হবে। শুধুমাত্র ২৪ ইঞ্চি মডেলের ড্রায়ার বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে। কেউ ২৭ ইঞ্চি মডেলের ড্রায়ার নিতে আগ্রহী হলে এজন্য তাকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতে হবে বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির মালিক তোফায়েল চৌধুরী লিটন ।

এছাড়া এয়ারকন্ডিশন এবং হিটিং সিস্টেম সু-বিধাও প্রদান করে আসছে ‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’। তোফায়েল চৌধুরী লিটন তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গ্রি-ম্যাকানিকালের মাধ্যমে সেবা প্রদান করছেন অন্যান্য কমিউনিটিকেও। তবে বাংলাদেশীরা ব্যাপকহারে সেবা নিচ্ছেন ‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ থেকে। প্রতিষ্ঠান-টির উন্নতমানের, অত্যাধুনিক ও পরিবেশসম্মত ঘরে কাপড় শুকানোর জন্য ফ্রি ড্রায়ার সেবা ইতোমধ্যে বিশ্বস্থতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ইয়াংকার্সে অবস্থিত বাংলাদেশি মালিকানাধীন এই বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি তাদের কর্ম ও সেবায় গত কয়েক বছরে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি কমিউনিটি ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারায় অর্জন করেছে ব্যাপক সুনাম। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি-আমেরিকান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মূলধারার রাজনীতিক তোফায়েল চৌধুরী লিটনের মালিকানাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান ‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ সরকারি অনুদানে সুবিধা দিচ্ছে। একই সাথে দিচ্ছে গ্যারান্টি।

প্রবাসী বাংলাদেশীরা নানাবিধ ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত থাকলেও বড় ধরণের ইলেকট্রোনিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে। সেদিক থেকে তোফায়েল চৌধুরী লিটন বলতে গেলে পাইওনিয়ার। নিউইয়র্ক সিটি সংলগ্ন ওয়েস্ট চেস্টার কাউন্টির ইয়ংকার্সে ছোট ২ ভাইকে সাথে নিয়ে ৬ বছর আগে ‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ চালু করেন তোফায়েল চৌধুরী লিটন। ফলে কোন ধরণের সমস্যা হলে তাৎক্ষণিক মেরামতের সুবিধা পাচ্ছেন গ্রাহকরা। তোফায়েল চৌধুরী জানান, বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি থেকে প্রতি পরিবারকে রিবেট দেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সবার উচিত এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা। এজন্য তারা এখনই যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিকে সহযোগিতা বা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬ বছর আগে নিউইয়র্কের ইয়াংকার্সে এই প্রতিষ্ঠান চালু করেন তোফায়েল চৌধুরী। তাদের কেন্দ্রিয় অফিস বা প্রতিষ্ঠান ইয়াংকার্সে হলেও নিউইয়র্কের সর্বত্র এই কাজ করেন তারা। লং আইল্যান্ড এবং ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতেও রয়েছে অফিস। তিনি বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটির যারা এখনও বাসায় এই ফ্রি ড্রয়ার লাগাননি তারা এখনি তা নিতে চাইলে আমরা পেতে সাহায্য করব। আমাদের স্টক সীমিত। সময়ও সীমিত। এখনো এই সুযোগ যারা গ্রহণ করেননি, তাদের আগাম বুকিং দেয়ারও আহবানও জানান তিনি।বৃহত্তর সিলেটের সন্তান ও সফল ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী জানান, এটি মূলত নিউইয়র্ক সিটির প্রজেক্ট। এই প্রজেক্ট চালু করা হয় নিউইয়র্ক সিটিতে গ্রিন সিটি করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। অন্য কমিউনিটির লোকজন গ্রহণ করছে এই সুযোগ।

নিউইয়র্কের ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির ইয়ংকার্সে বাংলাদেশি মালিকানাধীন নতুন ইলেকট্রিক ও এইচভিএসি সরঞ্জাম সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ‘নর্থ অ্যামেরিকা ইএইচভিএসি ইলেকট্রিক্যাল হোলসেল’ আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছে । গত ১০ মে, ১৮-৭২ সেন্ট্রাল পার্ক অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত নতুন এই হোলসেল শপ ও শোরুমের উদ্বোধন করা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী, কমিউনিটির বিশিষ্টজন ও পেশাজীবীদের উপস্থিতিতে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তারা মানসম্মত পণ্য, প্রকৌশল সহ-ায়তা এবং গ্রাহকবান্ধব সেবা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স পরিচালিত নতুন এই প্রতিষ্ঠানটি উত্তর আমেরিকাজুড়ে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ইলেকট্রিক ও এইচভিএসি সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনায় তোফায়েল চৌধুরী লিটনকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করছেন তার দু’ই অনুজ সাইমন চৌধুরী ও ফরহাদ চৌধুরী। বিস্তারিত যোগাযোগের জন্যে ৯১৪-২২২-৯৪৭৭ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন তোফায়েল চৌধুরী।

কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই সরকারের ভিশন

(৪০ পাতার পর)

আর বেগম খালেদা জিয়ার গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এগিয়ে যাচ্ছে। এই সরকার জবাবদিহির সরকার।

রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী বলেন, রেমিটেন্স পাঠিয়ে প্রবাসীরা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছেন। সেজন্য প্রবাসীদের অধিকার আদায়ে ন্যায্য হিসসা আদায় করতে হবে। প্রবাসীদের স্টক হোল্ডারর্স নিতে হবে। এসব নিয়ে সরকারের পলিসিমেকারদের সাথে বসতে হবে, কথা বলতে হবে। দেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের আরো এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি প্রবাসীদেরর যথাযথ সম্মান দিতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থান করছেন। এরকম হাম্বল, মানবিক প্রধানমন্ত্রী-ই তো দেশের মানুষ চেয়েছেন, আমরা পেয়েছিও। তাই প্রধানমন্ত্রীর সাথে বা আশেপাশে যারা থাকেন তাদেরও আচরণ প্রধানমন্ত্রীর মতো আশা করেন দেশের মানুষ।

ড. গোলাম রব্বানী বলেন, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের উন্নয়নে পরিবর্তন আনতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সরকারের অন্যতম প্রধান কর্মসূচী হচ্ছে 'ওয়ান ভিলেজ, ওয়ান ইন্ডাষ্টি'। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের সহযোগী হচ্ছে ডায়াসপারা কমিউনিটি। কেননা, দেশের অনেক মানুষ এক যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন, দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। তাদের অধিকাংশ রেমিটেন্স যাচ্ছে গ্রামে। আর তাই দেশকে এগিয়ে নিতে হলে দেশের প্রতিটি গ্রামকে শিল্পে পরিণত করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন গ্রামের মানুষের মন-মানসিকতা, আচার-আচরণ আর চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তনের পাশাপাশি সরকারকে সহযোগিতার মনোভাব।

মিজান চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে। নতুন সরকার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এরমধ্যে 'ওয়ান ভিলেজ, ওয়ান ইন্ডাষ্ট্রি' একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। আমরাও প্রবাস থেকে সরকারের যেকোন ভালো উদ্যোগে সহযোগিতা করতে চাই। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। বিশেষ করে আইসিটি-কে শক্তিশালী করার পাশাপাশি দেশের মানব সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে।

সেমিনারে গ্লোবাল বাংলাদেশ এলায়েন্স (জিবিএ)-এর মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি ও মোর্শেদ বিলু সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে নাঈম আহমেদ, হারুন সরকার, তৌফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মজনু মিয়া, মানিক দেলোয়ার, এম এ মামুন, রফিক এ খান, নাহিদ মোল্লা, মোস্তাফিজুর রহমান মামুন, শরিফুল ইসলাম, নয়ন আহমেদ, মেহেদী হাসান, মেহেরুন নিতা, শফি চৌধুরী, মহসিন শিকদার, আলী রাজাই, রাশিদ শিকদার, মজনু মিয়া, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ সহ কয়েকজন ভিনদেশী অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ভোটের বছরে বিএনপি'র আয় ব্যয় দুটোই বেড়েছে

ঢাকা : নির্বাচনে কমিশনে (ইসি) আয় ও ব্যয়ের হিসাব জমা দিয়েছে বিএনপি। ভোটের বছরে গতবারের তুলনায় বিএনপি'র আয় ও ব্যয়- দুটোই বেড়েছে। রোববার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে দলের একটি প্রতিনিধিদল ইসি'র সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের কাছে ২০২৫ পঞ্জিকা বছরের আর্থিক বিবরণী জমা দেয়। ইসিতে হিসাব জমা দিয়ে রিজভী জানান, ২০২৫ সালে বিএনপি'র আয় করেছে ২২ কোটি ১৯ লাখ ৫৫ হাজার ১৮২ টাকা; আর ব্যয় করেছে ১৫ কোটি ২৬ লাখ ১০ হাজার ৮৫৭ টাকা। রিজভী আরও জানান, প্রারম্ভিক স্থিতি ছিল ২১ কোটি ১৩ লাখ ৯৭ হাজার ৩৫ টাকা। বর্তমানে দলের ব্যাংকে মোট গচ্ছিত রয়েছে ২৮ কোটি ৪ লাখ ৭১ হাজার ৬৮০ টাকা। এ ছাড়া, হাতে নগদ রয়েছে ২ লাখ ৭৯ হাজার ৭০০ টাকা। সবমিলিয়ে বিএনপি'র তহবিলে সর্বমোট ২৮ কোটি ৭ লাখ ৩৬০ টাকা রয়েছে। সূত্র জানায়, আগের বছর ২০২৪ সালে বিএনপি আয় দেখিয়েছিল ১৫ কোটি ৬৫ লাখ ৯৪ হাজার ৮৪২ টাকা; ব্যয় হয়েছিল ৪ কোটি ৮০ লাখ ৪ হাজার ৮২০ টাকা। আয় ও ব্যয়ের খাতের বিষয়ে বিএনপি'র কোষাধ্যক্ষ এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত জানান, নির্বাহী কমিটির চাঁদা, বই-পুস্তক বিক্রয়, প্রাথমিক সদস্য ফরম বিক্রয়, মনোনয়ন ফরম বিক্রয়, বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান এবং ব্যাংক থেকে অর্জিত সুদসহ এ আয় হয়েছে।

আর দলের সারা বছরের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, বিভিন্ন বন্যাকবলিত জেলায় ত্রাণ বিতরণ, পোস্টার-লিফলেট ছাপানো, দলীয় প্রয়োজনে গাড়ি কেনা, বিভিন্ন জনসভায় খরচ, আলোচনা সভায় হলভাড়া সহ অন্যান্য খরচ, পত্রিকায় ক্রোড়পত্র ছাপানো, রমজানের ইফতার মাহফিল এবং অফিসিয়াল কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন এবং দুস্থ নেতাকর্মীদের সহায়তা প্রভৃতি খাতে ব্যয় হয়েছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) অনুযায়ী, নিবন্ধিত প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জন্য প্রতি বছর ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে পূর্ববর্তী পঞ্জিকা বছরের আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্ট ইসিতে জমা দেয়া বাধ্যতামূলক। কোনো দল পর পর তিন বছর হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হলে ইসি চাইলে তাদের নিবন্ধন বাতিল করতে পারে। আর দলের সারা বছরের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, বিভিন্ন বন্যাকবলিত জেলায় ত্রাণ বিতরণ, পোস্টার-লিফলেট ছাপানো, দলীয় প্রয়োজনে গাড়ি কেনা, বিভিন্ন জনসভায় খরচ, আলোচনা সভায় হলভাড়া সহ অন্যান্য খরচ, পত্রিকায় ক্রোড়পত্র ছাপানো, রমজানের ইফতার মাহফিল এবং অফিসিয়াল কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন এবং দুস্থ নেতাকর্মীদের সহায়তা প্রভৃতি খাতে ব্যয় হয়েছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) অনুযায়ী, নিবন্ধিত প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জন্য প্রতি বছর ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে পূর্ববর্তী পঞ্জিকা বছরের আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্ট ইসিতে জমা দেয়া বাধ্যতামূলক। কোনো দল পর পর তিন বছর হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হলে ইসি চাইলে তাদের নিবন্ধন বাতিল করতে পারে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

কুমিল্লা-২'র এমপি অধ্যাপক সেলিম ভূইয়াকে সংবর্ধনা

(শেষ পাতার পর)

সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম ভূইয়া এমপি বলেছেন, আমি আপনাদের দাবি-দাওয়া শুনেছি। আমি দেশে গেলে আপনাদের দাবি-দাওয়া সংসদে এবং প্রধানমন্ত্রীর তারেক রহমানের কাছে তুলে ধরবো। আমি বলবো আপনারা ধৈর্য্য ধরুন, প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই আপনাদের দাবি পূরণ করবেন। গত ২০ জুলাই সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর কুমিল্লাবাসী আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন।

সংবর্ধনা কমিটির আহবায়ক, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সংবর্ধনা সভার সদস্য সচিব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, যুগ্ম সদস্য সচিব মোহাম্মদ আল আমিন, সাইদুজ্জামান রিঙ্কুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড্যাবের যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. সরওয়ার হোসেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাকেত সহ সভাপতি এমদাদুল হক কামাল, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি মাওলানা অলিউল্যাহ আতিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান সাঈদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আল আমিন সুমন, অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়কারী মাহমুদুল হক মুরাদ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, কামাল উদ্দিন হারুণ, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সভাপতি ইউনূছ সরকার, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, বদরুল হক আজাদ, মোতাহার হোসেন, আলমগীর খান, ফারুক হোসেন মজুমদার, ফারুক চৌধুরী, সফিকুর রহমান দুলাল, রইস উদ্দিন, মনির হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সিনিয়র সহ সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, আবুল হোসেন, মোফাজ্জল হোসেন বসির, প্রফেসর মনির খান, কামরুল হাসান, শাপলা ওয়েলফেয়ারের প্রেসিডেন্ট মোস্তাফা রিপন, রুহুল আমিন, ইঞ্জিনিয়ার মাইন উদ্দীন মিয়াজি, ওয়ালি উদ্দিন সরকার প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম ভুইয়া এমপি প্রবাসীদের দাবির কথা বলতে গিয়ে বললেন আমাদের শিক্ষামন্ত্রী আমাকে ডাকেন দাবি ভূইয়া বলে। কারণ আমি সংসদে এবং সংসদের বাইরে আমার এলাকা এবং সারা বাংলাদেশের শিক্ষকদের সমস্যার কথা তুলে ধরি। তিনি বলেন, আমরা কাজই হচ্ছে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করা। তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, যখন এলাকায় নেতা ছিলো না, অনেকেই বিদেশে ছিলেন, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঐ সময় আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন রাজপথ দখলের জন্য, আমরা মাঠে না নামলে আন্দোলন সফল হতো না। সেজন্য তিনি আমাকে প্রতিদানও দিয়েছিলেন, ২০০৮ সালে ঢাকা-৫ আসন থেকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন কিন্তু নির্বাচন করা হলো না। তারই সুযোগ্য সন্তান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, আগামী ভবিষ্যত তারেক রহমান আমাকে পুরো কুমিল্লার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমার উপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন কুমিল্লার ২২টি আসনের। আমি যাকে যোগ্য মনে করেছি, তার পক্ষে মতামত দিয়েছি। কারণ নেতা বলেছিলেন সব আসনের দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে। দলে বা এলাকায় যারা আমার বিরোধীতা করেন বা করছেন আমি দলের স্বার্থে তাদের জন্যও সু-পারিশ করেছি। আমার নেতা তারেক রহমান আমাকে দলের সাংগঠনিক পদের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি তা রক্ষা করার চেষ্টা করেছি নি:স্বার্থে।

তিনি আন্দোলনে প্রবাসীদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। সেই সাথে রেমিটেন্স পাঠানোর জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আপনাদের অবদান ভুলে গেলে চলবে না। তিনি বলেন, ধৈর্য্য ধরুণ নেতা সঠিক সময়ই আপনাদের মূল্যায়ন করবেন। আপন-ারা ঐক্যেবদ্ধ থাকেন। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন কার্ড প্রকল্প শুরু করেছেন। ইমাম-মুয়াজ্জেন এবং পুরহিতদের বেতন ভাতা দেয়া শুরু করেছেন। এই রুটে বিমান চালু করা নিয়ে বলবো। প্রধানমন্ত্রী নিজেই বিভাগের কথা বলেছেন, এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এখন আমাদের এলাকার রাজনৈতিক মুরব্বী। আমরা আগামীতে তাকে শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাই, যেহেতু তিনি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক এবং শিক্ষা নিয়ে কাজ করছেন। আব্দুল লতিফ সম্রাট বলেন, তারেক রহমানের সরকারকে আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। নিজেদের আসন ঠিক রাখুন, তারপর বিএনপিকে ভয় দেখান।জিল্লুর রহমান জিল্লু প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানান প্রবাসীদের লাশ বিনা পয়সায় দেশে নেয়্রা জন্য। সভাপতি মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম অনুষ্ঠানকে সফল এবং স্বার্থক করার জন্য সকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে কোরআন তেলওয়াত করেন সৈয়দ আব্দুল মতিন।

প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করার উদ্যোগ ইসির

(শেষ পাতার পর)

প্রবাসীদের বায়োমেট্রিক তথ্য সরাসরি আপলোড করা হবে। এতে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার একটি ধাপ কমে যাবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। বুধবার (২২ জুলাই) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এক ব্রিফিংয়ে ইসি সচিব আখতার আহমেদ এ তথ্য জানান। ইসি সচিব বলেন, 'প্রবাসীদের ভোটার নিবন্ধনের প্রক্রিয়া ছিল টু স্টেপ। প্রবাসীরা ফর্ম জমা দেওয়া ও বায়োমেট্রিক দেওয়ার পর তা তদন্তের জন্য আমাদের কাছে আসতো। তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর সেটি আপলোড হতো। এখন আমরা বলছি, আপনারা বায়োমেট্রিক তথ্য সরাসরি আপলোড করে দেবেন। আমরা এখান থেকে তদন্ত করে যথার্থতা পেলে অনুমোদন দিয়ে দেব। এতে একটি ধাপ কমে যাবে।' তিনি জানান, ভোটার এলাকা পরিবর্তনের (মাইগ্রেশন) আবেদন এখন থেকে সম্পূর্ণ অনলাইনে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ সেবার জন্য নির্ধারিত সংশোধন ফি নেওয়া হবে।

এনআইডি নবায়নের বিষয়ে ইসি সচিব বলেন, ১৫ বছর পর জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নবায়নের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরমে পরিবারের সদস্যদের তথ্য (ফ্যামিলি ট্রি) দেওয়ার বিধান যুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে। এর মাধ্যমে তথ্যের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা হবে। তিনি আরও বলেন, জেএসসি, এসএসসি বা অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষার সনদে থাকা জন্মতারিখের ভিত্তিতে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তারা সংশোধনের ক্ষমতা পাবেন। বর্তমানে জন্মতারিখ সংশোধনের কাজ কেন্দ্রীয়ভাবে করা হয়। ইসি সচিব জানান, বর্তমানে ১৬ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের তথ্য সংগ্রহ করা হয় এনআইডির জন্য। ১৮ বছর বয়সে পৌঁছানোর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তারা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। এর আগে এসব তথ্য ডরমেন্ট অবস্থায় থাকে। তিনি বলেন, তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম আরও নিচের স্তরে নেওয়া যায় কি না, তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এটি এসএসসি, অষ্টম শ্রেণি বা প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী নিবন্ধনের মাধ্যমে করা হবে কি না, সে বিষয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

নিউইয়র্কে ভাড়াটিয়াদের সুরক্ষায় মেয়র মামদানি

(শেষ পাতার পর)

মেয়র জোহরান কওয়ামে মামদানি। ১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার লোয়ার ম্যানহাটনের ঐতিহাসিক টেনেমেন্ট মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম 'রেন্টাল রিপঅফ রিপোর্ট (আর-আরআর)' প্রকাশ করেন। হাজারো ভাড়াটিয়ার সাক্ষ্য, অভিযোগ ও মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তুত এই প্রতিবেদনে আবাসন খাতে ব্যাপক সংস্কারের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। নিউইয়র্কে ভাড়াটিয়াদের সুরক্ষায় ঐতিহাসিক উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রথম 'রেন্টাল রিপঅফ রিপোর্ট' প্রকাশ করলেন মেয়র মামদানি। খারাপ বাড়িওয়ালাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, প্রতিটি হিট কমপ্লেইন্টে বাধ্যতামূলক তদন্ত, ভাড়াটিয়া ইউনিয়নের আইনি স্বীকৃতি ও ভাড়া বাজারে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের ঘোষণা দিয়েছেন।

মেয়র মামদানি বলেন, একটি শহরের মর্যাদা নির্ভর করে তার নাগরিকদের নিরাপদ ও সম্মানজনক বাসস্থানের ওপর। কিন্তু এখনও বহু নিউইয়র্কবাসী উচ্চ ভাড়া পরিশোধ করেও তেলাপোকা, ছত্রাক, ভাঙা লিফট, ফুটো পাইপ, শীতকালে পর্যাপ্ত তাপের অভাব এবং অবহেলিত ভবনে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। এসব সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতেই তার প্রশাসন এই নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ভাড়াটিয়াদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি রিপোর্ট করা হয়, মেয়র জানান, ক্ষমতায় আসার পর গত চার মাসে নিউইয়র্ক সিটির পাঁচটি বরোতে প্রথমবারের মতো রেন্টাল রিপঅফ হিয়ারিংস অনুষ্ঠিত হয়। এসব শুনানিতে ২,৩০০-এরও বেশি ভাড়াটিয়া অংশ নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা, অভিযোগ ও পরামর্শ তুলে ধরেন। সেই সব সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই বর্তমান 'রেন্টাল রিপঅফ রিপোর্ট' তৈরি হয়েছে।তিনি বলেন, এই রিপোর্ট কোনো আনুষ্ঠানিক নথি নয়; এটি হাজারো নিউইয়র্কবাসীর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। যারা নিজেদের কষ্টের কথা বলেছেন, তাদের কণ্ঠস্বরই আমাদের নীতিনির্ধারণের ভিত্তি।চারটি প্রধান কর্মসূচি-মেয়র মামদানি জানান, নতুন পরিকল্পনা চারটি প্রধান ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।আবাসনের মানোন্নয়ন এর ব্যাপারে বলা হয়, প্রথমবারের মতো নিউইয়র্ক সিটিতে জমা পড়া প্রতিটি হিট কমপ্লেইন্ট (গরমের ব্যবস্থা না থাকা সংক্রান্ত অভিযোগ) তদন্ত করবেন হাউজিং ইন্সপেক্টররা।

এছাড়া বাসিন্দারা নির্ধারিত সময়ে ইন্সপেক্টর না পেলে নিজের সুবিধামতো সময়ে পুনরায় পরিদর্শনের সময় নির্ধারণ করতে পারবেন। মোল্ড, তেলাপোকা, ইঁদুর, ভাঙা লিফট এবং অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যার বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হবে। শুধু দেয়ালে রং করে ছত্রাক ঢেকে দেওয়া আর চলবে না; সমস্যার মূল কারণ দূর করতেই বাড়িওয়ালাদের বাধ্য করা হবে।খারাপ বাড়িওয়ালাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার কথা বলা হয়। প্রশাসন ফিক্স দ্য সিটি নামে নতুন একটি অভিযান শুরু করবে। এর আওতায় দীর্ঘদিন ধরে আইন লঙ্ঘনকারী ও অবহেলাকারী বাড়িওয়ালাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে কাগজে-কলমে পরিচালিত ভবন নিবন্ধন, অভিযোগ ও জরিমানার পুরো প্রক্রিয়া ডিজিটাল করা হবে, যাতে পুনরাবৃত্ত অপরাধীদের দ্রুত শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং সৎ বাড়িওয়ালারাও সুবিধা পান। ভাড়াটিয়াদের ক্ষমতায়ন এর উপর জোর দেয়া হয়েছে। মেয়র ঘোষণা দেন, নিউইয়র্ক সিটিতে ট্যানেন্ট ইউইনয়ন -কে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হবে। ফলে ভাড়াটিয়ারা সংগঠিত হয়ে বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে হয়রানি বা উচ্ছেদের ভয় দেখানো যাবে না। সংগঠিত ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে সিটি প্রশাসন সরাসরি কাজ করবে এবং প্রয়োজনে সমস্যাগ্রস্ত ভবনের মালিকানা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তরের উদ্যোগও নেওয়া হবে।ভাড়া বাজারে স্বচ্ছতা আনার উপর জোর দেয়া হয়েছে। অনলাইনে ভুয়া বা বিভ্রান্তিকর ভাড়ার বিজ্ঞাপন বন্ধে নতুন নিয়ম আনা হবে।যদি কোনো অ্যাপার্টমেন্টের ছবি বা ভিডিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বা ডিজিটালি পরিবর্তন করা হয়, তাহলে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এতে ভাড়াটিয়ারা প্রতারণার শিকার হবেন না এবং বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আগেই জানতে পারবেন।

ফিক্স দ্য সিটি ও এনফোর্সমেন্ট ডেস-হাউজিং প্রিজারভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এইচপিডি)-এর কমিশনার ডিনা লেভি জানান, ফিক্স দ্য সিটি কর্মসূচির পাশাপাশি এনফোর্সমেন্ট ডেস নামে আরেকটি নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।এর আওতায় সংগঠিত ভাড়াটিয়া সমিতির অভিযোগের ভিত্তিতে একটি ভবনের ছাদ থেকে বেজমেন্ট পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ পরিদর্শন করা হবে। এতে দীর্ঘদিনের আইন লঙ্ঘন ও নিরাপত্তা ঝুঁকি দ্রুত শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

সরকারের নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে ভাড়াটিয়ার কথা বলা হয়েছে। মেয়রের অফিস টু প্রোটেক্ট টেন্যান্টস-এর নির্বাহী পরিচালক সিয়া উইভার বলেন, এই রিপোর্ট শুধু একটি নীতিপত্র নয়; এটি হাজারো ভাড়াটিয়ার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। তিনি জানান, রিপোর্টে যেসব সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য আইন পরিবর্তনের প্রয়োজন, সেগুলো নিয়ে ইতোমধ্যে সিটি কাউন্সিলের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে।বাড়িওয়ালাদের জন্যও সহায়তার পরিকল্পনাও রয়েছে। মেয়র মামদানি বলেন, সব বাড়িওয়ালাই খারাপ নন। বিশেষ করে সাশ্রয়ী আবাসনের অনেক মালিক ক্রমবর্ধমান বীমা ব্যয়ের কারণে সমস্যায় পড়েছেন। তাই প্রশাসন তিন বছরে ১০০ মিলিয়ন ডলারের একটি সিটি-সমর্থিত বীমা তহবিল গঠন করছে, যাতে সৎ বাড়িওয়ালারা কম খরচে বীমা সুবিধা পেয়ে ভবনের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন।

দাবানলের ধোঁয়া নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন মেয়র। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই মেয়র কানাডার দাবানলের ধোঁয়ায় নিউইয়র্কের বায়ুদূষণ বেড়ে যাওয়ায় নাগরিকদের সতর্ক করেন।তিনি জানান, বায়ুর মান অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাই সবাইকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাইরে না যাওয়া, কষ্টসাধ্য শারীরিক কাজ এড়িয়ে চলা এবং প্রয়োজনে কঘ৯৫ মাস্ক ব্যবহার করার আহ্বান জানান। শহরের লাইব্রেরি, পুলিশ প্রিসিঙ্কট ও ফায়ারহাউসে বিনামূল্যে কঘ৯৫ মাস্ক বিতরণ করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।আবাসন নীতিতে নতুন অধ্যায় হিসাবে এটিকে অ্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, রেন্টাল রিপঅফ রিপোর্ট নিউইয়র্ক সিটির আবাসন নীতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। ভাড়াটিয়াদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নীতি প্রণয়ন, বাড়িওয়ালাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ভাড়াটিয়াদের আইনি সুরক্ষাড়্সব মিলিয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে শহরের আবাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে পারে।

মেয়র মামদানি বলেন, "নিউইয়র্কের প্রতিটি মানুষের অধিকার একটি নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও বাসযোগ্য ঘরে বসবাস করা। সেই অধিকার নিশ্চিত করাই আমাদের সরকারের দায়িত্ব, এবং আমরা সেই দায়িত্ব পালন করব।"

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী হিসেবে অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীর অনুমোদন

(শেষ পাতার পর)

আবেদন উপস্থাপন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মক্কেলের পক্ষে আদালতে উপস্থিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি জানিয়ে তিনি এটিকে তাঁর পেশাজীবনের একটি গর্বের মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে মঈন চৌধুরী লিখেছেন, "আমেরিকার সর্বোচ্চ আদালত Supreme Court of the United States-G Admitted Attorney at Law হিসেবে আমি গর্বিত।"

যুক্তরাষ্ট্রের আইনি ব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে অনুমোদন পাওয়া একটি মর্যাদাপূর্ণ পেশাগত স্বীকৃতি। এ অনুমোদন পেতে একজন আইনজীবীকে সাধারণত অন্তত তিন বছর কোনো অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতের বারে সুনামের সঙ্গে আইন পেশায় থাকতে হয়। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টে আগে থেকেই অনুমোদিত দুইজন আইনজীবীর সুপারিশ, নির্ধারিত আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন এবং শপথ গ্রহণের মতো আনুষ্ঠানিক ধাপ অতিক্রম করতে হয়। অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী নিউইয়র্ক, মিশিগানে সহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির পরিচিত আইনজীবীদের একজন। অভিবাসন আইনসহ বিভিন্ন আইনি বিষয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে সেবা দিয়ে আসছেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মক্কেল রয়েছে এবং বিভিন্ন সামাজিক ও কমিউনিটি কার্যক্রমেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁর এই অর্জনের খবর প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সহকর্মী আইনজীবী, কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অনেকেই এটিকে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বাংলাদেশি আইনজীবীদের জন্য একটি অনুপ্রেরণাদায়ক অর্জন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাংলদেশি কমিউনিটির নেতাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্তি একজন অ্যাটর্নির পেশাগত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং সুনামের গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি। যদিও দেশটির সর্বোচ্চ আদালতে প্রতিবছর তুলনামূলকভাবে অল্পসংখ্যক মামলার শুনানি হয়, তবুও সেখানে আইনজীবী হিসেবে অনুমোদন পাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের আইন পেশায় একটি সম্মানজনক অর্জন হিসেবে বিবেচিত হয়।

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি অর্ধেকে

(শেষ পাতার পর)

আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। ২০ জুলাই সোমবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে জাতীয় বক্তব্য প্রদানকালে মন্ত্রী এ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন শেখ রবিউল আলম। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী মন্ত্রী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মদশক (২০২১-২০৩০)-এর বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা জোরদারে আইনি, নীতিগত ও প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। তিনি জানান, সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) গতিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, দুর্ঘটনার পর দ্রুত জরুরি সেবা নিশ্চিতকরণ এবং বিশেষ করে পথচারীদের নিরাপত্তা জোরদারে মহাসড়কে লক্ষ্যভিত্তিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে। মন্ত্রী আরো বলেন, সেইফ সিস্টেম অ্যাপ্রোচ এবং আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার আলোকে ২০২৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে একটি সমন্বিত সড়ক নিরাপত্তা আইন চূড়ান্ত করে তা অনুমোদন ও প্রণয়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সড়ক নিরাপত্তাকে জাতীয় রাজনৈতিক অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা, কার্যকর অংশীদারিত্ব এবং সবার সম্মিলিত দায়িত্বশীলতা অপরিহার্য। তিনি সকল সড়ক ব্যবহারকারীর জন্য নিরাপদ, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নবিষয়ক জাতিসংঘের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী এবং বাংলাদেশ রোড সেফটি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ শব্বির হাসান খান।

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
IRS e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

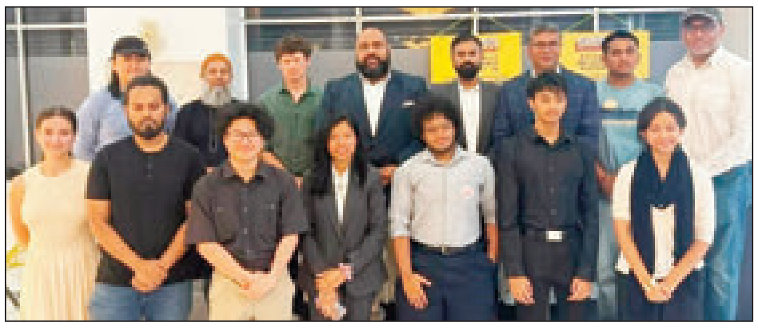

শামসুল হকের নির্বাচন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন

(শেষ পাতার পর)

ব্যবধানে হেরে গেছেন বাংলাদেশি আমেরিকান প্রার্থী শামসুল হক। এক মাসেরও কম সময় ধরে চলা ভোট গণনা, ব্যালট যাচাই এবং ম্যানুয়াল পুনর্গণনা শেষে প্যাট্রিক মার্টিনেজকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।

চূড়ান্ত পুনর্গণনায় প্যাট্রিক মার্টিনেজ পেয়েছেন ২ হাজার ৭৮৪ ভোট। শামসুল হক পেয়েছেন ২ হাজার ৭৭৭ ভোট। অপর প্রার্থী সোমনাথ ঘিমিরে পেয়েছেন ৭১৮ ভোট। তিন প্রার্থীর মধ্যে মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ৬ হাজার ৫৫৫। গত ২৩ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনের রাতে প্রাথমিক ফলে মার্টিনেজ ১৩ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মেইল-ইন, অ্যাফিডেভিট ও অন্যান্য ব্যালট গণনার পর ব্যবধান কমে মাত্র দুই ভোটে নেমে আসে। অত্যন্ত কম ব্যবধানের কারণে আইন অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় ম্যানুয়াল পুনর্গণনা শুরু হয়। গত ১৪ জুলাই থেকে পরপর দুই দিন হাতে প্রতিটি ব্যালট যাচাই ও গণনার পর মার্টিনেজের সাত ভোটের জয় নিশ্চিত হয়।

পরাজয়ের পর গত ২০ জুলাই সোমবার উডসাইডে পার্টি হল ৫৮ ম্যানর-এ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন করেন শামসুল হক। সেখানে তিনি নির্বাচনের ফল মেনে নিয়ে বিজয়ী প্রার্থী প্যাট্রিক মার্টিনেজকে অভিনন্দন জানান। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, নির্বাচনী ফল তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সমাপ্তি নয়; বরং ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এর শ্রমজীবী, অভিবাসী ও সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের নতুন সূচনা।সংবাদ সম্মেলনে শামসুল হক বলেন, করপোরেট ও বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর বিপুল অর্থের বিপরীতে সাধারণ মানুষের অনুদান, স্বেচ্ছাশ্রম এবং তৃণমূলের সমর্থন নিয়ে তাঁর প্রচারণা জয়ের মাত্র সাত ভোটের মধ্যে পৌঁছেছিল।

তাঁর প্রচারণার তথ্য অনুযায়ী, চার মাসের ক্যাম্পেইনে প্রায় ৩০ হাজার বাড়ির দরজায় পৌঁছানো হয়, ২২ হাজার ৮২৭টি টেক্সট বার্তা পাঠানো হয় এবং প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। প্রচারণার ভিডিওগুলো পাঁচ লাখের বেশি বার দেখা হয়েছে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মোট ইমপ্রেশন ছিল প্রায় ৫ লাখ ৬২ হাজার। ক্যাম্পেইনে প্রায় ৩ লাখ ৭৫ হাজার ডলার সংগ্রহ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে শামসুল হক বলেন, "চূড়ান্ত পুনর্গণনায় নিশ্চিত হয়েছে যে আমি মাত্র সাত ভোটে জিততে পারিনি। ফলাফল আমাদের পক্ষে যায়নি, কিন্তু সাত ভোটের এই ব্যবধান আমাদের গড়ে তোলা ক্যাম্পেইনের পরাজয় নয়। বরং এটি প্রমাণ করে, আমাদের প্রচারণা কতটা শক্তিশালী ছিল।"

নিজের জীবনের সংগ্রামের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ৩৫ বছর আগে মাত্র ২০০ ডলার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এসে ডেলিভারি বয় ও ডিশওয়াশার হিসেবে কাজ করেছেন। পরে ২১ বছর এনওয়াইপিডিতে দায়িত্ব পালন করেছেন।তিনি বলেন, "আমরা কোনো করপোরেট অর্থ বা বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অর্থ গ্রহণ করিনি। এই ক্যাম্পেইনের মালিক ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এর সাধারণ মানুষ।"প্রতিটি ভোটের গুরুত্ব তুলে ধরে শামসুল হক বলেন, "এখন আর কেউ বলতে পারবে না যে একটি ভোটের কোনো মূল্য নেই। আমরা প্রমাণ করেছি, একটি ভোটও পরিবর্তন আনতে পারে।"

ভোটার, স্বেচ্ছাসেবক, প্রচারণা দল, দাতা, পরিবার, শ্রমিক সংগঠন এবং সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এই প্রচারণা একটি বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা করেছে।শামসুল হক আরও বলেন, "আমি কোথাও যাচ্ছি না। এই ডিস্ট্রিক্ট, এই কমিউনিটি ও এই রাস্তাগুলোই আমার বাড়ি। আমি সাশ্রয়ী আবাসন, নিরাপদ সড়ক, বিনা খরচে সিটি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা এবং সবার জন্য সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবার দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাব।" বিজয়ী প্যাট্রিক মার্টিনেজকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন, নতুন প্রতিনিধি ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এর শ্রমজীবী পরিবারগুলোর পক্ষে কাজ করবেন।

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

করে কারো আগে টেবিলের দখল নিতে যাই না। কিন্তু কয়েকটি গ্রুপ আছে ওরা এক সঙ্গে, দলেবলে আসে এবং এসেই হৈ হৈ করে দুটো টেবিলের দখল নিয়ে নেয়। আমরা নিয়ম মেনে লাইন ধরে খেললেও যেহেতু সারাদিন কমন রুমে পড়ে থাকি, আমাদের ওপর অনেকেই বির। ওরা যখনই খেলতে আসে, দেখে আমরা খেলছি।

একদিন কমার্স বিল্ডিংয়ের সামনের রাস্তায় আমরা হাঁটছি, কোত্থেকে খাটো একটি ছেলে এসে আমাকে এবং মিজানকে সজোরে দুইটা থাপ্পড় মেরে দৌড় দেয়। ও আমাদের চেয়ে খাটো হওয়ায় আমাদের গাল অব্দি হাত তুলে থাপ্পড় দেবার জন্য দুবার লাফ দিতে হয়েছে। খাটো হলেও ছেলেটির হাতে অসুরের শক্তি, ভীষণ ব্যাথা পাই ওর থাপ্পড়ে। কিন্তু ঘটনাটি এতো দ্রুত ঘটে যায় আমরা কিছু বুঝে উঠবার আগেই সে ছাত্রাবাসের দিকে দৌড়ে চলে যায়। যেতে যেতে চিৎকার করে খিস্তি করে।আর যদি তগরে কমন রুমে দেখি, খাড়ায়া হোগা মারুম। মিজান এবং আমি গালে হাত দিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকি এবং চোখ ঘুরিয়ে আশে-পাশে দেখার চেষ্টা করি এই লজ্জাজনক দৃশ্যটি আর কেউ দেখেছে কি-না, বিশেষ করে আমাদের ক্লাসের কোনো মেয়ে। মিজান বলে, চল সায়েন্স বিল্ডিংয়ে যাই, ওখানে জাসদের পোলাপাইন আছে, অগরে নিয়া আসি, যেই হাত দিয়া হালায় থাপ্পড় দিছে ওই হাত কাইটা দিমু। মিজানের সঙ্গে সায়েন্স বিল্ডিংয়ে যাই কিন্তু কাউকে পাই না। আমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসি। তিতুমীর কলেজে কয়েকজন ছাত্রনেতা ছিলেন, বাসদের আব্দুল কাদের বাবুল ভাই ছিলেন তুখোড় বক্তা, তার পেছনে পেছনে কয়েক দিন মিছিলও করেছি। তিনি ক্লাসে ঢুকেই শিক্ষকদের সালাম দিয়ে বলতেন, জাস্ট দুই মিনিট সময় নিব। সঙ্গে তার এক দল সাঙ্গ-পাঙ্গ। শিক্ষককে থামিয়ে দিয়ে বাবুল ভাই স্টেজের সামনে দাঁড়িয়ে অনর্গল বক্তৃতা করেন। ক্লিন শেইভড এক পরিচ্ছন্ন যুবক, কখনো খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে আসেন, কখনো সাদা শার্ট পরেন। মাঝে মাঝে তার ঠোঁটের ওপর ছোটো করে ছাটা গোঁফও দেখেছি।

তিনি মজিদ খান শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেন। আমরা এর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতাম না। শুধু বুঝতাম মজিদ খান শিক্ষা নীতি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। বাবুল ভাইয়ের বক্তৃতায় এই কথাই প্রাধান্য পেত। বাবুল ভাই ভালো বক্তা ছিলেন। অনর্গল কথা বলতে পারতেন কিন্তু তার বক্তৃতায় প্রাণ ছিল না, ফুটপাতের ক্যানভাসারের মত লাগত। বিশ্বাসযোগ্য মনে হত না। মজিদ খান শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্র বাবুল ভাইদের এই আন্দোলনই মূলত এরশাদ পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়।

আরেকজন ছাত্রনেতা ছিলেন জয়নাল ভাই। বড়ো চুল, মুখ ভর্তি দাড়ি, তাকে দেখলেই নেতা বা কবি মনে হত। তার ছিল মেয়েলি গলা, ভালো কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু তার গ্যাং ছিল, তার পেছনেও একদল ঘুরঘুর করত, সেই দলে দুয়েকজন মেয়েকেও দেখেছি কিন্তু বাবুল ভাইয়ের দলে কোনো মেয়ে দেখিনি। মেয়েরা হয়ত কবি কবি ভাব, বড়ো চুল, দাড়ি আছে এমন ছেলেদের পেছনে ঘুরতেই পছন্দ করে।

তিতুমীর কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না অনেক বছর, সেই কবে সিরাজ ভাই ভিপি হয়েছেন, এখনও তিনিই ভিপি।

পরবর্তীতে জয়নাল ভাই এবং সিরাজ ভাই এরশাদের রাজনীতিতে যোগ দেন। জয়নাল ভাই তেমন বড়ো কোনো পদ পাননি। সিরাজ উদ্দিন আহমেদ ১৯৮৮ সালে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে গুলশান থেকে নমিনেশন পেয়ে এমপি হন। জয়নাল ভাই এমপি হতে না পারলেও এরশাদের আমলে অনেক টাকার মালিক হয়েছেন বলে শুনেছি। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকায় গেলে আমার বন্ধু ডিআইজি মাসুম রাব্বানী এবং সিরাজ ভাই আমাকে বনানী ক্লাবে খাওয়াতে নিয়ে যান। ওখানে পুরনো দিনের অনেক স্মৃতি রোমন্থন করি আমরা।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়টাতে আমি পুরোদস্তুর কবি। ছয় মাস, নয় মাসেও একবার চুল কাটাই না, ঠিক মত গোসল করি না, সারাদিন কবিতার ঘোরের মধ্যে থাকি। একদিন মিজানকে ফাঁকি দিয়ে লাইব্রেরিতে চলে আসি। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল কিছুটা সময় একা থাকি। একা থাকলে নীরবে সে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়, আমার কপালে নেমে আসা লম্বা চুলে হাত বুলায়, তখন মস্তিস্কের জমিনে সৃজনশীলতার একটি বীজ অঙ্কুরিত হয়, আমি লিখতে শুরু করি। সব সময় কাগজে লিখি না। মাথার মধ্যে একটা অলৌকিক খাতা আছে, সেখানে লিখে রাখি এবং সেইসব কবিতা আমি দীর্ঘদিন মনে রাখতে পারি। ওই বয়সে আমার স্মৃতিশক্তি ছিল অতি উচ্চ পর্যায়ের।

একদিন আমিনুল হক আনওয়ারকে তার এক বন্ধু একটি টেলিফোন নাম্বার দেন। তিনি রাস্তা থেকে একটি স্টার সিগারেটের খালি প্যাকেট তুলে নেন। সেটি ছিঁড়ে ভেতরের শাদা অংশে টেলিফোন নাম্বারটি লিখে রাখেন। পাশে দাঁড়িয়ে আমি নাম্বারটি শুনি। কয়েকদিন পরে তিনি পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে সেই কাগজের টুকরোটি আর খুঁজে পাচ্ছেন না। আমাকে বলেন,বাদল সেদিন না তোমার সামনে একটা নাম্বার লিখে রেখেছিলাম। আমি তো পাঞ্জাবির পকেটেই রেখেছিলাম কাগজটা।

ফোন নাম্বার? আরে মিয়া হ। ওই যে প্রেসের আতাহার আলী দিলেন, একটা সিগারেটের প্যাকেটে লিখলাম না, তোমার সামনেই তো, মনে নাই? হ্যাঁ, মনে আছে। বলো তো কাগজটা কী করলাম? নাম্বারটা যে এখন খুব দরকার। আমি তাকে ৬ ডিজিটের নাম্বারটা বলি। তিনি বলেন, ধুর মিয়া, ফাইজলামি করো? না, সত্যি বলছি। বলো কী, এতোদিন পরে তোমার ফোন নাম্বারটা মনে আছে?

হ্যাঁ আছে। আমিনুল হক আনওয়ার সেই নাম্বার পুনরায় লিখে নেন, ফোন করে তার কাঙ্খিত ব্যক্তিকে পান এবং এই কথা তিনি সবাইকে বলে বেড়াতেন, আমি নাকি বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। যখন আমার কবিতার খাতায় কবিতার সংখ্যা প্রায় এক'শ, তখন আমি সব কবিতা মুখস্ত বলে দিতে পারতাম। যে কোনো অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে অনর্গল কয়েকটি কবিতা শুনিয়ে দিতে পারতাম। এতে অবশ্য বদনামও হয়েছে, কেউ কেউ স্বভাব কবি, চারণ কবি এইসব বলে কটাক্ষ করতেন। হয়ত এ কারণেই, একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি মস্তিস্কের মেমরি সেল থেকে সব কবিতা ইরেজ হয়ে গেছে।

কলেজের লাইব্রেরিতে তখন খুব একটা আসতো না কেউ। প্রায়শই দেখতাম আমিই একা শেলফের রো'গুলোতে হাঁটছি। বইয়ের রাজ্যে একা একা হাটতে আমার দারুণ ভালো লাগত। নিঃসঙ্গ এই সময়টা আমার ভীষণ প্রিয় ছিল।যেহেতু কবি জসীম উদদীন পরিষদ করি, তাই জসীম উদদীনকে ভালো করে জানার একটা প্রবল আগ্রহ ছিল। তার কবিতা তো পড়েছি, এবার তার গদ্যগুলো পড়তে চাই। শেলফ থেকে একটি বই টেনে বের করি, বইয়ের নাম 'হলদে পরীর দেশে'। এটি কবি জসীম উদদীনের লেখা ভ্রমণের বই। যুগোস্লাভিয়া, ইতালী এইসব জায়গা ভ্রমণের অপূর্ব বর্ণনা। পড়তে পড়তে আমি হারিয়ে যাচ্ছিলাম সেইসব দেশের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির গভীরে। এই বইয়ের প্রথম গল্পটি পড়েই শিল্পী এস এম সুলতানের নাম প্রথম জানতে পারি। আমি যখন হলদে পরীর দেশে হাঁটছি, মনে মনে খুঁজছি কোনো এক অচেনা পরীর ডানা, ঠিক তখনই হলদে পরী এসে হাজির। শেলফে সাজানো বই-পত্রের ফাঁকে, মাত্র এক ঝলক, এর পরই কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেল। কী অপূর্ব দুটি চোখ, কাঁপা কাঁপা ঠোঁট, ফ্যানের বাতাসে উড়ছিল ওর কপালের চুল। সত্যিই কি কেউ এসেছিল? নাকি দৃষ্টিভ্রম। আমি বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়াই, ছুটে যাই। এই রো, সেই রো খুঁজি, পুরো পাঠাগার তন্ন তন্ন করে খুঁজি, কিন্তু কোথাও কেউ নেই, পুরো পাঠাগারে আমি একা। এও কী সম্ভব?এরপর সম্ভবত আমি সেই হলদে পরীকে পুরো ক্যাম্পাসে আরো বহুদিন খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাইনি।

পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুলের নামে ব্রঙ্কসে সড়কের নামকরণ

(শেষ পাতার পর)

ইসলামের নামে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড দিদারুল ইসলাম ওয়ে নামে সড়কটির নামফলক উন্মোচন করা হয়েছে। দিদারুল ইসলাম নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে (এনওয়াইপিডি) কর্মরত ছিলেন। ২০২৫ সালের ২৮ জুলাই নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের পার্ক অ্যাভিনিউয়ে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন ৩৬ বছর বয়সী পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম। ওই দিন পার্ক অ্যাভিনিউয়ের একটি বহুতল ভবনে ঢুকে বন্দুকের এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকেন এক তরুণ। সে সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হামলাকারীকে থামাতে গিয়ে গুলিতে নিহত হন দিদারুল। এ জন্য তাঁকে মরণোত্তর ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড পদোন্নতি দেওয়া হয়। পরে দিদারুলের প্রতি সম্মান জানিয়ে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ তাঁর নামে সড়কের নামকরণের উদ্যোগ নেয়। বৃষ্টির মধ্যেই নিউইয়র্ক সিটির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা, দিদারুলের পরিবারের সদস্যসহ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশিরা সড়কের নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের কমিশনার জেসিকা টিসও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে দিদারুল ইসলামের বীরত্ব ও কর্মজীবনের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন টিস। বলেন, এই সড়ক এখন থেকে এমন একজন মানুষের নাম বহন করবে, যিনি নিউইয়র্ককে নিজের ঘর বানিয়েছিলেন এবং এ শহরকে রক্ষা করতে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন। জেসিকা টিস আরও বলেন, দিদারুল ইসলাম ছিলেন সেই পুলিশ কর্মকর্তা, যাঁর মতো সহকর্মী পাওয়ার আশা প্রত্যেক কমান্ডিং অফিসার করে থাকেন। দিদারুল ইসলামের ছোট বোনের স্বামী এবং নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা কর্মকর্তা কামরুল হাসান নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। কামরুল হাসান বলেন, নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস বরোর পার্চেস্টারের মতো বাংলাদেশি অধ্যুষিত ব্যস্ত একটি এলাকায় এই প্রথম কোনো বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যক্তির নামে সড়কের নামকরণ হলো। বিচ অ্যাভিনিউ ও ইস্ট ১৭২ স্ট্রিটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সড়কটি। কামরুল হাসান আরও বলেন, 'ব্যক্তিজীবনে তিনি (দিদারুল) প্রতিটা মুহূর্ত মানুষের উপকার করার মানসিকতা পোষণ করতেন। এ জন্যই তিনি এমন বিরল সম্মান পেয়েছেন। এ জন্য আমরা নিজেরাও গর্ববোধ করতে পারি।' অনুষ্ঠানে দিদারুলের স্ত্রী জামিলা ইসলাম তাঁদের তিন সন্তানড় আহিয়ান, আজহান ও আরহামকে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। মৌলভীবাজার জেলার সন্তান দিদারুল ইসলাম ২০০৪ সালে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে যান। ২০১৩ সালে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে যোগ দেন। দিদারুল পরিবার নিয়ে ব্রঙ্কসে বসবাস করতেন।

পুলিশ কর্মকর্তাদের বয়সের শর্ত শিথিল করলো এনওয়াইপিডি

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে এনওয়াইপিডি কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়স-সীমা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে সদ্য পাস হওয়া নতুন একটি প্রগতিশীল আইনের ফলে এখন থেকে জীবনের কিছুটা পরিণত বয়সে পৌঁছেও নগরবাসীরা পুলিশ কর্মকর্তা হওয়ার জন্য আবেদন করার সুযোগ পাবেন। বৃহস্পতিবার সিটি কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে এই ঐতিহাসিক আইনটি পাস হয়। এর আগে এনওয়াইপিডিতে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ছিল ৩৫ বছর, যা বর্তমান কর্মীসংকট মেটাতে বাড়িয়ে ৪৩ বছর করা হয়েছে। এই পদক্ষেপটি ২০২৫ সালে পাস হওয়া নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের অনুরূপ একটি আইনের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সিটি কাউন্সিলের সদস্য আমান্ডা ফারিয়াসের উত্থাপিত নতুন এই আইনে সামরিক বাহিনীর সাবেক সদস্যদের (ভেটেরান) জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তারা আবেদনের ক্ষেত্রে তাদের বর্তমান বয়স থেকে সামরিক বাহিনীতে কাজের সময়কাল (সর্বোচ্চ ৬ বছর পর্যন্ত) বাদ দিয়ে হিসাব করার অনন্য সুযোগ পাবেন। ১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ফারিয়াস স্পষ্ট করেন যে, এই আইনের ফলে আবেদনকারীদের মূল শারীরিক বা পেশাদার যোগ্যতার মানদণ্ডে কোনো পরিবর্তন আসবে না; বরং এটি আরও বেশি অভিজ্ঞ ও পরিণত বয়সের যোগ্য প্রার্থীদের পুলিশে যোগদানে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করবে।

ফারিয়াস আরও জানান, গত কয়েক বছরে নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হওয়ার আগেই ৩৫ বছর পার হয়ে যাওয়ায় শত শত যোগ্য প্রার্থী এনওয়াইপিডিতে যোগদানের সুযোগ হারিয়েছেন। আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা বাড়ানোর এই দূরদর্শী সিদ্ধান্ত এনওয়াইপিডির চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করবে এবং যোগ্য প্রার্থীদের একটি বৃহত্তর পুল থেকে বাছাই করার সুযোগ তৈরি করবে। উল্লেখ্য, পুলিশ বিভাগে তীব্র কর্মীসংকট কাটাতে গত বছরও এনওয়াইপিডি আবেদনের ন্যূনতম বয়স ২১ বছর থেকে কমিয়ে সাড়ে ২০ বছর (২০.৫) করেছিল। এছাড়া শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও পূর্বে নির্ধারিত ৬০ ক্রেডিটের কঠিন শর্ত শিথিল করে মাত্র ২৪ ক্রেডিটে নামিয়ে আনা হয়েছিল। এনওয়াইপিডি কমিশনার জেসিকা টিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, গত বছর পুলিশ বিভাগ কর্মী সংকটে এতটাই ভুগেছিল যে তারা আক্ষরিক অর্থেই আবেদনকারীদের জন্য আবেদন জানাচ্ছিল বা 'মিনতি' করছিল। তবে নিয়োগ নীতিমালায় বয়সের শর্ত শিথিলকরণসহ এসব ধারাবাহিক ও সময়োপযোগী পরিবর্তনের ফলে সম্প্রতি পুলিশের চাকরিতে আবেদনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত এই শহরের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে জোরালো আশা করা হচ্ছে।

জিয়া হত্যারহস্য : মুখ খুলছেন মোজাফফর

(প্রথম পাতার পর)

এখনও অসম্পন্নই রয়ে গেছে। এমনকি এ ঘটনায় দায়ের করা ফৌজদারি মামলারও বিচার হয়নি। তবে এ ঘটনায় সেনাবিদ্রোহের কারণে সামরিক আদালতে যে বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাতে ১৮ জন সামরিক কর্মকর্তার বিচার হয় এবং ১৩ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এমন পরিস্থিতিতে ওই সামরিক আদালতের আসামি পলাতক মেজর অবসরপ্রাপ্ত মোজাফফর হোসেন গ্রেপ্তার হওয়ায় শহিদ জিয়া হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের ঘটনা ও মামলার জট খোলার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সূত্র জানাচ্ছে, তদন্তকারীরা মোজাফফর হোসেনকে নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। এই জিজ্ঞাসাবাদের অংশ হিসেবে তাকে ইতোমধ্যে চট্টগ্রামেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদে মোজাফফর মুখ খুলতে শুরু করেছেন বলেও একটি সূত্র দাবি করেছে। অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হত্যা মামলা কখনও তামাদি হয় না। এই মামলার রহস্যভেদ করার চাবি এখন সরকারের হাতে এবং ন্যায়বিচারের প্রয়োজনেই মোজাফফর হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তদন্তকাজ এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। সরকারের উচিত জিয়া হত্যা মামলার সুষ্ঠু বিচার করে নেপথ্যের কুশীলবদের মুখোশ উন্মোচন করা। অনুসন্ধানে জানা গেছে, পলাতক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেও মোজাফফর হোসেন দীর্ঘদিন ধরেই প্রায় খোলাখুলিভাবে দেশে অবস্থান করছিলেন। ২০১৯ সাল থেকে তাকে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। তিনি সিরাজগঞ্জে গুণিজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছেন। আড্ডা দিয়েছেন স্থানীয় প্রেস ক্লাবেও। অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গেও ছিল তার নিয়মিত যোগাযোগ। তারা দুজনই একসময় রক্ষীবাহিনীর সদস্য ছিলেন এবং সেই সূত্রে পরস্পরের মধ্যে ভালো যোগাযোগ গড়ে ওঠে। পরে তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তাদের এই সম্পর্ক ও গোপন যোগাযোগ সাম্প্রতিককালেও নিবিড় ছিল বলে জানা গেছে মাসুদ উদ্দিনের মোবাইল ফোনের ফরেনসিক রিপোর্ট থেকে।

বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন : এ বিষয়ে জানতে চাইলে সামরিক বিশেষজ্ঞ ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা কর্নেল (অব.) কাজী শরীফ উদ্দিন বলেন, 'জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পরও বিএনপি তিন-তিনবার রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়েও ঘটনাটির প্রকৃত রহস্য পুরোপুরি উদঘাটন হয়নি।' তিনি বলেন, '১৯৮১ সালে মাত্র ২৪ ঘণ্টার নোটিসে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। ঘটনার পর যদি মেজর জেনারেল এমএ মঞ্জুরকে হত্যা না করা হতো, তাহলে প্রকৃত সত্য আরও আগেই বেরিয়ে আসতে পারত। তবে হত্যামামলা কখনও তামাদি হয় না। এটা সিভিল ও সামরিক কোনো আইনেই তামাদি হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ আইন একটি চলমান প্রক্রিয়া। মোজাফফর গ্রেপ্তার হওয়ায় সরকারের হাতে একটা সুযোগ এসেছে এই হত্যা রহস্য উদ্ঘাটনের। সেটি কাজে লাগানো উচিত।' জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. তৌহিদুল হক বলেন, 'জিয়া হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে কারা কুশীলব ছিলেন, কোনো দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র ছিল কি না, কার বা কাদের পরিকল্পনায় এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল এবং কী কারণে জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল– এসব বিষয় উদঘাটন করা প্রয়োজন। যারা নেপথ্যে ছিলেন, তাদেরও বিচারের আওতায় আনা উচিত।' তিনি বলেন, 'মেজর মোজাফফরের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহে সেনাবাহিনী ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। কীভাবে তিনি দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন, কারা আশ্রয় দিয়েছে, কোথায় কোথায় অবস্থান করেছেন এবং কারা তাকে সহায়তা করেছে– এসব বিষয়ও তদন্তের মাধ্যমে জানা দরকার।'

প্রকাশ্যেও দেখা যেত মোজাফফরকে : ২০১৯ সালের ৩১ মার্চ সিরাজগঞ্জ পৌরসভার ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শহরের শহীদ এম মনসুর আলী মিলনায়তনে গুণিজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। এ অনুষ্ঠানে মোজাফফর হোসেনকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ আবদুর রউফ মুক্তা। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'স্যুভেনির' প্রকাশ করে সিরাজগঞ্জ পৌরসভা। সেখানে প্রকাশিত একটি ছবিতে মোজাফফরকে 'মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত মেজর' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সেই ছবিতেও তার নাকের ঠিক নিচে একটি তিল বা আঁচিলসদৃশ কালো দাগ দেখা যায়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর মোজাফফর তার ছোটোভাই পরাগকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় প্রেস ক্লাবে যান। সাংবাদিকদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটান বলেও স্থানীয় সূত্র দাবি করেছে।

কে এই মোজাফফর হোসেন : সিরাজগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা ও তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের কাছে পরিচিত মুখ মোজাফফর। বন্ধুদের কাছে তিনি 'মোজাম' নামে পরিচিত। তার বাবার নাম লুৎফার রহমান। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের দেরাদুনে প্রশিক্ষণ নিয়ে সিরাজগঞ্জের দক্ষিণাঞ্চলে (ভাটপিয়ারী, কাজীপুর অঞ্চল) বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের (বিএলএফ) কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় ৫৫১ নম্বরে তার নাম রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সিরাজগঞ্জ জেলা কমান্ডের সাবেক এক কমান্ডার জানান, মুক্তিযুদ্ধের সময় অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জেরে ভাটিপয়ারী এলাকায় একজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। ওই খুনের সঙ্গে নাম জড়িয়ে পড়ায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই তার চলাফেরা সীমিত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধপরবর্তী সময়েও তিনি সিরাজগঞ্জের রাজনীতিতে সুবিধা করতে পারেননি। এ অবস্থায় ১৯৭২ সালে রক্ষীবাহিনী গঠন হলে তিনি এর প্রথম ব্যাচেই যোগ দেন। তার পদবি ছিল 'লিডার'। ১৯৭৫ সালের অক্টোবরে রক্ষীবাহিনী সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণের সিদ্ধান্ত হয়। একপর্যায়ে এই রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সেনাবাহিনীতে আত্তীকৃত মোজাফফর সর্বশেষ মেজর পদবি নিয়ে কর্মরত ছিলেন।

মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও মোজাফফরের সম্পর্ক : রক্ষীবাহিনীতে মোজাফফর হোসেন ছিলেন প্রথম ব্যাচের লিডার। অন্যদিকে ষষ্ঠ ব্যাচের লিডার ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী। একই বাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে মোজাফফর ও মাসুদ ছিলেন পরস্পরের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ। গত ২৩ মার্চ রাতে ঢাকার বারিধারা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হন মাসুদ। ফেনী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ চৌধুরীকে মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় গত ৭ মে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল-২। একই সঙ্গে এই মামলায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদেরও অনুমতি দেওয়া হয়। বর্তমানে কারাগারে থাকা সাবেক এই সেনা কর্মকর্তার মোবাইল ফোনের ফরেনসিক বিশ্লেষণ থেকেই মিলেছে মোজাফফর হোসেনের সন্ধান। গোয়েন্দা সূত্রমতে, মাসুদ চৌধুরীর ফোনের কললিস্টে 'জন ডো' নামে এক ব্যক্তির নিয়মিত যোগাযোগ বিশ্লেষণ করেন গোয়েন্দারা। একপর্যায়ে ছদ্মনামের এই রহস্যজনক ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে পারে পুলিশ। কিন্তু কথা বলার সময় ভিপিএন ব্যবহার করায় অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য মিলছিল না। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগে ভিপিএন ছাড়াই সরাসরি ফোনকলে তাদের মধ্যে কথোপকথন হয়। সেই সূত্র ধরেই মোজাফফরকে খুঁজে পান গোয়েন্দারা। গ্রেপ্তারের পর তাকে সেনা হেফাজতে পাঠানো হয়। জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তাকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে ঢাকায় এনে একটি সেলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার ঘটনায় ১৯৮১ সালের ১ জুন চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা করা হয়। মামলার বাদী ছিলেন তৎকালীন সহকারী পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা বিভাগ) মোকাররম হোসেন। এ মামলার ৬ নম্বর আসামি মোজাফফর হোসেন।

শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের ভিসায় বড় পরিবর্তন

(শেষ পাতার পর)

অব স্ট্যাটাস' বা পড়াশোনা ও কাজের মেয়াদ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের প্রচলিত ব্যবস্থার অবসান ঘটতে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দফতর (ডিএইচএস) কর্তৃক প্রকাশিত নতুন নিয়ম অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও বিনিময় দর্শনার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের মেয়াদ সাধারণত চার বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হবে। অন্য দিকে, বিদেশী সাংবাদিকদের প্রতিবার প্রবেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৪০ দিন এবং চীনা নাগরিকদের ক্ষেত্রে ৯০ দিনের অনুমতি দেয়া হবে। তবে ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশের ৬০ দিন পর এবং কংগ্রেসের পর্যালোচনা সাপেক্ষে এই বিধি কার্যকর হবে। নতুন বিধি অনুযায়ী, এখন থেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও বিনিময় দর্শনার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের মেয়াদ সাধারণত চার বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। নির্ধারিত এই সময়ের চেয়ে বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে সংশ্লিষ্টদের ভিসার মেয়াদে নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে অথবা দেশ ত্যাগ করে আবার প্রবেশের আবেদন করতে হবে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ট্রাম্প প্রশাসনের ক্ষমতা গ্রহণের পর এটি অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ নীতির ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ পদক্ষেপ। প্রশাসন বলছে, অতীতে বিদেশী শিক্ষার্থী ও অন্যান্য ভিসাধারীদের অনির্দিষ্টকাল যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের সুযোগ দেয়ায় নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হয়েছে এবং এটি করদাতাদের অর্থে বিপুল চাপ সৃষ্টি করছে।

ডিএইচএস জানিয়েছে, তারা এমন অনেক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে যারা ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে শিক্ষার্থী হিসেবে প্রবেশ করে এ বছরের এপ্রিলেও বিভিন্ন প্রোগ্রামে যুক্ত থাকার নামে দেশটিতে অবস্থান করছেন। ডিএইচএসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে শিক্ষার্থী ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সংখ্যা ছিল ১৮ লাখের বেশি, যা আগের বছরের তুলনায় ১১ শতাংশেরও বেশি। দফতরটি আরো জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র পাঁচ লাখের বেশি বিনিময় দর্শনার্থী এবং প্রায় ৩৭ হাজার ৩০০ জন বিদেশী সাংবাদিককে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। এ বিষয়ে বিভাগটি বলেছে, এ ধরনের দর্শনার্থীর সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত এই অভিবাসীদের ওপর নজরদারি ও তদারকি করার ক্ষেত্রে ডিএইচএসের সক্ষমতার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। অবৈধ এবং বৈধ উভয় ধরনের অভিবাসনের ওপর বিধিনিষেধ কঠোর করার লক্ষ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে বৃহত্তর উদ্যোগ, এটি তার সর্বশেষ পদক্ষেপ।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

এমপি গাজী নজরুল ইসলামকে জামায়াত থেকে বহিষ্কার

(প্রথম পাতার পর)

সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামকে বহিষ্কার করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বুধবার বিকেলে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের জরুরি বৈঠকে নৈতিক স্খলনের দায়ে তাঁকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি এহসানুল মাহবুব জুবায়ের গণমাধ্যমে বিবৃতি পাঠিয়ে দলের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। বিবৃতিতে বলা হয়, ২২ জুলাই (বুধবার) বিকেল চারটায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর মিন্টো রোডে বিরোধীদলীয় নেতার সরকারি বাসভবনে এ বৈঠক হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দলের আমির শফিকুর রহমান। বৈঠকে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, সম্প্রতি সাতক্ষীরা৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে সাংগঠনিক তদন্ত হয়। তদন্তে গাজী নজরুল ইসলামের নৈতিক স্খলন প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে দলের গঠনতন্ত্রের ৬২ নম্বর ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সঙ্গে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কারের বিষয়টি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে অবহিত করার সিদ্ধান্ত হয়। গত সোমবার রাতে সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামের ব্যক্তিগত মুহূর্তের একাধিক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এসব ভিডিওতে এক তরুণীর সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর এই সংসদ সদস্যকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা যায়। ভিডিওটি প্রকাশের পরপর জামায়াতের অনেক নেতাকর্মী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেটিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিতে তৈরি বলে দাবি করতে থাকেন। তবে মঙ্গলবার দুপুরে গাজী নজরুল ইসলাম নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট দিয়ে জানান, ওই তরুণী তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়াম বেগম। গত ১৭ জুন পারিবারিকভাবে এবং তাঁর প্রথম স্ত্রীর সম্মতিতে ঢাকায় মরিয়াম বেগমের বাবা মাসুম বিল্লাহর বাসভবনে বিয়ে সম্পন্ন হয়। এরপর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে গাজী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

দল থেকে বহিষ্কৃত গাজী নজরুলের সংসদ সদস্য পদের কী হবে

ঢাকা : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'ব্যক্তিগত মুহূর্তের' ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার কারণে আলোচনায় আসা সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে জামায়াতে ইসলামী। এখন তাঁর সংসদ সদস্য থাকবে কি না, সে প্রশ্ন সামনে এসেছে। ৭৪ বছর বয়সী নজরুল ইসলাম সাতক্ষীরা-৪ আসনে ১৯৯১ সালে প্রথম সংসদ সদস্য হন। এবার তিনি তৃতীয়বার নির্বাচিত হন। জামায়াতের সাতক্ষীরা জেলা শাখার আমিরের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। পাশাপাশি দলের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি গাজী নজরুলের ব্যক্তিগত মুহূর্তের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে এক তরুণীর সঙ্গে তাঁকে দেখা যায়। বিষয়টি আলোচনায় ওঠার পর গাজী নজরুল জানান, ওই তরুণী তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। এরপরও বিষয়টি নিয়ে নানা বিতর্ক ও নির্বাচনী এলাকায় ক্ষোভবিক্ষোভ চলার মধ্যে বুধবার জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ জরুরি সভায় বসে গাজী নজরুলকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়।

আইনে কী আছে : নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তিকে জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে তাঁকে হয় কোনো দলের মনোনীত প্রার্থী হতে হয় অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে হয়। দলীয় প্রার্থীরা সংসদে দলীয় সংসদ সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথা বলা আছে সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে এবং জাতীয় নির্বাচন সংক্রান্ত আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও)। এখানে যেসব অযোগ্যতার কথা বলা আছে, নির্বাচিত হওয়ার পরও কারও সে অযোগ্যতা তৈরি হলে তিনি পদ হারাতে পারেন। যেসব কারণে কোনো ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার এবং সংসদ সদস্য থাকার অযোগ্য বিবেচিত হন, সেগুলো সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে বলা আছে। তার একটি হলো নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারি অপরাধ। তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অন্তত দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে। সংবিধানে বলা আছে, কোনো ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হবার এবং সংসদ সদস্য থাকার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁর মুক্তি লাভের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হয়ে থাকে। অন্যদিকে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বলা আছে, কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে তিনি যদি ওই দল থেকে পদত্যাগ করেন অথবা সংসদে ওই দলের বিপক্ষে ভোট দেন, তাহলে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে।

অস্পষ্টতা কোথায় : দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে কিংবা দল ছাড়লে সংসদ সদস্যপদ থাকবে না, তা সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর যদি দল তাঁকে বহিষ্কার করে, সে ক্ষেত্রে কী হবেড়তা সংবিধানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা নেই। তবে সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।'

আগে কি এমন নজির ছিল : দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরও সংসদ সদস্য পদে বহাল থাকার নজির রয়েছে। সংসদ সচিবালয় সূত্র জানায়, বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে অষ্টম জাতীয় সংসদে বিএনপি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন আবু হেনা। তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করেছিল বিএনপি। তখন আবু হেনার সংসদ সদস্য পদ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন তৎকালীন স্পিকার মুহাম্মদ জমির উদ্দিন সরকার। এমন ঘটনা এরপর আরও ঘটেছিল। তবে আবু হেনার ঘটনাটি ঘটে ২০০৮ সালের আগে। ওই বছর নির্বাচনী আইন বা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের নিয়মও হয় তখন থেকে।

লতিফ সিদ্দিকীর বেলায় কী হয়েছিল : দশম সংসদে এ ধরনের একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল আবদুল লতিফ সিদ্দিকীকে নিয়ে। তখন বিতর্ক তৈরি হলেও তার সুরাহা হয়নি। বিতর্কিত মন্তব্য করার জেরে ২০১৪ সালে তখনকার সংসদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকীকে দল থেকে বহিষ্কার করেছিল আওয়ামী লীগ। তাঁর প্রাথমিক সদস্যপদও বাতিল করা হয়েছিল। তখন প্রশ্ন উঠেছিল, আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর সংসদ সদস্যপদ থাকবে কি না? কারণ, তিনি আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। দল থেকে বহিষ্কারের পর লতিফ সিদ্দিকীর সংসদ সদস্যপদ বাতিলের সুপারিশ করে জাতীয় সংসদের স্পিকারকে চিঠি দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। এর পরিপ্রেক্ষিতে লতিফ সিদ্দিকীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে (সিইসি) চিঠি দিয়েছিলেন স্পিকার। পরে বিষয়টি নিয়ে আওয়ামী লীগ ও লতিফ সিদ্দিকীর কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছিল নির্বাচন কমিশন। ইসিকে দেওয়া ব্যাখ্যায় লতিফ সিদ্দিকীর সংসদ সদস্যপদ বাতিলের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছিল আওয়ামী লীগ। দলটির তখনকার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের সই করা সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল, 'লতিফ সিদ্দিকী আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন আইনে বলা হয়েছে, প্রার্থী মানে দল কর্তৃক মনোনীত বা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীর স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার সুযোগ নির্বাচনের আগে ও পরে নেই। দলের সব পদ থেকে বহিষ্কার হওয়ায় বর্তমানে তিনি আওয়ামী লীগের কেউ নন। যে কারণে তিনি সংসদ সদস্যপদে থাকার আইনগত অধিকার হারিয়েছেন।' অন্যদিকে লতিফ সিদ্দিকী ইসিকে চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি কোনো আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ও দেউলিয়া ঘোষিত হলে, বিদেশি রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করলে, ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হয়ে কমপক্ষে দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দণ্ডিত হলে, প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে থাকলে এবং ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দল থেকে পদত্যাগ করলে বা সংসদে দলের বিপক্ষে ভোট দিলে তাঁর সদস্যপদ শূন্য হতে পারে। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আনীত অভিযোগ এসবের কোনোটিতেই পড়ে না। যে কারণে নির্বাচন কমিশনের এ বিষয়ে শুনানির এখতিয়ার নেই। লতিফ সিদ্দিকী তাঁর অবস্থানের পক্ষে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন, কোনো সদস্য দল থেকে বহিষ্কৃত হলে তাঁর সদস্যপদ বহাল থাকবে এবং সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগপর্যন্ত তিনি ওই দলের সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। তবে শেষ পর্যন্ত ইসিকে এই বিতর্কের কোনো সিদ্ধান্ত দিতে হয়নি। নির্ধারিত দিনে শুনানি শুরু হলে লতিফ সিদ্দিকী নির্বাচন কমিশনকে বলেন, তিনি নিজেই পদত্যাগ করবেন। তাই শুনানির আর প্রয়োজন নেই। এরপর নির্বাচন কমিশন দুই সপ্তাহের জন্য এ বিষয়ের সব কার্যক্রম স্থগিত করেন। এরপর ২০১৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর লতিফ সিদ্দিকী সংসদ অধিবেশনে যোগ দিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পর স্পিকারের কাছে পদত্যাগপত্র দেন। ২০১৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর লতিফ সিদ্দিকীর আসনটি শূন্য হওয়ার বিষয়টি সংসদকে অবহিত করেন, তখনকার স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী।

গাজী নজরুলের ক্ষেত্রে কী হবে : গাজী নজরুল ইসলামকে বহিষ্কারের ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী 'নৈতিক স্খলনের' কথা জানিয়েছে। কিন্তু সংবিধানে সংসদ সদস্য পদে থাকার অযোগ্যতা হিসেবে নৈতিক স্খলনের জন্য ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বছরের কারাদণ্ডের কথা রয়েছে। ফলে দৃশ্যত এটা এই মুহূর্তে গাজী নজরুলের সংসদ সদস্য থাকার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা প্রমাণ করে না। জামায়াতে ইসলামী জানিয়েছে, গাজী নজরুলকে বহিষ্কারের বিষয়টি তারা নির্বাচন কমিশনকে জানাবে। বিষয়টি নিয়ে সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ও সাবেক নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে দল থেকে কেউ বহিষ্কৃত হলে সংসদ সদস্যপদে থাকতে পারার কথা নয়। লতিফ সিদ্দিকীর ঘটনাটির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, দলীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে। দল যদি তাঁকে বহিষ্কার করে, তাহলে তিনি আর দলে থাকেন না। নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর তাঁর আর স্বতন্ত্র সদস্য হওয়ারও সুযোগ নেই। এই যুক্তি থেকে সাবেক এই নির্বাচন কমিশনার মনে করেন, জামায়াতের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামকে দল বহিষ্কার করায় তাঁর সংসদ সদস্যপদও শূন্য হয়ে যাবে।

বাংলাদেশে প্রবাসী আয়ের ৬২% যুক্তরাষ্ট্রসহ পাঁচ দেশ থেকে

(প্রথম পাতার পর)

প্রথম ১১ মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসীরা মোট ৩ হাজার ২৭৭ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে শীর্ষ পাঁচটি দেশ থেকেই এসেছে ২ হাজার ২৫ কোটি ডলার বা প্রায় ৬২ শতাংশ। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, আলোচ্য সময়ে সর্বোচ্চ ৫২৭ কোটি ৯৭ লাখ ডলার এসেছে সৌদি আরব থেকে, যা মোট আয়ের ১৬ শতাংশ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলার আসে যুক্তরাজ্য থেকে। এ তালিকায় সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ৪২৭ কোটি ৮২ লাখ ডলার নিয়ে তৃতীয়, ৩২২ কোটি ডলার নিয়ে মালয়েশিয়া চতুর্থ এবং ২৭৮ কোটি ৯৬ লাখ ডলার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে।

এর বাইরে ওমান, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সিঙ্গাপুর ও ইতালি থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রবাসী আয় এসেছে। এ ৬ দেশ থেকে ১১ মাসে এসেছে প্রায় ৮৮৯ কোটি ডলার, যা মোট প্রবাসী আয়ের ২৭ শতাংশ। সব মিলিয়ে মোট প্রবাসী আয়ের প্রায় ৯০ শতাংশই এসেছে ১১টি দেশ থেকে। শুধু মে মাসের হিসাবেও রেমিট্যান্সপ্রবাহ ছিল উল্লেখযোগ্য। ওই মাসে প্রবাসীরা মোট ৩৪৪ কোটি ২৫ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৬৫ কোটি ৯ লাখ ডলার এসেছে যুক্তরাজ্য থেকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫৪ কোটি ৬৫ লাখ ডলার এসেছে সৌদি আরব থেকে। আর ৪৬ কোটি ৮১ লাখ ডলার নিয়ে তৃতীয় স্থানে ছিল ইউএই। গত অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসের মধ্যে ১০ মাসই এককভাবে প্রবাসী আয়ের শীর্ষ উৎস ছিল সৌদি আরব। তবে মে মাসে সৌদিকে ছাড়িয়ে যায় যুক্তরাজ্য। অর্থবছরের শুরুতে, অর্থাৎ গত বছরের জুলাই মাসে যুক্তরাজ্য থেকে ২৮ কোটি ২৫ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। পরে তা ধারাবাহিকভাবে বাড়তে বাড়তে মে মাসে ১৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫ কোটি ডলারে পৌঁছায়। জুন মাসের রেমিট্যান্সের তথ্য এখনো প্রকাশ করেনি বাংলাদেশ ব্যাংক। সরকার প্রবাসীদের ব্যাংকিং চ্যানেলে আয় পাঠাতে উৎসাহ দিয়ে আসছে। এ জন্য ব্যাংকিং মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠালে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। এতে হুন্ডির মতো অবৈধ মাধ্যম নিরুৎসাহিত হচ্ছে। পাশাপাশি আগের তুলনায় ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পাঠানোর প্রক্রিয়াও সহজ করা হয়েছে। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে প্রবাসী আয়প্রবাহে। তবে আর্থিক খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, দেশের মোট রেমিট্যান্সের প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ মাত্র পাঁচটি দেশের ওপর নির্ভরশীল হওয়া অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে সংবেদনশীল। তাঁদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় অদক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিক বেশি থাকায় সেখানকার রেমিট্যান্স সব সময় স্থিতিশীল থাকে না। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান তুলনামূলক শক্ত হওয়ায় সেখান থেকে আয় বেশি স্থিতিশীলভাবে আসে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রধান এই পাঁচ দেশের অর্থনৈতিক নীতি, ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি বা শ্রমবাজারে বড় পরিবর্তন এলে তার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ে। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে। তাই নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের নতুন শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

২১ দিনে দেশে রেমিট্যান্স প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকা

জুলাই মাসের প্রথম ২১ দিনে দেশে প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) এসেছে ২০৯ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার। দেশীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ২৫ হাজার ৭৬৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা (প্রতি ডলার ১২৩ টাকা হিসাবে)। বুধবার (২২ জুলাই) বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার (২১ জুলাই) এক দিনেই প্রবাসী আয় এসেছে ৭ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার, যা দেশীয় মুদ্রায় প্রায় ৯৫৯ কোটি ৪০ লাখ টাকা।তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত বছরের জুলাই মাসের প্রথম ২১ দিনে দেশে ১৬৯ কোটি ৬০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল। সেই তুলনায় চলতি বছরের একই সময়ে প্রবাসী আয় বেড়েছে ২৩ দশমিক ৫০ শতাংশ। প্রবাসী আয়ের এ ঊর্ধ্বমুখী ধারা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও অর্থনীতিতে স্বস্তি ফিরিয়ে আনবে বলে মনে করছেন খাত সংশ্লিষ্টরা।

মামদানি ২০২৯ পুনর্নির্বাচন যুদ্ধে আগেভাগেই মাঠে

(শেষ পাতার পর)

গঠন শুরু করেছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। সর্বশেষ প্রচার তহবিল প্রতিবেদনে দেখা গেছে, তিনি প্রায় ৬ হাজার দাতার কাছ থেকে প্রায় ৩ লাখ ৪ হাজার ডলার সংগ্রহ করেছেন।নিউইয়র্ক সিটি ক্যাম্পেইন ফাইন্যান্স বোর্ডে গত ১৫ জুলাই জমা দেয়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অর্থের প্রায় সবটুকুই এসেছে গত এক মাসে। যদিও প্রতিবেদনে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম ছয় মাসের আর্থিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মামদানির এই তহবিলের ৬১ শতাংশ এসেছে নিউইয়র্ক সিটির বাইরে থাকা দাতাদের কাছ থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস ও ভার্জিনিয়াসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সমর্থকেরাও সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত অনুদান দিয়েছেন। এতে স্পষ্ট হচ্ছে, মামদানির রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা এখন কেবল নিউইয়র্কেই সীমাবদ্ধ নয়; জাতীয় পর্যায়েও তিনি একটি পরিচিত রাজনৈতিক মুখে পরিণত হয়েছেন।২০২৫ সালের ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারির সময়ও মামদানি ক্ষুদ্র অনুদানভিত্তিক তহবিল সংগ্রহে ব্যাপক সফলতা পেয়েছিলেন। এবারও সেই কৌশলই অনুসরণ করেছেন তিনি। গত এক মাসে প্রতিটি অনুদানের গড় পরিমাণ ছিল মাত্র ৫২ ডলার। তার প্রচার শিবিরের ভাষ্য, এটি বড় করপোরেট অর্থ নয়, বরং সাধারণ মানুষের সমর্থনের প্রতিফলন।

তবে এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। মামদানি এখন পর্যন্ত নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক ম্যাচিং ফান্ডস কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার আবেদন করেননি। এই কর্মসূচির আওতায় ছোট অনুদানের বিপরীতে সরকারি অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। তার প্রচার ব্যবস্থাপক সেলিয়া কাস্তেলান জানিয়েছেন, তারা এই কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার পরিকল্পনা করছেন না।এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মামদানি বলেন, ম্যাচিং ফান্ডস কর্মসূচি তাকে মেয়র হতে সাহায্য করলেও এর ব্যয়ের সীমা তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপুল অর্থব্যয়ের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।তার ভাষায়, 'আমরা জানি ভবিষ্যতে আমাদের বিরুদ্ধে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হবে। তাই আমাদেরও সেই ব্যবধান কমানোর জন্য নতুন কৌশল নিতে হয়েছে।'

তার দাখিল করা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৩৩টি অনুদান ম্যাচিং ফান্ডস কর্মসূচির নির্ধারিত ২,৫০০ ডলারের সীমা অতিক্রম করেছে। এর মধ্যে ২৯ জন দাতা ৪,৩৫০ ডলার করে অনুদান দিয়েছেন, যাদের অনেকেই নিউইয়র্ক সিটির বাইরের বাসিন্দা। প্রচার ব্যবস্থাপক সেলিয়া কাস্তেলান এক বিবৃতিতে বলেন, ৬ হাজার দাতা, একটি অভিন্ন লক্ষ্য। গড়ে মাত্র ৪৫ ডলারের অনুদান দিয়েই সাধারণ মানুষ মেয়রের পুনর্নির্বাচন প্রচারণাকে এগিয়ে নিচ্ছেন। এটি শুধু একটি রাজনৈতিক প্রচারণা নয়, এটি একটি আন্দোলন। মামদানি গত জুন মাস থেকেই সমর্থকদের কাছে টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে অনুদান চাওয়া শুরু করেন। এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী মাঠে নামেননি। সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক এনওয়াইপিডি কর্মকর্তা জন চেল, সাবেক রিপাবলিকান মেয়র প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া, বারস্টুল স্পোর্টসের প্রতিষ্ঠাতা ডেভ পোর্টনয় এবং অভিনেতা মাইকেল রাপাপোর্ট। তবে এদের কেউই এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী কমিটি নিবন্ধন করেননি।

ইয়েলো সোসাইটির বনভোজন অনুষ্ঠিত

(৫০ পাতার পর)

জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, মো: জহিরুল ইসলাম, আলি আক্কাস, আলতাফ হোসেন, সালমান জাহিদ জুয়েল, শেখ ইলিয়াস হাবিব, মাসুদ রানা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদ খাঁন শিবলি, আবওয়াবুল চৌধুরী আরবাব, মো: সিদ্দিকুর রহমান, কার্যকরী কমিটির সদস্য মো: হাশেম আলি, সাইফুল্লাহ আল সুমন ভূইঁয়া, মো: আল মমিনুর রশিদ, শেখ সেকান্দর আলী, নিজার হোসেন, মোহাম্মদ মোবারক, মোহাম্মদ হোসেন ফরিদ. মো: জহির উদ্দিনসহ কমিউনিটি লিডারদের অনেকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় পার্কের ঝকঝকে সজীব পাতার নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ইয়েলো পরিবারের সদস্যরা। প্রায় ৬০০ লোকের প্রাণবন্ত উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। দিনব্যাপী বনভোজনে ছিল নানা ধরনের আয়োজন। এবার বনভোজনে সবচেয়ে আকষর্ণ ছিল বড় পর্দায় বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলার দৃশ্য। তবে খাবারের কথা না বললে বনভোজন থেকে যায় অসম্পূর্ণ। সকালে নাশতা, দুপুরে খাবার, বিকেলে জ্বাল-মুড়ি, আইক্রীম, চা আর পান-সুপারি। আয়োজকদের চেষ্টা ছিল সবার কাছে উপভোগ্য এবং স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলা। বলা যায়, সে প্রচেষ্টা সম্পন্নটাই সফল। দুপুরের খাবারের পরই ছিল গানের তালে তালে মহিলাদের বালিশ খেলা, কৃতিছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর র‍্যাফেল ড্র।

খাবারের পরেই ছিল সাংস্কৃতিক পর্ব। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রোকসানা মির্জা, অমিত কুমার ও তানভীর শাহিন। সবশেষে ছিল র‍্যাফেল ড্র। এতে প্রথম পুরস্কার নিউইয়র্ক-ঢাকা বিমান টিকেটসহ ১৫টি আকষর্ণীয় পুরস্কার ছিল। মহিলাদের বালিশ খেলা, মার্বেল, দৌড় প্রতিযোগিতা, রশি টানাটানিসহ বিভিন্ন ইভেন্টে শতাধিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। বনভোজনের ব্যতিক্রম ইভেন্ট ছিল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার। সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন, ফাউনিয়া আহমেদ লিবা ও সাফওয়ান হান্নান। সবশেষে ছিল মাসুদ চৌধুরী, মোঃ শাহেদুল হক রওশন ও মামুন খান সমাপনি বক্তব্যে। তাদের বক্তব্যের মধ্যদিয়ে সমাপ্ত হয় বনভোজনের কার্যক্রম। দিনশেষে খানিকটা ক্লান্ত হলেও সবাই ঘরে ফিরেছে ভালোলাগা নিয়েই। এ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যবদি যে সকল সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে উৎসর্গ করে “সম্প্রীতি-১৩” নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এতে সম্পাদনায় ছিলেন সাইফুল্লাহ আল সুমন ভূইঁয়া।

যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি বিক্রির নিয়ম বদলেছে

বাংলাদেশ ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন বাজারে গত কয়েক বছরের তুলনায় বড় পরিবর্তন এসেছে। উচ্চ মর্টগেজ সুদ, ক্রেতাদের বাড়তি সতর্কতা এবং বাজারে বাড়ির সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন বাড়ি বিক্রি আগের চেয়ে বেশি পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির দাবি রাখছে। এমন পরিস্থিতিতে বাড়ির মালিকদের জন্য হালনাগাদ বিক্রয় নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে রিয়েল এস্টেটভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, শুধু ‘বিক্রির জন্য’ সাইনবোর্ড টানিয়ে বা কয়েকটি ছবি প্রকাশ করলেই এখন আর দ্রুত ক্রেতা পাওয়া যায় না। বাড়ি বিক্রির আগে এর মূল্য নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় মেরামত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পেশাদার মানের ছবি, উপযুক্ত বিপণন এবং অভিজ্ঞ রিয়েল এস্টেট এজেন্টের সহায়তাড়সবকিছুই এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

রিয়েলটর ডটকমের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন বাজার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল হলেও মর্টগেজ সুদের হার গড়ে ৬ দশমিক ৩ শতাংশের কাছাকাছি থাকতে পারে। একই সময়ে বাড়ির দাম সামগ্রিকভাবে প্রায় ২ দশমিক ২ শতাংশ বাড়ার পূর্বাভাস রয়েছে। তবে স্থানীয় বাজারভেদে দাম, চাহিদা এবং বিক্রির গতি ভিন্ন হতে পারে। ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব রিয়েলটরসের সাম্প্রতিক বাজার বিশ্লেষণেও দেখা গেছে, গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে বাজারে বাড়ির সংখ্যা বাড়লেও ক্রেতাদের প্রতিযোগিতা কিছুটা কমে যায়। ফলে অনেক বিক্রেতাকে বাস্তবসম্মত মূল্য নির্ধারণ এবং দরকষাকষির জন্য প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, বাড়ি বিক্রির পুরো প্রক্রিয়ায় মূল্য নির্ধারণ, প্রদর্শন, ক্রেতার প্রস্তাব গ্রহণ, পরিদর্শন, মূল্যায়ন এবং চূড়ান্ত হস্তান্তরড়প্রতিটি ধাপে যথাযথ প্রস্তুতি থাকলে সফলভাবে বিক্রি সম্পন্ন করার সম্ভাবনা বাড়ে। রিয়েলটর ডটকম বলছে, বর্তমান বাজারে ক্রেতাদের হাতে আগের তুলনায় বেশি বিকল্প রয়েছে। তাই বিক্রেতাদেরও বাজারের বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখে পরিকল্পনা করতে হবে, যাতে সম্পত্তি দ্রুত এবং প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রি করা সম্ভব হয়।

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ারের বনভোজন

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক সিটির বয়স্ক সেবাদানকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার। গত ২০ জুলাই প্রতিষ্ঠানটি আয়োজন করে বর্ণাঢ্য এক বনভোজনের। লং আইল্যান্ডের ওয়েস্ট হেমস্টিডস্থ পার্কে আয়োজিত বনভোজনটি ছিল নানা ধরনের অনুষ্ঠানে ভছরপুর। সকাল দশটা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বনভোজনে বিপুল সংখ্যক বয়স্ক নারীপুরুষ অংশগ্রহণ করেন। সকালের নাশতা, দুপুরের খাবারে ছিল বিশেষ মেন্যু। ফিতা কেটে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ারের সিএফও মোহাম্মদ জাহিদ আলম। বনভোজনের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহনেওয়াজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন রানো নেওয়াজ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ খান ও কমিউনিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অতিথিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্যে আয়োজকদের প্রশংসা করেন। বনভোজনে ছিল সাংস্কৃতিক পর্ব, খেলাধুলা ও আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র।

জাহিদ আলম ও মিসেস জাহিদ বনভোজনে অংশগ্রহণকারী সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

চমৎকার আবহাওয়া এবং আকর্ষণীয় সাজসজ্জা উপভোগ্য করে তোলো পুরো অনুষ্ঠানকে।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

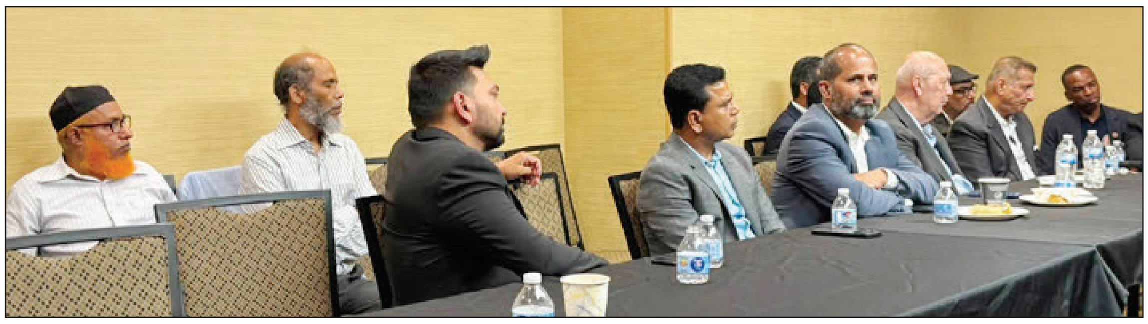

কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই সরকারের ভিশন

(শেষ পাতার পর)

গুরুত্বপূর্ণ। আর এই ভিত্তি হচ্ছে 'সবার আগে বাংলাদেশ'। অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে বাংলাদেশ, সবার জন্য বাংলাদেশ। এটা বুঝতে পারলেই বুঝা যাবে তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশ কোন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, রাজনীতিক অনেকেই কিন্তু ষ্টেটসম্যান সবাই হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ষ্টেটসম্যানের মতোই কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক, মানবিক ও কল্যাণ রাষ্ট্রই তারেক রহমান সরকারের ভিশন-মিশন।

ওয়াশিংটন ডিসি'র সংগঠন স্কুল অব লীডারশীপ (এসওএলই)-এর সহযোগিতায় গত ১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউ-ইয়র্ক সিটির ফ্রেশমেডোর ফেয়ারফিল্ড ম্যারিয়ট হোটেলে গ্লোবাল বাংলাদেশ এলায়েন্স (জিবিএ) এই সেমিনারের আয়োজন করে। 'রুরাল ইন্ডাষ্ট্রিলাইজেশন ফর ইকোনমিক গ্রোথ : দ্য রুরাল অব দ্য ডায়াসপারা ইন বিল্ডিং 'ওয়ান ভিলেজ, ওয়ান ইন্ডাষ্ট্রি' শীর্ষক সেমিনারে গেস্ট অব অনার ছিলেন রাষ্ট্রদূত মুফফিকুল ফজল আনসারী। সেমিনারে কী নোট স্পীকার ছিলেন জিবিএ-এর চেয়ারম্যান মিজান চৌধুরী এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসওএলই-এর চেয়ারম্যান ড. গোলাম রব্বানী (নয়ন বাঙালী)। আনিসুল কবীর জাসিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান সহ অন্যান্যের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)-এর সভাপতি গিয়াস আহমেদ, সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ড. মেহেদী হাসান, বাংলাদেশের আলোচিত 'চা ঘর'-এর প্রবক্তা জাহিদ খান, সংগঠক আজিজ আহমেদ প্রমুখ।

সেমিনারে ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষ বিপুল ভোটে বিএনপি-কে নির্বাচিত করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসিয়েছে। কারণ অতীতের সরকার যেভাবে দেশের জনগণকে, বাংলাদেশ-কে ফেলে পালিয়ে গেছে, সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে একমাত্র বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি। কারণ অতীতের ইতিহাস তাই বলে। সরকার গণতন্ত্র-কে মূলমন্ত্র হিসেবে লক্ষ্য রেখে শহীদ জিয়া *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

মুনা জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টারের বনভোজন

(শেষ পাতার পর)

উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা)-এর জ্যাকসন হাইটস মেল এবং ফিমেল চ্যাপ্টারের যৌথ উদ্যোগে বার্ষিক শিক্ষা সফর ও বারবিকিউ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

সংগঠনের সামাজিক ও দাওয়াতী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের নেতাকর্মী, সাধারণ সদস্য ও স্থানীয় সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশী পরিবারসমূহ অংশ নেন।

মনোরম ও আনন্দঘন পরিবেশে জ্যাকসন হাইটস মেল ও ফিমেল চ্যাপ্টারের সদস্য-সদস্যাসহ স্থানীয় প্রবাসী পরিবারের উপস্থিতি ও মিলনমেলায় এটি পরিণত হয়।

জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টারের সভাপতি মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাসুমের পরিচালনায় প্রথমেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং বেলুন উড়িয়ে শিক্ষা সফরটি উদ্ভোধন করেন মুনা নর্থ জোনের সম্মানিত সভাপতি জনাব মুমি-নুল ইসলাম মজুমদার।

শিক্ষা সফর উদ্ভোধন এর পর পরেই পৃথকভাবে সারাদিন অনুষ্ঠিনটি পরিচালিত হয়।

পুরুষদের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যৌথ ভাবে জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টারের সভাপতি মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাসুম এবং উক্ত শিক্ষাসফরের কনভেনার জনাব হাকিম মিয়া ।

অন্যদিকে বোনদের দিনব্যাপী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস ফিমেইল চ্যাপ্টার সভাপতি বোন পারভিন মিয়া।

বারবিকিউ ও আপ্যায়ন: অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের জন্য তাজা ও সুস্বাদু বারবিকিউ আইটেমসহ ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন খাবার পরিবেশন করা হয়।

ছোটদের ও বড়দের খেলাধুলা: ছোট শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের মজার খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতা এবং বড়দের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

দাওয়াত ও পারিবারিক মেলবন্ধন: কমিউনিটির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ইসলামী সৌহার্দ্য ও সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই ধরণের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে আয়োজকরা ব্যক্ত করেন।

শিশিক্ষা সফরের সমাপনীর আগে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি মুনার ন্যাশনাল সোস্যাল সার্ভিস ডিরেক্টর জনাব সাফায়াত হোসেন সাফা ।

শিক্ষা সফরে আগত অতিথিরা উক্ত শিক্ষাসফরের দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন বিশেষ করে একেই শিক্ষাসফরে নারী-পুরুষের আলাদা কার্যক্রম।

এবং সারাদিনের অনুষ্ঠিনটির সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন উক্ত চ্যাপ্টারের অন্যান্য ভাই ও বোনেরা।

সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ: প্রতিযোগিতা শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং মুনা-র স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

জ্যামাইকায় রেস্টুরেন্ট 'জল খাবার' উদ্বোধন

(শেষ পাতার পর)

ঠিকানায় বেলুন উড়িয়ে এবং ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে রেস্টুরেন্টটির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে রেস্টুরেন্টটির অন্যতম স্বত্বাধিকারী তাসলিম খান ও মনোরঞ্জন ঘোষ অতিথিদের স্বাগত জানান এবং নতুন এই উদ্যোগের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ নেতা আনোয়ার হোসেন লিটন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আনিসুল কবীর জাসিরসহ স্থানীয় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে স্বত্বাধিকারী তাসলিম খান বলেন, প্রবাসীদের বড় একটি অংশ ব্যস্ত কর্মজীবনের কারণে প্রতিদিন ঘরে রান্না করার সুযোগ পান না। কিন্তু দেশীয় স্বাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও আকর্ষণ কখনো কমে না। সেই বাস্তবতা বিবেচনায় স্বাস্থ্যসম্মত, পরিচ্ছন্ন ও ঘরে তৈরি খাবারের স্বাদ প্রবাসীদের কাছে পৌঁছে দিতেই 'জল খাবার'-এর যাত্রা। তিনি বলেন, "খাবারের গুণগত মান, তাজা উপকরণের ব্যবহার এবং আন্তরিক সেবার ক্ষেত্রে আমরা কোনো ধরনের আপস করব না। গ্রাহকের আস্থাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন।"

অপর স্বত্বাধিকারী মনোরঞ্জন ঘোষ জানান, রেস্টুরেন্টটিতে প্রায় ৬০ ধরনের দেশীয় খাবারের আয়োজন রাখা হয়েছে, যাতে বিভিন্ন স্বাদের মানুষ একই জায়গায় নিজেদের পছন্দের খাবার খুঁজে পান। সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার ও রাতের ডিনারের পাশাপাশি সব খাবারই হালাল ও প্রতিদিন তাজা উপকরণ দিয়ে প্রস্তুত করা হবে।

তিনি আরও বলেন, রেস্টুরেন্টটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ দেশীয় ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির বিশাল সংগ্রহ। রসগোল্লা, রাজভোগ, চমচম, সন্দেশ, কালোজাম, মিষ্টি দইসহ বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ইতোমধ্যে আগত অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন খাবার ও মিষ্টান্ন যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন তাসলিম খানের ছেলে এবং রেস্টুরেন্টটির পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত খান মোহাম্মদ ফেরদৌস ওমর। তিনি বলেন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশি ও ভারতীয় রেস্টুরেন্টের সংখ্যা বাড়লেও বৈচিত্র্যময় দেশীয় খাবারের চাহিদা এখনও ব্যাপক। পারিবারিক ব্যবসার ধারাবাহিকতায় তিনি এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, এ ধরনের উদ্যোগ শুধু ব্যবসায়িক সাফল্যই বয়ে আনবে না, বরং নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের খাবার, স্বাদ ও সংস্কৃতিকে আরও পরিচিত করে তুলবে।

উদ্যোক্তারা জানান, উদ্বোধন উপলক্ষে আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত রেস্টুরেন্টের সব ধরনের খাবারে ১৫ শতাংশ মূল্যছাড় দেওয়া হবে। পাশাপাশি পিকনিক, জন্মদিন, পারিবারিক অনুষ্ঠান, করপোরেট ইভেন্ট ও অন্যান্য আয়োজনের জন্য ক্যাটারিং সেবাও প্রদান করা হবে।

প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে 'জল খাবার'। উদ্যোক্তাদের আশা, দেশীয় স্বাদ, মানসম্মত সেবা এবং আন্তরিক আতিথেয়তার মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই রেস্টুরেন্টটি নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির পাশাপাশি অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

Jol Khabar
A TASTE OF INDIA
حلال
HALAL
JOL KHABAR
INDIAN RESTAURANT & SWEETS
উদ্বোধন উপলক্ষে সকল প্রকার খাবারে
মাসব্যাপী (১৬ আগস্ট পর্যন্ত)
১৫% ডিসকাউন্ট
পিকনিক, বার্থডে, ক্যাটারিং-সহ যেকোনো অনুষ্ঠানের
খাবারের অর্ডার নেয়া হয়।
অর্ডারের জন্য কল করুন
718-880-1020
168-01 Jamaica Ave, NY 11432 646-209-5851, 516-708-7072

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

সরকারের ঘরেই শত্রুদের বসবাস!

(প্রথম পাতার পর)

রাজনৈতিক দল তাদের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে। জনগণের কাছে যে দলের কর্মসূচি গ্রহণযোগ্য মনে হয়, ভোটাররা সেই দলকে নির্বাচিত করে। জনগণের ভোটে বিজয়ী দলের প্রধান কাজ হলো সেই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি ৩১ দফা কর্মসূচি নিয়ে জনগণের সামনে হাজির হয়েছিল। জনগণ ৩১ দফার পক্ষে রায় দিয়েছে। এখন বিএনপির প্রধান কাজ হলো ৩১ দফা কর্মসূচির আলোকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আশার কথা, গত পাঁচ মাসে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার সেই কর্মসূচির আলোকে দেশ পরিচালনা করতে শুরু করেছে। কিন্তু একটি সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য কেবল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার আন্তরিক প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। এজন্য দরকার সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার সমন্বয় এবং সহযোগিতা। সরকার একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি। একটি সরকার তখনই সফল হয় যখন সরকারের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা তার রাজনৈতিক অঙ্গীকার পূরণে একসঙ্গে কাজ করে। সরকারের একটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সরকারের সব অর্জনকে ম্লান করে দিতে পারে। তাই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের মতো করে প্রশাসন ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ঢেলে সাজায়। যেন তারা সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এখানে যিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তিনি তাঁর মতো করে গোটা সরকারব্যবস্থা নতুন করে সাজান। ব্রিটেনেও বিজয়ী দল তাদের মতো করে প্রশাসনিক পরিবর্তন করে। প্রশাসনিক এই পরিবর্তন বা ঢেলে সাজানো মানে দলীয়করণ নয়, বরং যোগ্যদের দিয়ে সরকারের জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের পথনকশা। সরকারের ভিতরে যদি এমন লোকজন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসে থাকে যারা সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে বিশ্বাসী নয়, যাদের অন?্য কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা আছে তাহলে তারা সরকারের ভালো উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সরকারের অভিপ্রায়ের বিপরীতে কাজ করে। এর ফলে সরকার আন্তরিক হলেও তাদের ভালো কাজের সুফল জনগণ পায় না। সরকারের কথা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনগণের নির্বাচিত সরকার। সরকারের সঙ্গে জনগণের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের কিছু প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকা লোকজন যেন সরকারের প্রতিপক্ষ হিসেবে কাজ করছে। এরা সরকারকে বিব্রত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সরকারের ভিতরেই বসবাস করছে শত্রুরা। বিএনপি সরকারের অন্যতম নির্বাচনি অঙ্গীকার হলো- দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা। একটি আত্মনির্ভর এবং টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছেন। বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো বেসরকারি খাত। দেশের অর্থনীতির শতকরা নব্বই শতাংশই বেসরকারি খাতের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইউনূস সরকারের দেড় বছরের অপশাসনে বেসরকারি খাত এখন শোচনীয় অবস্থায়। হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আজগুবি হত?্যা মামলা দিয়ে তাদের হয়রানি করা হয়েছে। তদন্তের আগেই বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অসত্য অভিযোগ এনে তাদের সামাজিক এবং ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। মিডিয়া ট্রায়ালের মাধ্যমে ব?্যবসায়ীদের চরিত্রহননের চেষ্টা করা হয়েছে। বহু ব্যবসায়ী ইউনূসের অত?্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ব?্যবসা- বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছেন। ইউনূসের দেড় বছরে কোনো নতুন বিনিয়োগ হয়নি। কয়েক লাখ মানুষ নতুন করে বেকার হয়েছেন। বিএনপি সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল এমনই এক উদ্বেগজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে। এ কারণেই তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেই অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বন্ধ কলকারখানা চালু করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বেসরকারি খাতের আস্থা ফেরাতে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের প্রথম বাজেটে বেসরকারি খাত যেন ঘুরে দাঁড়ায় সেজন্য একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছেন।

সরকার যখন বেসরকারি খাতকে সচল করতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে তখন সরকারের ভিতরে থাকা অপশক্তি বেসরকারি খাতের গলা টিপে ধরার নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। সম্প্রতি দুর্নীতি দমন কমিশন, দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রায় সব শিল্প গ্রুপকে নতুন করে হয়রানির নীলনকশা তৈরি করেছে। স্কয়ার, বসুন্ধরা, হা-মীম, যমুনা, পারটেক্স, আকিজ, সিটি, ইউনাইটেড, প্রাণ-আরএফএল, ওয়ালটন, ট্রান্সকম গ্রুপসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে তদন্তের নামে নতুন করে হয়রানি শুরু করেছে। গত ১৪ জুলাই দুর্নীতি দমন কমিশন এক চিঠিতে বলেছে, 'বাংলাদেশের কতিপয় বড় বড় গ্রুপ অব কোম্পানিজের বিরুদ্ধে প্রকৃত তথ্য গোপন করে বিভিন্ন কোম্পানির একাধিক অডিট রিপোর্ট তৈরি করে ব?্যাংকসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে জমা দিয়ে শত শত কোটি টাকা সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আত্মসাৎ ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে রয়েছে।' এই কল্পিত অভিযোগ তদন্তের জন্য দুদক বিগত ১০ বছরের (২০১৫ থেকে ২০২৫) ফাইন্যান্সিয়াল/অডিট রিপোর্ট চেয়েছে। বেশ কয়েকটি কারণে দুর্নীতি দমন কমিশনের এই চিঠি উদ্বেগজনক এবং অত্যন্ত আপত্তিকর। প্রথমত, এখন দুদকের কমিশন নেই। নতুন কমিশন গঠনের জন্য সরকার সম্প্রতি একটি সার্চ কমিটি গঠন করেছে। দুদকের আইন অনুযায়ী এ ধরনের অনুসন্ধান, তদন্ত একমাত্র কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে করা যায়। বিগত পাঁচ মাস কমিশন নেই। ড. আবদুল মোমেনের নেতৃত্বে কমিশন এ ধরনের তদন্তের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তাহলে আইন লঙ্ঘন করে কর্তৃত্ববহির্ভূতভাবে এরকম তদন্ত কার নির্দেশে? এটি সুস্পষ্ট দুদকের আইনের লঙ্ঘন। বর্তমান আইনে কমিশন ছাড়া দুদকের কিছু করার এখতিয়ার নেই। কারা এই এখতিয়ারবহির্ভূত কাজ করেছে? যারা করেছে তারা সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে চাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যখন সরকার বেসরকারি খাতে গতি ফেরাতে বাজেটে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ঠিক তখনই দুর্নীতি দমন কমিশনের একটি মহলের এই তৎপরতা কি সরকারের উদ্যোগ ভেস্তে দেওয়ার জন্য? তৃতীয়ত, যখন নতুন কমিশন গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তখন তড়িঘড়ি করে দেশের শীর্ষ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অযাচিতভাবে হয়রানির উদ্দেশ্য কী? সর্বশেষ, কীসের ভিত্তিতে এই অভিযোগ? এই একটি ঘটনা বলে দিচ্ছে সরকারের ভিতরেই সক্রিয় রয়েছে শত্রু। যারা সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য নানানরকম ষড়যন্ত্র করছে। শুধু দুদক নয়, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভিতরে থাকা সরকারের লোকজন সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করছে। এরা ঘরের শত্রু বিভীষণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এখনো প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে এমন সব লোকজন, যারা শুধু বিএনপির মতাদর্শের বিরোধী নন, বিগত নির্বাচনে বিএনপির বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। এখন তারাই ভোল পালটে ফেলেছেন। বাইরে এরা যতই এখন শহীদ জিয়ার সৈনিক সাজুক না কেন, তারা বিএন-পির ক্ষতি করার চেষ্টা করবে সুযোগ পেলেই।

২০২৪ সালের পাঁচ আগস্ট আওয়ামী লীগের পতনের তিন দিন পর ৮ আগস্ট ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। ইউনূস ক্ষমতা নিয়েই সর্বস্তরে ব্যাপক পরিবর্তন করেন। প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে নিম্ন আদালতের বিচারক, মন্ত্রিপরিষদ সচিব থেকে সহকারী সচিব, পুলিশের আইজি থেকে থানার ওসি- সব পর্যায়ের রদবদল করা হয়েছিল। ইউনূস সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা। সেজন্য তিনি এমনভাবে সবকিছু সাজিয়েছিলেন যাতে নির্বাচনের পক্ষে কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে না থাকে। এসব রদবদল করা হয়েছে দুটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের তালিকা অনুযায়ী। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা সচিবালয়ে অবস্থান করতেন, তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী রদবদল করা হতো। অনেক উপদেষ্টা মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে জেলা প্রশাসক থেকে সচিব পর্যন্ত পদায়ন দিতেন। টাকার বিনিময়ে পদায়ন ছিল ইউনূস সরকারের সময়ে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এসব নিয়ে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলেও অন্তর্বর্তী সরকার সেসবকে পাত্তা দেয়নি। বরং লোকদেখানো তদন্ত কমিটি করে সব দুর্নীতিকে বৈধতা দিয়েছে। তাই ইউনূস সরকারের আমলে যারাই বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পেয়েছেন তাদের সততা এবং যোগ্যতা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। তার চেয়েও বড় কথা হলো- এমনভাবে প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সাজানো হয়েছিল যেন বিএনপি কোণঠাসা থাকে। এই প্রশাসন পাঁচ মাসেও পুরোপুরি পরিবর্তন করা হয়নি। ফলে মাঠ প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু সদস্য, এনবিআরসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যারা সরকারের বিরুদ্ধে নীরবে ষড়যন্ত্র করছে। এখনই এদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। না হলে ঘরের ইঁদুর বাঁশ কাটবে। এই সরকারকে সফল হতে হলে শত্রুদের এখনই চিহ্নিত করতে হবে। শত্রুর সঙ্গে বসবাস করে বিএনপি কীভাবে ৩১ দফা বাস্তবায়ন করবে?

গ্রিণকার্ডের পথে অন্তরায় নতুন পাবলিক চার্জ বিধি

(প্রথম পাতার পর)

অধিকারকর্মীদের সমন্বয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির নতুন পাবলিক চার্জ বিধি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরে সতর্ক করেন যে, নতুন বিধি নিউইয়র্কজুড়ে অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে ভীতি ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে এবং যোগ্য ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সেবা কর্মসূচি গ্রহণ থেকে নিরুৎসাহিত করবে। উল্লেখ্য, আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ট্রাম্পের নতুন পাবলিক চার্জ বিধি কার্যকর হবে। নতুন বিধি অনুযায়ী অভিবাসন কর্মকর্তারা মূল্যায়ন করবেন যে, যেসব অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা বিভিন্ন ধরনের সুবিধা গ্রহণ করছেন এবং যারা পারিবারিক স্পন্সরে যুক্তরাষ্টে বৈধ অভিবাসী হিসেবে স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদায় যুক্তরাষ্ট্রে আসার অনুমতি চাইবেন, তাদের 'পাবলিক চার্জ' হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, অর্থ্যাৎ তারা যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য সরকারি ব্যয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন কিনা।।

ট্রাম্প প্রশাসনের ঘোষিত পরিবর্তিত পাবলিক চার্জ বিধি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের আমলের পাবলিক চার্জ বিধির স্থলাভিষিক্ত হবে। বাইডেনের বিধি কার্যকর হয়েছিল ২০২২ সালের ২৩ ডিসেম্বর থেকে, যে বিধিতে পাবলিক চার্জ নির্ধারণ সীমাবদ্ধ ছিল আবেদনকারীর নগদ সহায়তা গ্রহণ বা সরকার-অর্থায়িত দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা ব্যবহারের মধ্যে। নতুন বিধির অধীনে অভিবাসন কর্মকর্তারা বিস্তৃত বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করবেন, যাতে নির্ধারণ করা হবে যে, কোনো অভিবাসী নাগরিকত্ব অর্জন করতে ও অভিবাসন স্ট্যাটাস পরিবর্তন করতে পারবেন কিনা অথবা আদ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের যোগ্য কি না। সবকিছুর মর্ম হলে উক্ত ব্যক্তি পারিবারিক স্পন্সরশিপে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর রাষ্ট্রের দায় হয়ে পড়বেন কিনা।

নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশন ট্রাম্পের নতুন পাবলিক চার্জ বিধিকে বিপজ্জনক পশ্চাদপদ পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছে, যা নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র বসবাসকারী অভিবাসী, এবং যারা পারিবারিক স্পন্সরশিপে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার জন্য তাদের নিজ নিজ দেশে অবস্থান করছেন, তাদের মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে এবং তারা ভীতি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাচ্ছেন। কারণ ট্রাম্পের পাবলিক চার্জ বিধিতে তারা স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কর্মসূচির সুবিধা গ্রহণের জন্য জরিমানাসহ বিভিন্ন সাজার মধ্যে পড়তে পারেন।

নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুরাদ আওয়াওদেহ ব্রিফিংয়ে বলেন, পাবলিক চার্জ বিধি আমেরিকার করদাতাদের নিরাপত্তার ব্যাপার নয়, প্রশাসন এ বিধিতে পরিবর্তন এনেছে অভিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ সেবা গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে এবং ভীতির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। এর প্রভাব কেবল যারা সরাসরি এর আওতায় পড়বেন, তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং পরিবারগুলোকে চরম পীড়নের মধ্যে ফেলবে যে, তারা নিরাপদে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারবেন কি না, অথবা পরিবারের জন্য খাবার জোগাড় করতে পারবেন কি না। আমাদের কোয়ালিশন কাজ চালিয়ে যাবে যাতে নিউইয়র্কের প্রতিটি অভিবাসী কমিউনিটি বিশ্বস্ত আইনি পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ লাভ করে। সিটি মেয়রের অভিবাসী বিষয়ক কমিশনার ফাইজা এন আলী বলেছেন, কারও অভিবাসন স্ট্যাটাস যাই হোক না কেন, সকল বাসিন্দা কোনো ভয়ভীতি ছাড়াই সিটির সেবা গ্রহণের অধিকার রাখে। পাবলিক চার্জের আওতা বৃদ্ধির ফেডারেল সরকারের সিদ্ধান্ত নিউইয়র্ক সিটির পাঁচ বরোর অভিবাসী পরিবারগুলোর পাশাপাশি সিটির অর্থনীতির ওপরও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। মানুষ যখন চিকিৎসা নিতে, অপরাধের অভিযোগ জানাতে বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করতে ভয় পায়, তখন পুরো কমিউনিটি নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে। নাগরিকাদের চিকিৎসা গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হলে সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং সবার নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলে। তিনি পাবলিক চার্জ নিয়ে উদ্বেগের কারণে সেবা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট নিউইয়র্কবাসীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন সিটি মেয়রের অফিসের অভিবাসন বিষয়ক অফিসে বিনামূল্যে এবং গোপন আইনগত সহায়তার জন্য লিগ্যাল সাপোর্ট হটলাইন ১-৮০০-৩৫৪-০৩৬৫ নম্বরে যোগাযোগ করে তাদের অধিকার সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করতে। তিনি বলেণ, আমরা অভিবাসী কমিউনিটির পাশে থাকব এবং এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য লড়াই চালিয়ে যাব যেখানে সকল নিউইয়র্কবাসী নিরাপত্তা, সুযোগ এবং মর্যাদার জীবন যাপন করতে পারবেন।

অ্যারাব-আমেরিকান ফ্যঅমিলি সাপোর্ট সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক র‍্যান্ডি আলী পাবিলিক চার্জ বিষয়ক ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন বিধিকে অত্যন্ত বিবেকহীন বলে উল্লেখ করে বলেছেন যে, প্রশাসন এমন এক সময়ে এই পদক্ষেপ নিচ্ছে, যখন সারা দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে মানুষ হিমশিম খাচ্ছে এবং অনেক নিউইয়র্কবাসী তাদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে জীবনপণ সংগ্রাম করছেন। নতুন পাবলিক চার্জ বিধি কার্যকর হলে নিঃসন্দেহে পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

এশিয়ান আমেরিকান ফেডারেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্যাথরিন চেন বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসন আবারও কর্মজীবী পরিবারগুলোকে শাস্তি দিতে অভিবাসন নীতি ব্যবহার করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এই নিষ্ঠুর পাবলিক চার্জ নীতি পরিবারগুলোকে এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলবে, যেখানে তারা এই দেশে তাদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করা এবং নিজেদের সন্তানদের সেবার মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে। প্রায় ৭০টি কমিউনিটি সংগঠনের আমাদের নেটওয়ার্কজুড়ে পরিবারগুলো ইতোমধ্যেই ভয়ের কারণে সুবিধা ত্যাগ করছে এবং খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রের মতো সেবাও এড়িয়ে চলছে। আমরা পরিবারগুলোকে অনুরোধ করছি, আইনিভাবে পাওয়ার অধিকার রয়েছে এমন সুবিধা ত্যাগ বা এড়িয়ে যাওয়ার আগে বিশ্বস্ত আইনি উৎস থেকে প্রকৃত তথ্য জেনে নিতে।

গ্রিন কার্ড পেতে দিতে হবে ১ লাখ ডলারের বন্ড!

যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের স্বপ্ন দেখছেন যারা, তাদের জন্য বড় ধরনের একটি ধাক্কা আসতে পারে। যারা যুক্তরাষ্ট্রের 'গ্রিন কার্ড' বা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আবেদন করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য ১ লাখ মার্কিন ডলারের (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকার বেশি) একটি বন্ড বা জামানত চালুর বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'দ্য হিল'-এর একটি প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মূলত যে সমস্ত আবেদনকারী ভবিষ্যতে মার্কিন সরকারের ওপর আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারেন অথবা সরকারি সুযোগ-সুবিধার ওপর নির্ভরশীল হতে পারেন বলে মনে করা হবে, তাদের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হতে পারে। এই বন্ড চালুর মূল উদ্দেশ্য হলোড়অভিবাসীরা যেন যুক্তরাষ্ট্রে এসে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন এবং দেশটির সামাজিক কল্যাণমূলক ও জনসহায়তা কর্মসূচির ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি না করেন। এ বিষয়ে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র টমি পিগট জানান, অভিবাসন ব্যবস্থা কার্যকর করতে এবং দেশের আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়নে ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সাথে যৌথভাবে কাজ করছে মার্কিন সরকার। টমি পিগট আরও বলেন, "অভিবাসন ব্যবস্থার সততা ফিরিয়ে আনতে এবং যারা গুরুতর চিকিৎসাজনিত বা অন্যান্য ব্যয়বহুল প্রয়োজন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, তাদের আর্থিক বোঝা থেকে আমেরিকান জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলোকে রক্ষা করতে আমরা কাজ করছি।" তিনি জানান, অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনের (ওঘঅ) আওতাধীন দীর্ঘদিনের একটি আইনি ক্ষমতা যাচাই করে দেখা হচ্ছে, যার মাধ্যমে এই বন্ড চালুর বিষয়টি অনুসন্ধান করছে প্রশাসন। আবেদনকারীদের জন্য এটি কীভাবে কাজ করবে?

প্রস্তাবনা অনুযায়ী, এই বন্ডের অর্থ আবেদনকারী নিজে অথবা যুক্তরাষ্ট্রে থাকা তার পরিবারের সদস্যরা জমা দিতে পারবেন। পরবর্তীতে অভিবাসী যদি সফলভাবে মার্কিন আইন মেনে চলেন এবং সরকারি ভাতার ওপর নির্ভরশীল না হন, তবে নির্দিষ্ট সময় পর এই বন্ডের টাকা ফেরত দেওয়া হবে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের মতে, যেসব আবেদনকারীর আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে, তাদের জন্য এই বন্ড হবে নিজেদের স্বাবলম্বিতা প্রমাণ করার এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়ার একটি নতুন সুযোগ। এর আগে ট্রাম্প প্রশাসন এইচ-১বি (ঐ-১ই) ভিসা আবেদনের ওপর ১ লাখ ডলারের ফি আরোপের চেষ্টা করেছিল, যা পরবর্তীতে ফেডারেল আদালত কর্তৃক বাতিল হয়ে যায়। তবে বর্তমান গ্রিন কার্ডের ফি যেখানে মাত্র ১,৪৪০ ডলার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ২,০০০ ডলারের কাছাকাছি, সেখানে ৬ অঙ্কের (১ লাখ ডলার) এই বন্ড চালুর প্রস্তাবকে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় একটি নজিরবিহীন ও নাটকীয় পরিবর্তন হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান সরকার এবং ট্রাম্প প্রশাসন অবৈধ অভিবাসী বহিষ্কার এবং 'বার্থ ট্যুরিজম' (নাগরিকত্বের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে এসে সন্তান জন্ম দেওয়া) বন্ধসহ সামগ্রিক অভিবাসন ব্যবস্থা আরও কঠোর করার যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, এই বন্ড প্রথা তারই একটি অংশ।

গ্রিনকার্ডধারীরাও বহিস্কার হতে পারেন নৈতিক স্খলনে

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনকার্ডধারী বা স্থায়ী বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে যদি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অভিযোগ থাকে, তাহলে বর্ডার এজেন্টরা ইচ্ছা করলেই গ্রিনকার্ডধারীদের যুক্তরাষ্ট্রে পুন:প্রবেবোধা দিতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় অনুযায়ী বর্ডার এজেন্টদের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, কোনো গ্রিনকার্ডধারীর বিরুদ্ধে যদি এমন কোনো ফৌজদারি অভিযোগ থাকে, যা আদালতে প্রমাণিত হয়নি, সেক্ষেত্রে বর্ডার এজেন্টরা অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রিনকার্ডধারীদের যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার অধিকার চ্যালেঞ্জ করতে পারেন এবং এর ফলে গ্রিনকার্ডধারীকে গ্রেফতার করা হতে পারে, এমনকি তাকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডিপোর্ট বা বহিষ্কারের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। সুপ্রিম কোর্ট এই রায়ের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনকে একটি বড় ধরনের আইনি সুবিধা *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

সিঙ্গাপুরের পাসপোর্ট সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী

(প্রথম পাতার পর)

এবার বাংলাদেশের সঙ্গে একই অবস্থানে আছে উত্তর কোরিয়া। এবারের সূচকেও যথারীতি শীর্ষে আছে সিঙ্গাপুর। আর সবার শেষে আফগানিস্তান। যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স প্রকাশিত সূচকে এসব তথ্য জানা গেছে। মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে সূচকটি প্রকাশ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, কোনো দেশের পাসপোর্ট দিয়ে আগাম ভিসা ছাড়া কিংবা ভিসামুক্ত সুবিধা নিয়ে কতটি দেশে যাওয়া যায়, তার ওপর ভিত্তি করে শক্তিশালী পাসপোর্টের এই সূচক তৈরি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে বিশ্বের ১৯৯টি দেশের পাসপোর্ট ও ২২৭টি ভ্রমণ গন্তব্য। সূচকে প্রকাশিত তথ্য বলছে, এখন বাংলাদেশ ও উত্তর কোরিয়ার পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা আগাম ভিসা ছাড়া কিংবা ভিসামুক্ত সুবিধা নিয়ে বিশ্বের ৩৫টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন; যদিও বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা গত বছর আগাম ভিসা ছাড়া বিশ্বের ৩৭টি দেশে ভ্রমণ করতে পারতেন। গত বছর এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০০তম। তার আগের বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯৭তম। তার আগে সর্বশেষ ২০২০ সালে এই সূচকে বাংলাদেশ ৯৮তম অবস্থানে ছিল। পরের তিন বছর, অর্থাৎ ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালে সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল যথাক্রমে ১০৮তম, ১০৩তম ও ১০১তম ।অন্যদিকে ২০২৫ সালের সূচকে উত্তর কোরিয়ার অবস্থান ছিল ৯৯তম।

সেরা দশে কারা : এ বছরের সূচকে শীর্ষ অবস্থানে আছে সিঙ্গাপুর। দেশটির পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ১৯২টি দেশ ভ্রমণ করতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে এশিয়ার আরও তিন দেশড়জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। ১৮৮টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন এ তিন দেশের পাসপোর্টধারীরা। সূচকে তৃতীয় অবস্থানে আছে ইউরোপের দেশ সুইডেন। দেশটির পাসপোর্টধারীরা ১৮৭টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। চতুর্থ অবস্থানে আছে মোট ১১টি দেশ। সব কটিই ইউরোপের। দেশগুলো হলো বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে ও স্পেন। দেশগুলোর পাসপোর্টধারীরা ১৮৬টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। এবারের সূচকে পঞ্চম অবস্থানে আছে পাঁচটি দেশ। অস্ট্রিয়া, গ্রিস, মাল্টা, পর্তুগাল ও সুইজারল্যান্ডড়এ পাঁচ দেশের পাসপোর্টধারীরা ১৮৫টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যড়এ তিন দেশ আছে ষষ্ঠ অবস্থানে। এসব দেশের পাসপোর্টধারীরা ১৮৪টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। সূচকে সপ্তম অবস্থানে থাকা আটটি দেশ অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চেক প্রজাতন্ত্র, লাটভিয়া, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, স্লোভাকিয়া ও স্লোভেনিয়ার পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন ১৮৩টি দেশে। অষ্টম অবস্থানে থাকা ক্রোয়েশিয়া ও এস্তোনিয়ার পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ১৮২টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন। সূচকে নবম অবস্থানে আছে দুটি দেশড়লিচেনস্টেইন ও লিথুনিয়া। দেশ দুটির পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন ১৮১টি দেশে। সূচকে দশম অবস্থানে থাকা আইসল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন ১৮০টি দেশে।

অন্যরা কে কোথায় : ফুটবলের পরাশক্তি হিসেবে পরিচিত লাতিন আমেরিকার দুই দেশ ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা একই অবস্থানে (১৬তম) আছে। দেশ দুটির পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন ১৬৯টি দেশে। যুদ্ধরত ইউক্রেন ও রাশিয়া আছে যথাক্রমে ৩১তম ও ৪২তম অবস্থানে। ইউক্রেনের পাসপোর্টধারীরা ১৪২টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। রাশিয়ার পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন ১১৪টি দেশে। এবারের সূচকে ইসরায়েলের অবস্থান ১৮তম। দেশটির পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ১৬৬টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন। ইরান আর ফিলিস্তিনের অবস্থান ৯৬তম। তারা আগাম ভিসা ছাড়া ৩৭টি দেশে যেতে পারেন। মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরবের অবস্থান ৫৪তম। কসভোর সঙ্গে যৌথভাবে ৬০তম অবস্থানে থাকা চীনের পাসপোর্টধারীরা ৮৩টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়াই ভ্রমণ করতে পারেন। ৮৭তম অবস্থানে আছে হাইতি ও ভিয়েতনাম।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থান : বাংলাদেশের প্রতিবেশী, অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট মালদ্বীপের। সূচকে দেশটির অবস্থান ৫২তম। মালদ্বীপের পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ৯৩টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন। এরপরই ভারতের অবস্থান (৮১তম)। ভারতীয় পাসপোর্টধারীরা ৫৫টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। ৮৮তম অবস্থানে থাকা ভুটানের পাসপোর্টধারীরা ৪৭টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। মিয়ানমার আছে ৯১তম অবস্থানে। দেশটির পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন ৪৩টি দেশে। সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টের সূচকে শ্রীলঙ্কা আছে ৯৪তম অবস্থানে। দেশটির পাসপোর্টধারীরা ৩৯টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। বাংলাদেশের ঠিক পরে ৯৮তম অবস্থানে থাকা নেপালের পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন মোট ৩৪টি দেশে। পাকিস্তান রয়েছে ১০১তম অবস্থানে। দেশটির পাসপোর্টধারীরা ২৯টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টের সূচকে সবচেয়ে নিচে (১০৪তম) আফগানিস্তানের অবস্থান। দেশটির পাসপোর্টধারীরা ২২টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দুটি দেশড়সিরিয়া (১০৩তম) ও ইরাক (১০২তম)। সিরিয়ার পাসপোর্টধারীরা ২৫টি দেশে এবং ইরাকের পাসপোর্টধারীরা ২৮টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন।

নিউইয়র্ক সিটিতে আইস'র হাতে সাড়ে ২৮ হাজার আটক

(প্রথম পাতার পর)

অবৈধ অভিবাসী আটকাভিযান পুনরায় গতি সঞ্চার করেছে। কেবল নিউইয়র্ক সিটিতেই এক বছরে ২৮,৪২৭টি অভিবাসন-সংশ্লিষ্ট গ্রেপ্তারের তথ্য দিয়েছে 'ডিপোর্টেশনট্রেকারডটলাইভ'। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় গত ৪ এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ৫ লাখ ৮২ হাজার ৪০ জনকে আটক করা হয়েছে এবং বর্তমানে ডিটেনশন সেন্টারগুলোতে রয়েছে ৬৫,৭৭০ জন। গত এপ্রিল পর্যন্ত ডিটেনশন সেন্টারগুলোতে আটক ছিল মাত্র ৫,৪৫০ জন। ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর 'আইস' গত দেড় বছরে মোট ৮ লাখ ৪৫ হাজারের বেশি অভিবাসীকে বহিস্কার করেছে। এর মধ্যে ২০২৫ সালে ৪ লাখ ৪২ হাজার ৬৬৩ জন এবং ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত ৪ লাখ ৩ হাজার, ২৯৪ জন। এছাড়া সীমান্তে আটকে দিয়েছে প্রায় ৩০ লাখ বিদেশিকে, যারা যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছে এবং ১৬ লাখ অভিবাসী স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছে মর্মে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির পরিসংখ্যানে পাওয়া যাচ্ছে।

গত ১ জুলাই নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক রিপোর্টে শহর এলাকাগুলোতে মাত্র ৫ দিনে দশ হাজারের বেশি অভিবাসী আটকের কথা বলা হয়েছিল। এরপর থেকে আটক সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। ফলে অভিবাসী কমিউনিটির মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি 'আইস'কে নির্দেশ দিয়েছে, যাতে তারা ডিপোর্টেশনযোগ্য অভিবাসীদের আটক কাজে অধিক মনোযোগী হন। 'আইস' এজেন্টরা অভিবাসীদের আদালতে হাজিরার সময়, ট্রাফিক সিগন্যালে এবং পথেঘাটে সন্দেহভাজন অভিবাসীকে গ্রেপ্তার শুরু করেছে। এই উদ্যোগের ফলে সাম্প্রতিক আটকের সংখ্যা চলতি বছরের শুরুতে দৈনিক আটক সংখ্যা ১,০০০ এর চেয়ে এখন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী হোয়াইট হাউস গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাড়াতে চায়। বর্তমান গতি কতদিন বজায় রাখা সম্ভব হবে তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে, দৈনিক ২,০০০ গ্রেপ্তারই এখন নতুন মানদণ্ড। টাইমস বলেছে, গ্রেপ্তার বৃদ্ধি ইঙ্গিত দেয় যে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসীদের ব্যাপক সংখ্যায় ডিপোর্ট করার প্রতিশ্রুতি পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মুখপাত্র লরেন বিস নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন, 'আমাদের বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট। কেউ যদি অবৈধভাবে আমাদের দেশে আসেন, আমরা তাকে খুঁজে বের করব, গ্রেপ্তার করব এবং ডিপোর্ট করব।'

ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) এখন অবৈধ অভিবাসী পাকড়াও এ ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে। 'আইস' এর সূত্র উল্লেখ করে রিয়েল-টাইমট্রেকিং প্ল্যাটফর্মের তথ্য অনুযায়ী গত সপ্তাহে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ২১,৯০০ এর বেশি অভিবাসী বিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে এবং এসব অভিযানে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন সেন্টারে প্রেরণ ও কিছু ডিপোর্টেশনের ঘটনাও ঘটেছে। কেবল নিউইয়র্ক সিটিতেই ২৮,৪২৭টি অভিবাসন-সংশ্লিষ্ট গ্রেপ্তারের তথ্য দিয়েছে 'ডিপোর্টেশনট্রেকারডটলাইভ'। এতে আরো জানান হয়েছে যে, টেক্সাসে হিসপানিক অধ্যুষিত এলাকাসমূহ – হারলিঞ্জেন, এল পাসো এলাকায় সর্বোচ্চ সংখ্যক অবৈধ অভিবাসী গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে। শহরাঞ্চলেল মধ্যে নিউইয়র্ক সিটি, লস অ্যাঞ্জেলেস, মায়ামি এবং হিউস্টনে অভিবাসী আটকের সংখ্যা অধিক। পেনসিভেনিয়া, ওয়াশিংটন, ক্যালিফোর্নিয়া এবং মিডওয়েস্টেও 'আইস' এর ব্যাপক ধরপাকড় অভিযানের খবর পাওয়া গেছে। গণমাধ্যম কর্মীরা উল্লেখ করেছেন যে, অভিবাসীদের গ্রেফতারের জন্য ইমিগ্রেশন কোর্ট এলাকা, অভিবাসীদের কর্মস্থল ও বাসস্থান, বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বেছে নেওয়ার পাশাপাশি আইস' এর নজরদারি, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধি করেছে বলেও 'ডিপোর্টেশনট্রেকারডটলাইভ' উল্লেখ করেছে।

একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 'আইস' এর অভিযানে দেশের সর্বত্র চলছে। কিন্তু তারা তাদের অভিযান সব অঞ্চলে এক ধরনের নয়। যেখানে যে কৌশলে অভিযান পরিচালনা করলে অধিক ফলপ্রসু হতে পারে, তারা সেভাবে অভিযান চালাচ্ছে। যদিও দৃশত্য শহর ও সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে অবৈধ অভিবাসী ধরপাকড়ের সংখ্যা অধিক, কিন্তু আমেরিকান গ্রাম ও শহরতলীতেও 'আইস' এর অভিযান চলছে। অভিবাসন অধিকার প্রবক্তারা প্রতিটি অভিবাসী কমিউনিটির বৈধ-অবৈধ অভিবাসীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন, 'আইস' এর অভিযানে আটক হওয়ার আগে, এমনকি আটক হওয়ার পরও আইনি সহায়তা লাভের সুযোগ গ্রহণ করেন।

টেক্সাসে আটক ২৩৮ অভিবাসী, অভিবাসন বিরোধী অভিযানে নিহত ২

যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) জানিয়েছে, টেক্সাসের রিও গ্র্যান্ড ভ্যালিতে একদিনের অভিযানে ২৩৮ জন অভিবাসীকে আটক করা হয়েছে। সংস্থাটির দাবি, এটি ওই অঞ্চলে তাদের পরিচালিত সবচেয়ে বড় লক্ষ্যভিত্তিক অভিযান। বুধবার ফক্স নিউজ এ তথ্য জানিয়েছে। এ অভিযান এমন সময় পরিচালিত হলো, যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসনবিষয়ক ট্রাফিক স্টপ বা যানবাহন থামিয়ে পরিচালিত অভিযানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। এর আগে দেশটির হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এ ধরনের বেশিরভাগ অভিযান স্থগিত করার বিষয়টি বিবেচনা করছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ট্রাফিক স্টপ আইসিইর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর অপরাধ দমন কৌশলগুলোর একটি। আইসিই জানায়, ১৮ জুন হারলিনজেন ফিল্ড অফিস আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে অপহরণের চেষ্টা, যৌন নিপীড়ন ও মাদক রাখার মতো অপরাধে পূর্বে দণ্ডিত হওয়ার রেকর্ড রয়েছে।

হারলিনজেন ফিল্ড অফিসের পরিচালক হুয়ান আগুদেলো এক বিবৃতিতে বলেন, 'জননিরাপত্তা জোরদার করা এবং দেশের অভিবাসন ব্যবস্থার অখণ্ডতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আইসিইর অভিযান অব্যাহত থাকবে।' আটক ব্যক্তিদের মধ্যে মেক্সিকোর নাগরিক ম্যানুয়েল মোরালেস-হেরোনিমো রয়েছেন। আইসিইর দাবি, তিনি 'পাইসাস' নামের একটি গ্যাংয়ের সদস্য। তার বিরুদ্ধে মারামার, মাদক ও গাঁজা রাখা, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো, অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ এবং তিনবার অবৈধ পুনঃপ্রবেশের দায়ে দণ্ডিত হওয়ার রেকর্ড রয়েছে। এ ছাড়া আটক হওয়া আরেক মেক্সিকান নাগরিক হোসে আলফ্রেদো কাস্তিয়ো-মেন্দোজা-র বিরুদ্ধে অপহরণের চেষ্টা, যৌন নিপীড়ন এবং অবৈধ পুনঃপ্রবেশের মামলায় দণ্ডিত হওয়ার তথ্য জানিয়েছে আইসিই। সূত্র : আনাদোলু

গ্রিণকার্ডের পথে অন্তরায় নতুন পাবলিক চার্জ বিধি

(৪২ পাতার পর)

দিয়েছে, যা বৈধ অভিবাসনের ওপর প্রেসিডেন্টের ক্রমবর্ধমান কঠোর অবস্থানের সহায়ক। এই রায়ের ফলে বর্ডার এজেন্টরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে, গ্রিনকার্ডধারীরা আমেরিকায় প্রবেশ করতে পারবেন কিনা। গত সপ্তাহের মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট ৬-৩ রায়ে প্রশাসনকে সরকারকে আমেরিকার বাইরে থেকে পুনরায় আমেরিকায় প্রবেশ করার সময় গ্রিনকার্ডধারীদের সুযোগকে শর্তাধীন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ আদালতের মতে, কোনো গ্রিনকার্ডধারীকে আমেরিকায় পুন:প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য বর্ডার এজেন্টদের কাছে সংশ্লিষ্ট গ্রিনকার্ডধারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ থাকাই যথেষ্ট। তিনি গুরুতর অপরাধ করেছেন, এমন 'স্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ' থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।.

অবশ্য উদারপন্থী বিচারপতি কেতনজি ব্রাউন জ্যাকসন এই মর্মে তার মতামত দিয়েছেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের এই রায় গ্রিনকার্ডধারীদের অধিকারকে অবহেলার সঙ্গে অগ্রাহ্য করেছে এবং প্রশাসনকে অভিবাসন আইন নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি বড় ব্ল্যাংক চেক প্রদান করেছে। এই রায় প্রশাসনের জন্য এমন সুযোগ তৈরি করেছে যে, তাদের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসা কোনো গ্রিনকার্ডধারীর আইনি অবস্থান বদলে দেওয়া সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, এই ধারাবাহিকতা সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামোর স্পষ্ট ভাষা ও মৌলিক কার্যক্রমকে দুর্বল করে, যা নিশ্চিত করে যে গ্রিনকার্ডধারীদের সীমান্তে প্রবেশের জন্য আবেদনকারী হিসেবে গণ্য করা হবে না, যদি না নির্দিষ্ট কিছু ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হয়। এছাড়া তিনি মনে করেন, এমনকি ওই ব্যক্তি যদি পরে মুক্তিও পান এবং তাকে ডিপোর্ট করার প্রশাসনিক উদ্যোগ ব্যর্থ হয়, তবুও গ্রিনকার্ডধারীর বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে তার স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা তার জন্য খুব বেশি সান্ত্বনার হবে না।

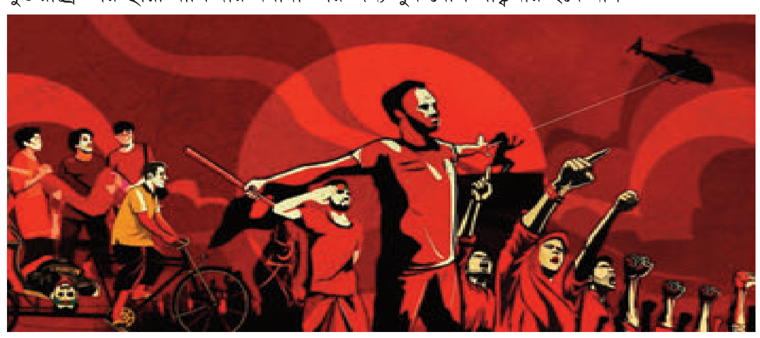

জুলাই বিপ্লবের শত্রু-মিত্র

(৮ পাতার পর)

কিছু করার নেই।' রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় এটিকে Revolutionary Complacency বলা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, গণ-অভ্যুত্থান পরিবর্তনের শুরু, শেষ নয়। যদি সংস্কার থেমে যায়, যদি জবাবদিহি দুর্বল হয়, যদি সমালোচনা গ্রহণের সংস্কৃতি হারিয়ে যায়, তাহলে পুরোনো সংকট নতুন রূপে ফিরে আসতে পারে। বিপ্লব ও আন্দোলন ব্যর্থ হতে পারে। পুরোনো শাসন ও ব্যবস্থাই বরং তখন ন্যায্যতা ও বৈধতা দাবি করতে পারে। ফলে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, জুলাইয়ের সামনে এখন কী করণীয়? এক্ষেত্রে উত্তর হলো, জুলাইয়ের প্রকৃত সুরক্ষা হবে চারটি মৌলিক নীতিতে। প্রথমত, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, নির্বাচন কমিশন, বিচারব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জবাবদিহি নিশ্চিত করা। দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজের উপযুক্ত করা। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় দলীয় চাটুকারদের উচ্ছেদ করা এবং বাইরে থেকে প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণের পথ বন্ধ করা। দ্বিতীয়ত, নৈতিক রাজনীতি-দলীয় আনুগত্যের চেয়ে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া। দলীয় নেতাদের গোষ্ঠী ও দলের বাইরে এসে বৃহত্তর পরিসরে চিন্তা ও কাজ করার মানসিকতার প্রমাণ দেওয়া। এর মাধ্যমে সরকারকে অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা এবং দলীয়করণের মাত্রা হ্রাস করা। তৃতীয়ত, নাগরিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। মতামত প্রদান বা দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি করে তরুণ, নারী, সংখ্যালঘু, পেশাজীবী ও নাগরিক সমাজকে নীতিনির্ধারণে যুক্ত করা। চতুর্থত, কেবল স্মৃতির রাজনীতিতে আচ্ছন্ন থাকার বদলে সংস্কারের রাজনীতিকে এগিয়ে নেওয়া। জুলাইকে শুধু স্মরণ ও আবেগের বিষয়ে পরিণত না করে রাষ্ট্র ও সরকারের গণতন্ত্রায়ণের বাস্তব নীতিতে রূপান্তর করা।

তাই জুলাই বিপ্লবের একচ্ছত্র চ্যাম্পিয়ন সেজে বাগাড়ম্বর গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রহণযোগ্য হলো, জুলাই চেতনায় সমমনাদের একত্রিত করে রাষ্ট্র ও সরকারকে ফ্যাসিবাদী হতে না দেওয়া এবং দেশকে দ্রুততার সঙ্গে গণতান্ত্রিক সুশাসনের পথে এগিয়ে নেওয়া। এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। কারণ, ইতিহাস বলে, অনেক বিপ্লব বহিরাগত শক্তির কারণে ব্যর্থ হয়নি। ব্যর্থ হয়েছে নিজস্ব আদর্শ থেকে বিচ্যুতির কারণে।

অতএব, জুলাইকে রক্ষা করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো শত্রু-মিত্রের স্পষ্ট ধারণা সর্বত্র চিহ্নিত করা। রাষ্ট্র ও সরকারের শীর্ষ থেকে শেকড় বা তৃণমূল পর্যায়ের আমজনতা পর্যন্ত সবাই যেন বিপ্লবের মতাদর্শ, নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ বার্তা পায়। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী যেন বিপ্লবকে কবজা করে বা বিপ্লবের বিরোধিতা করে পুরোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি ঘটাতে না পারে।

জুলাইয়ের প্রকৃত বিজয় হবে তখনই, যখন মানুষ নতুন ফ্যাসিবাদ বা দলীয়পনায় বিব্রত হবে না এবং আর কোনো নতুন গণ-অভ্যুত্থানের প্রয়োজন অনুভব করবে না। এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ও নেতারা নাগরিকের অধিকার, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ হয়ে উঠবে। সেটিই হবে জুলাই বিপ্লবের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য।

প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ : চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; নির্বাহী পরিচালক, চট্টগ্রাম সেন্টার ফর রিজিওনাল স্টাডিজ বাংলাদেশ (সিসিআরএসবিডি)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে WEEKLY BANGLADESH

প্রধান অন্তরায় বৈষম্য

(৪ পাতার পর)

পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্রের মালিকানা হবে জনগণের। সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের অধিকার ও সুযোগের সাম্য থাকবে; ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে। এবং সর্বত্র জবাবদিহিমূলক জনপ্রতিনিধিত্বের শাসন থাকা চাই। এটা এমনি এমনি ঘটবে না; এর জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দরকার হবে। সমাজ বদলের অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষের সংখ্যা কমেছে, কিন্তু নিঃশেষ হয়নি। এই লড়াই বিভিন্ন পন্থায় অব্যাহত রয়েছে। সমাজের বেশির ভাগই ভালো মানুষ। কিন্তু তারা সংগঠিত নয়। তাদের দল নেই। দল গঠনের সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি নেই। মানুষ তো মানুষই থাকবে না, যদি তার মনুষ্যত্ব হারায় এবং মানুষ নিশ্চয়ই মনুষ্যত্ব হারাতে রাজি হবে না। প্রয়োজন বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষদের এগিয়ে আসা।

অঙ্গীকারবদ্ধ অনেকেই যে আছেন এটা একটা বড় রকমের ভরসা বৈকি। তারা দৃষ্টান্ত যেমন তেমনি অনুপ্রেরণার বীজ। ব্যক্তিগতভাবে তাদের রাষ্ট্রীয় নির্যাতন কম সহ্য করতে হয়নি এবং হচ্ছে না, সেটাও অসত্য নয়। বিরূপ বিশ্বের এই সাহসী মানুষেরা দৃষ্টান্ত অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করুক এটাই প্রত্যাশিত।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শেখ হাসিনার ফেরা-না-ফেরা

(৫ পাতার পর)

তিনি ভারতে যাওয়ার পর সেখানকার মূলধারার প্রায় সব রাজনৈতিক দল তার ব্যাপারে অভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। তারা সবাই তাকে একজন বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ভারতের রাজনীতিবিদরা দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে তাকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। এ ব্যাপারে একটা কথাই বলা যায়, ভারতের জাতীয় স্বার্থে তারা সবাই একমত এবং এই একটি ব্যাপারে তাদের সবার কাছে শেখ হাসিনার গুরুত্ব অপরিসীম। শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার পেছনে ভারতের কৌশলগত স্বার্থ এবং মিত্র হিসাবে তাদের দায়বদ্ধতার বিষয়টি উঠে এসেছে। বাংলাদেশ থেকে শেখ হাসিনার চলে যাওয়ার পেছনে আমরা একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা দেখি : ১. বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট যাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল দেশ; ২. শেখ হাসিনা, যিনি নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন; এবং ৩. ভারত সরকার, শেখ হাসিনার প্রতি যার দায়বদ্ধতা ছিল। এটা মনে করা খুবই সংগত হবে যে, শেখ হাসিনাকে ফিরতে হলে এ তিন পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা হতে হবে।

এখানে প্রশ্ন হলো, এ ধরনের সমঝোতার পরিবেশ বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে কি না। শেখ হাসি-নার মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য জ্যোতিষ হওয়ার দরকার নেই। তার কাছে দুটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ : ১. নিজের ও আত্মীয়স্বজনের নিরাপত্তা এবং ২. ক্ষমতা। তার আত্মীয়প্রীতি তো সর্বজনবিদিত। ২০২৪ সালের আগস্টে স্বজনদের সবাইকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে তারপর তিনি দেশ ছেড়েছেন। তার দলের অনেকেই গ্রেফতার হয়েছেন, আত্মগোপনে গেছেন, পালিয়েছেন, আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু তার কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ধরা পড়েছেন বা দুর্দশার মধ্যে আছেন, এমনটি শোনা যায় না। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘদিন ক্ষমতার চর্চা করার কারণে তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, তিনি ক্ষমতা হারাবেন। ক্ষমতা ফিরে পেতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। একটি বিরোধী দলের নেতা হয়ে জীবন কাটানোর কোনো ইচ্ছা তার আছে বলে মনে হয় না। তার রাজনৈতিক পুনর্বাসন মানেই হলো আবার ক্ষমতার চূড়ায় বসে যাওয়া। এরকম শর্ত তৈরি হলেই তিনি দেশে ফিরবেন।

মহিউদ্দিন আহমদ : লেখক ও গবেষক।

বঙ্গভঙ্গ এবং বাঙালি মুসলমান

(৫ পাতার পর)

পানি করা খাজনার টাকায় কলকাতায় গিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করতেন। পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের চোখের সামনে শোষণের যে দৃশ্য ভেসে উঠত, তার প্রতিটি স্তরেই ছিল বর্ণহিন্দুদের আধিপত্য : শোষক জমিদার ছিলেন হিন্দু, রাজস্ব আদায়কারী নায়েব-গোমস্তা ছিলেন হিন্দু, আদালতের বিচারক, আইনজীবী এবং প্রতিপক্ষের আইনজীবী-সবাই ছিলেন বর্ণহিন্দু।

বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ঢাকা আবার প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। নতুন অফিস-আদালত গড়ে ওঠায় পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মুসলিমদের জন্য ব্যাপক সরকারি চাকরির সুযোগ তৈরি হয়। বর্ণহিন্দু জমিদারদের শোষণ থেকে কৃষককে সুরক্ষার জন্য প্রশাসনিক নজরদারি বাড়ে। ঢাকায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মুসলিমদের শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ শিক্ষা তহবিল গঠন করা হয়।

যদি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ না হয়ে অক্ষুণ্ন থাকত, তবে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক চিত্র পুরোপুরি ভিন্ন হতে পারত। বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকত আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, কাছাড় ও সিলেটের মতো বিশাল অঞ্চল। ফলে বাংলাদেশের মোট আয়তন বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি হতো। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় ঢাকাকে একটি অনগ্রসর ধূলিধূসরিত 'মফস্বল শহর' হিসাবে পেতে হতো না। চট্টগ্রাম বন্দর ১৯০৫ সাল থেকেই সিঙ্গাপুর বা করাচির মতো একটি আন্তর্জাতিক শিপিং হাব হিসাবে গড়ে উঠতে পারত।

বঙ্গভঙ্গ ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থে করলেও তা পূর্ববঙ্গের শোষিত ও বঞ্চিত মুসলমান ও নিুবর্ণের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার এক সোনালি সুযোগ। কিন্তু ওই সময়ের কলকাতার বর্ণহিন্দু জমিদার ও স্বার্থান্বেষী মহলের তীব্র বিরোধিতা ও আন্দোলনের মুখে এ বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। এর ফলে পূর্ববঙ্গ আবার কলকাতার একটি শোষিত মফস্বলীয় পশ্চাদ্ভূমিতে পরিণত হয়, যার মাশুল এ অঞ্চলের মানুষকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত দিতে হয়েছিল।

মোহাম্মদ হাসান শরীফ : সাংবাদিক।

৭১ এবং ২৪-কে মুখোমুখি দাঁড়' করানোর

(৮ পাতার পর)

৫৭ জন চৌকস সেনা অফিসার নিহত হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরা ৯ মাস কি ৫৭ জন অফিসার শহীদ হয়েছেন?

(২) শেখ হাসিনার আমলে একটি নয়, একাধিক আয়নাঘর স্থাপন করা হয়েছিলো। এই আয়নাঘর স্থাপন করা হয়েছিলো হিটলারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প এবং গ্যাস চেম্বারের মতো নির্যাতন ও হত্যা করার জন্য। শেখ হাসিনার ১৫ বছরের জালিম শাহীর আগে ও পরে কি কোনো আয়নাঘরের নাম শোনা গিয়েছিলো?

(৩) ড. ইউনূসের আমলে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্যরে নেতৃত্বে যে টাস্কফোর্স গঠিত হয় সেই টাস্কফোর্স অনেক কাগজপত্র ঘেঁটে উদঘাটন করে যে, শেখ হাসিনার আমলে ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। শেখ হাসিনার ১৫ বছরের আগে বা পরে কি ২৩৪ বিলিয়ন তো দূরের কথা, ৫০ বিলিয়ন ডলারও কি পাচার হয়েছে?

(৪) ২০২৪ এর আগে আরো দুটি গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে। একটি ৯০-এ জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে এবং অপরটি ৬৯-এ জেনারেল ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান প্রায় ৬৫ দিন স্থায়ী হয়। এই ৬৫ দিনে নিহত হয়েছিলেন প্রায় ৩০ জন। তেমনি এরশাদ বিরোধী গণঅভ্যুত্থান স্থায়ী হয় প্রায় ২ মাস। এই ২ মাসে নিহত হন প্রায় ১০০ জন। কিন্তু ২৪ এর বিপ্লব স্থায়ী হয় ৩৬ দিন। এই ৩৬ দিনে নিহত হন ১৪ শত ছাত্র-জনতা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং আওয়ামী সশস্ত্র গুন্ডা বাহিনীর বুলেটে আহত হন ২৬ হাজার মানুষ। ছদ্মবেশী আওয়ামী ও ভারতপ্রেমীরা বলুন, মাত্র ৩৬ দিনে এত বিপুল রক্তক্ষয় তারা কি স্বাধীনতার পরবর্তী ৫৪ বছরে কখনো কি দেখেছেন? বা শুনেছেন?

(৫) এর বিপরীতে ড. ইউনূসের আমলে কয়জন নিহত হয়েছেন? তারেক রহমানের ৫ মাসে তো পুলিশ বা বিএনপির কর্মীদের হাতে রাজনৈতিক কারণে বিরোধীদের একজনও নিহত হননি।

(৬) একমাত্র শেখ মুজিব এবং শেখ হাসিনার আমল ছাড়া আর কখনো কি গুম ও খুনের ঘটনা শোনা গেছে? বাংলাদেশে এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের শুরু হয় সর্বহারা পার্টির নেতা কমরেড সিরাজ শিকদারকে হত্যার মাধ্যমে। সিরাজ শিকদারের অপরাধ কি ছিলো? তার স্লোগান ছিলো, 'পিন্ডি ছেড়েছি দিল্লী যাবো না'। তিনি আরো বলেছেন, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয়নি। ঐ দিন আমাদের স্বাধীনতার চাবিকাঠি রাওয়ালপিন্ডির কাঠের বাক্স থেকে দিল্লীর লোহার সিন্দুকে বন্দি হয়েছে।

ভাষা এক না হলেও জাসদ তার জন্মলগ্নে স্লোগান দিয়েছিলো, 'ভারত প্রেমের পরিণাম/ বাংলা হবে ভিয়েতনাম'। বেগম জিয়ার আমলে স্লোগান দেওয়া হয়েছিলো, 'সিকিম নয় ভুটান নয়/ এদেশ আমার বাংলাদেশ'। আর ২৪-এর স্লোগান ছিলো, 'দিল্লী না ঢাকা/ ঢাকা ঢাকা'।

ভারতপ্রেমীদের বলবো, কাঁচের ঘরে বসে অন্যের ঘরে ঢিল ছুড়বেন না। অন্যেরা যদি পাল্টা ঢিল ছোড়ে তাহলে আপনাদের ঐ কাঁচের ঘর মুহূর্তেই ভেঙে চুরে খান খান হয়ে যাবে। ভারতপ্রেমীদের বলছি, এখনো সময় আছে। আজে বাজে ডাঁহা মিথ্যাচার করবেন না। থলির একটি মাত্র বিড়াল বের করেছি আজ। বেশি ঘাঁটাঘাটি করলে প্যান্ডোরার বাক্স সম্পূর্ণ উন্মোচিত হবে। সুতরাং, সাধু সাবধান!

আরেকটি 'অনন্ত যুদ্ধের' ঝুঁকিতে ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর)

ভাবনা নিয়ে কেউ কখনোই যুদ্ধ শুরু করেন না। অথচ ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্টরা বারবার এমন সব সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছেন, যা বছরের পর বছর ধরে চলতেই থাকে। অন্তত পরবর্তী কোনো প্রেসিডেন্ট বা তারও পরেরজন এসে যখন দেখেন যে এ যুদ্ধের খরচ ও রাজনৈতিক খেসারত দেওয়ার কোনো মানে নেই; তখন তিনি নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা ও সেনা প্রত্যাহার করে বাড়িতে ফিরে যান। ইরান ইস্যুতে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও হয়তো একই ফাঁদে পড়তে যাচ্ছেন। তিনি যখন নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছিলেন, তখন যুদ্ধ শুরু করা নয়, বরং যুদ্ধ বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের কথা বাদই থাক, যেকোনো ধরনের দীর্ঘস্থায়ী বা 'অনন্ত যুদ্ধে' কখনো না জড়ানোর কথা বলেছিলেন তিনি। অথচ সমালোচকেরা বলছেন, ইরানের ক্ষেত্রে তিনি ঠিক সেই চিরস্থায়ী যুদ্ধের ঝুঁকিই তৈরি করছেন। ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে যে ইরান যুদ্ধ প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে শুরু করেছিল, তা কখনো আলোচনা আবার কখনো হামলার মধ্য দিয়ে মোড় পরিবর্তন করেছে। ইরান সরকারের পতন ঘটানো কিংবা দেশটির পরমাণু কর্মসূচি বন্ধ করার যে লক্ষ্য ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, তা অর্জনে তাঁরা এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন। উল্টো এ যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিকে অবরুদ্ধ করে এক নতুন ও অত্যন্ত জটিল সংকটের জন্ম দিয়েছে। কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এখন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, অন্তত সাম-য়িকভাবে হলেও, একজন হতাশ ট্রাম্প নিজেকে আবারও যুদ্ধের ময়দানে আবিষ্কার করছেন। ইতিমধ্যে যুদ্ধবিরতি ভেঙে গেছে এবং হরমুজ প্রণালিও অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এক মাসও পার হওয়ার আগেই ভেস্তে গেছে ট্রাম্পের সেই সমঝোতা স্মারক, যা নিয়ে তিনি দাবি করেছিলেন যে এটি তাঁদের সব লক্ষ্য পূরণ করেছে। যদিও সমঝোতা স্মারকটি নিয়ে নানা মহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ছিল। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের ইরান প্রকল্পের পরিচালক আলী ভায়েজ বলেন, উভয় পক্ষই এ সমঝোতা স্মারককে শান্তির সেতু হিসেবে দেখেনি; বরং তারা এটিকে ভিন্ন উপায়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছে। আলী ভায়েজ সতর্ক করে বলেন, একটি টেকসই সমাধানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কোনো কৌশল না থাকলে, এ পরিস্থিতি আরেকটি 'অনন্ত যুদ্ধের' ক্ষেত্র তৈরি করার ঝুঁকি বাড়াবে।

'অনন্ত যুদ্ধের' ইতিহাস ও সামরিক শক্তির সীমাবদ্ধতা : 'অনন্ত যুদ্ধ' বা দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের ধারণা মূলত শুরু হয়েছিল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা এবং এর জের ধরে যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত 'সন্ত্রাসবিরোধী বৈশ্বিক যুদ্ধ' শুরুর ঘোষণার মধ্য দিয়ে। ওই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্তান ও ইরাকে দীর্ঘদিনের সামরিক অভিযানে জড়িয়ে ফেলে এবং দেশ দুটিতে বিপুলসংখ্যক মার্কিন সেনা মোতায়েন করা হয়। শত্রুভাবাপন্ন সরকারগুলোর পতন ঘটানোর মাধ্যমে শুরু হওয়া এসব সংঘাত পরবর্তী সময়ে স্থানীয় বিদ্রোহীদের দমনের লড়াইয়ে রূপ নেয়। অবশেষে বিপুল অর্থ খরচ ও বহু প্রাণের বিনিময়ে যুদ্ধগুলো হয় কোনো অমীমাংসিত অবস্থায়, না হয় (মার্কিন বাহিনীর) পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। লন্ডনের কিংস কলেজের যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক লরেন্স ডি ফ্রিডম্যান গত বছর 'দ্য এজ অব ফরএভার ওয়ার্স' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বলেন, শক্তিশালী সামরিক বাহিনী থাকা দেশগুলোর প্রভাবশালী নেতারা প্রায়ই একটি ভুল ধারণার ফাঁদে পড়েন, যাকে 'স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের বিভ্রম' বলা যেতে পারে। এ নেতারা মনে করেন, যুদ্ধে তাঁরা খুব দ্রুত জয়লাভ করতে পারবেন এবং এর কোনো বিরূপ পরিণতি তাঁদের ভোগ করতে হবে না। অধ্যাপক ফ্রিডম্যানের মতে, ইরানে ট্রাম্প এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনড়উভয়ের ক্ষেত্রে একই বিষয় দেখা যাচ্ছে। তাঁরা সামরিক শক্তির সীমাবদ্ধতা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এমন সব লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন যা অর্জন করা যদি আদৌ সম্ভবও হয়, তবে তা শুধু দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মাধ্যমেই সম্ভব। যুদ্ধক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠত্বকে যদি একটি স্থায়ী রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সাফল্যে রূপ দেওয়ার সঠিক কৌশল না থাকে, তাহলে বিশ্বের সবচেয়ে অত্যাধুনিক সামরিক বাহিনী দিয়েও লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না। ট্রাম্পের সামনে এখন বাড়তি চ্যালেঞ্জ হলো, তিনি মার্কিন জনগণের কাছে রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য স্থলসেনা ইরানের মাটিতে না পাঠিয়ে, শুধু বিমান ও নৌবাহিনীর শক্তি ব্যবহার করে এ যুদ্ধে জিততে চাইছেন। ১৯৯১ সালের পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং এটি লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছিল। কারণ, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল সীমিতড় শুধু কুয়েত থেকে ইরাকের সাদ্দাম হোসেনকে বিতাড়িত করা। কিন্তু তাঁর ছেলে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইরাকের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় এ শিক্ষা ভুলে যান, যার চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে ওই অঞ্চলে উল্টো ইরানের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। আফগানিস্তানের ক্ষেত্রেও, জুনিয়র বুশ তালেবানদের ক্ষমতাচ্যুত করার পর তিনি ও তাঁর উত্তরসূরিরা আফগান সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। অবশেষে ওয়াশিংটন যখন এ দীর্ঘ চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন সেখানে তালেবান আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। তবে ইরানে ট্রাম্পের যুদ্ধযাত্রার পেছনে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি যুক্তিও রয়েছে, যা নিজে বহুবার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, ১৯৭৯ সালে ইরানে শাহের পতন এবং পরে ৬০ জনের বেশি মার্কিনকে জিম্মি করার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যে দ্বন্দ্বের শুরু হয়েছিল, তা ৪৭ বছর ধরে চলছে। ট্রাম্প মূলত ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে এ দীর্ঘদিনের পুরোনো সংঘাতেরই একটি চূড়ান্ত অবসান ঘটাতে চান।

সংঘাতের ধারাবাহিক চক্র ও ইরানের ভিন্ন প্রেক্ষাপট : জনস হপকিনস স্কুল অব অ্যাডভান্সড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের অধ্যাপক ভালি নাসর মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের এ 'অনন্ত যুদ্ধ' প্রকৃতপক্ষে একটি দীর্ঘ সংঘাতের ধারাবাহিক চক্র। এ দ্বন্দ্ব কখনো চরম উত্তেজনায় রূপ নিয়েছে, আবার কখনো চুক্তির মধ্য দিয়ে শান্ত হয়েছে। যেমন ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তি, যা ২০১৮ সালে ট্রাম্প নিজেই বাতিল করেছিলেন। অন্যদিকে, কার্নেগি অ্যান্ডোমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের সিনিয়র ফেলো অ্যারন ডেভিড মিলার বলেন, ইসরায়েলের উসকানিতে ট্রাম্প আসলে দেশটির সমান্তরাল আরেকটি 'অনন্ত যুদ্ধে' জড়িয়ে পড়েছেন। এটি হলো, ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যকার যুদ্ধ; যা বর্তমানে লেবানন, ফিলিস্তিন ও ইয়েমেনে ইরানের প্রক্সি বা ছায়া গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে চলছে। ট্রাম্পের সামনে এখনো সুযোগ রয়েছে এ অপ্রিয় যুদ্ধকে নিজ সমর্থকদের কাছে একধরনের বিজয় হিসেবে তুলে ধরে সেনা প্রত্যাহার করার। কিন্তু সবাইকে অবাক করে তিনি যেন এ যুদ্ধেই নিজের শক্তি আরও বাড়িয়ে চলেছেন, যদিও কূটনৈতিক সমাধানের কোনো স্পষ্ট পথ তাঁর সামনে নেই। ইরান হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর আর ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এ প্রণালি উন্মুক্ত রাখার। দুপক্ষের অনড় অবস্থানের কারণে মিত্রদের সহযোগিতা নিয়েও হয়তো এখানে অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি সামরিক অভিযানে জড়িয়ে থাকতে হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রকে। তবে আফগানিস্তান বা ইরাকের দ্বিতীয় যুদ্ধের তুলনায় ইরানের এ যুদ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আগের দুটি যুদ্ধেই হাজার হাজার মার্কিন স্থলসেনা দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে অবস্থান করেছিলেন। তখন তাঁদের লড়াই করতে হয়েছিল মূলত মার্কিনুসমর্থিত নতুন সরকারের বিরোধী বিভিন্ন মিলিশিয়া ও 'সন্ত্রাসী' গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, ইরানের মতো কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। তা ছাড়া ভিয়েতনাম, ইরাক বা আফগানিস্তানের মতো পরিস্থিতি ইরানে নয়। ইরান হরমুজ প্রণালি অবরুদ্ধ করে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বড় অর্থনৈতিক আঘাত হানার সক্ষমতা রাখে। এ ক্ষমতা তেহরানকে একটি শক্তিশালী সুবিধা এনে দিয়েছে এবং এ কারণেই তারা এ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে রাজি হবে না। ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক পরিচালক সুজান ম্যালোনি বলেন, যুদ্ধপূর্ব পরিস্থিতিতে ফিরে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই। ইরাকের মতোই, যুক্তরাষ্ট্রের ভুল ধারণা ও হিসাব-নিকাশ এ অঞ্চলের ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে দিয়েছে। তিনি আরও মনে করেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে কোনো বাধা ছাড়া জাহাজ চলাচলের দিন হয়তো এখন চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। সুজান ম্যালোনি মনে করেন, এর ফলে একটি 'নতুন স্বাভাবিক' পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তবে ইরান যেহেতু যখন খুশি তখন যেকোনো জাহাজে আঘাত করার সক্ষমতা রাখে, তাই এ নতুন পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে মার্কিন সামরিক বাহিনীকে অনেক বেশি শক্তিশালী অবস্থানে থাকতে হবে। আফগান যুদ্ধ নিয়ে কাজ করা অধ্যাপক ভালি নাসর বলেন, ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বাজি বা স্বার্থ তেহরানের চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই অনেক কম। এ কারণেই একপর্যায়ে মার্কিনদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের গতি ধীর হতে শুরু করে, যেখানে অন্য পক্ষ (ইরান) আগের মতোই তীব্রতা বজায় রাখতে প্রস্তুত থাকে। ভালি নাসর মনে করেন, ভিয়েতনাম বা আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র যখনই সেনা প্রত্যাহার করতে শুরু করেছিল, তখনই যুদ্ধের ভারসাম্য বদলে যেতে শুরু করেছিল। তবে ইরানের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এ যুদ্ধের একটি চূড়ান্ত অবসান ঘটানো এখনো অনেক দূরের বিষয় বলে মনে হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের ইরান প্রকল্পের পরিচালক আলী ভায়েজ বলেন, উভয় পক্ষ ইতিমধ্যে এটি প্রমাণ করেছে যে তারা একটি ন্যূনতম রূপরেখা চুক্তিতেও টিকে থাকতে পারছে না, যে চুক্তিতে সব মূল বা মৌলিক বিষয় ভবিষ্যতের জন্য তোলা রাখা হয়েছিল। তিনি সতর্ক করে বলেন, তারা যদি এতটুকুও করতে না পারে, তবে তা সাময়িক বা বিচ্ছিন্ন সংঘাত ও একটি চিরস্থায়ী বা 'অনন্ত যুদ্ধের' মাঝখানের শেষ দেয়ালও ভেঙে দিতে পারে।

বৃষ্টিময় চর

(১১ পাতার পর)

চিকচিক করে। ধানের চারা মাথা তোলে। বকন বাছুরটা আবিদার পায়ে মুখ ঘষে।

আমানুল্লাহ দূরে দাঁড়ায়। কিছু কয় না। শুধু তাকায়। ওই তাকানোর মধ্যে দয়া নাই। কামনা নাই। আছে সম্মান। আছে মায়া। আছে একটা মানুষরে মানুষ ভাবার চোখ।

আবিদা বাছুরের দড়ি ধরে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে একবার পিছন ফেরে। সলিমুদ্দীন গাড়িতে ওঠে। পিছন ফেরে না। পুলিশের পিঠ শক্ত। কিন্তু কাঁধটা একটু ঝুঁকে গেছে। যেন তিন বছরের অপরাধের বোঝা।

আবিদা হাঁটে। চরের মাঠে তার পায়ের ছাপ পড়ে। বৃষ্টির পানিতে ছাপগুলো ভরে যায়। কিন্তু ছাপ মুছে যায় না। মাটির গভীরে গেঁথে যায়।

লোকে পরে কয় ড় আবিদার পেটে বাচ্চা আসছে। কার বাচ্চা? আমানুল্লাহর? নাকি সলিমুদ্দীনের শেষ রাতের? কেউ জানে না। আবিদাও কয় না। সে শুধু হাসে। হাসিটা আষাঢ়ের শেষ রোদের মতো।

চরের বুড়ি কয় ড় "মাইয়াটার চোখে এখন খরা নাই। চোখে এখন নদী। নদীতে জোয়ার আসলে কূল ভাঙে। আবিদার কূলও ভাঙছে। এবার নতুন কূল গড়বে।"

তালাকের কাগজ কাদায় মিশে গেছে। সমাজের বিচার মাতব্বরের বটতলায় আটকে আছে। পুলিশের গাড়ি চলে গেছে।

চরে শুধু আবিদা আছে। বকন বাছুর আছে। আর আছে একটা বিশ্বাস ড় মেয়ে মানুষ শুধু মা না, মানুষও। তার মনের খরা কাটলে, সেও ফসল দেয়। সন্তান দেয়। জীবন দেয়। নিজের শর্তে। রাতে আবিদা ঘুমায়। স্বপ্নে দেখে ড় সে দৌড়াচ্ছে। বকন বাছুরের মতো না। নিজের পায়ে। খোলা মাঠে। পেছনে আমানুল্লাহ ধীরে ধীরে হাঁটছে, আবিদার কাছাকাছি এসে গেছে, আবিদা মাথা নিচু করে দাঁড়াই। সামনে শুধু সবুজ। আর আকাশ। বৃষ্টি নাই। খরা নাই। শুধু আলো। সে আলোর আলোকবর্তিকা আমানুল্লাহ।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস
সেবা সমূহ
ব্যানার পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড মগ
ক্যালেন্ডার ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন লেভেল/স্টিকার
ফ্লায়ার আইডি কার্ড
মেনু টি-শার্ট
পত্রিকা এড রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার লেমিনেশন
ক্রেস্ট ফোল্ডার
We are in Jackson Heights NY 11372
আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং
www.bigdesignus.com
সুবিধা সমূহ
সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
কাজের সুন্দর পরিবেশ
ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা
BIG DESIGN PROFESSIONAL
37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১০৪-৮৪ ১৬৫ স্ট্রিট, দোতলায় ৩ বেডরুম, ১ বাথরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। ফোন করুন বা টেক্সট মেসেজ রাখুন: ৩৪৭-৮৯১-২২৪৬ বি-০৬-০৮

বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে

উডহ্যাভেন ও আটলান্টিকের কর্ণারে রেনোভেটেড ৩ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। খুব কাছেই মসজিদ ও সুপার মার্কেট। যোগাযোগ: আমিন। ফোন : 646-287-9314 বি-০৭-০৯

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ২০১ স্ট্রিটে বড় দুই বেডরুমের সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া হবে। প্রবেশপথ সম্পূর্ণ আলাদা। মসজিদ আর-রাইয়ান, সুপারমার্কেট ও হিলসাইড এভিনিউ এর খুব কাছে। যোগাযোগ: 347-364-4944 বি-০৫-০৭

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রেশ মেডোসে সম্পূর্ণ নতুনভাবে রেনোভেটেড ২ বেডরুমের সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ফোন: ৭১৮-৪৪০-২৫১৪ নম্বরে কল করুন, অথবা টেক্সট দিন। বি-০৫-০৭

বাসা ভাড়া

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউনিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বাসা ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলা ভাড়া হবে। দুই বেডরুম ও একটি ছোট সিঙ্গেল রুম আছে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-০৫-০৭

বেসমেন্ট ভাড়া

আগামী ১ আগস্ট থেকে জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং পারসন্স বুলেভার্ড 'এফ' ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৫-৫৬৪৬, ৩৪৭-২৬৪-৭৩২২। বি-০৩-০৫

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউনিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে সেমি বেসমেন্টে ২ বেড, কিচেন, বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বেসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড, ইয়র্ক কলেজের পেছনে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-৫২-০২

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, ডাইনিং রুম, অতিরিক্ত রুম ওয়ান এন্ড হাফ বাথরুমসহ অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ৩০০০ ডলার। ইউটিলিটি আলাদা। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০ বি-০৬-০৮

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণভাবে রেনোভেটেড এক বেডরুমের বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৪৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০ বি-৫২-০২

জ্যামাইকায় বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ড, সাটফিনে ৩টি পৃথক রুম, একটি ফুল বাথ, ডাইনিং এর স্থান ও কিচেনসহ ২টি পৃথক রুম ভাড়া হবে। সকল ইউটিলিটিসহ মাসিক ভাড়া ২৩০০ ডলার। কাছেই কিউ ৬, কিউ ১১১, কিউ ১১৩, কিউ ১১৪ বাস স্টপেজ এবং 'ই', ও 'এফ' ট্রেন স্টেশন। আল-আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারিও কাছাকাছি দূরত্বে। ভালো আয়ের কর্মজীবী ব্যক্তির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বর্ণিত বিবরণের ব্যক্তিগণ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে 718-322-1488 ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। বি-৪৮-৫০

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: 917-365-1401

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন (৩২ এভিনিউ ও ৮৭ স্ট্রিট) প্রাইভেট হাউজের দোতলায় বাসা ভাড়া হবে। ১ বেডরুম,লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম নিয়ে গঠিত এ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ-
917-848-4245
(কল করার সময়-বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা)

জ্যামাইকায় কয়েকটি পৃথক রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ডে ৩টি ও ৩টি পৃথক রুম, ১টি ফুল বাথরুম ও একটি ফুল কিচেন ও ডাইনিং রুম। মাসিক ভাড়া সকল ইউটিলিটিসহ ২৩০০ ডলার। Q111, Q113, Q114 evm Ges E / F train হাঁটা দূরত্বে। ভাড়া নিতে আগ্রহী কর্মজীবীদের ভালো আয় থাকা আবশ্যক। কাছেই আল আন-সার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারি। বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন: ৭১৮-৩২২-১৪৮৮ (সকাল ১০টার মধ্যে রাত ১০টার ম ে ধ ্য) বি-০৪-০৬

Separate Rooms for Rent in Jamaica

155 Linden Blvd, Shutpin Jamaica, 3 separate rooms . 2 separate rooms with 1 full bath and 1 full kitchen room with dining place, monthly rent $2300. included all utilities. Q6, Q111, Q113, Q114 bus service than E / F train. Looking for good income and working person. Near Al Ansar Masjid and near Bangladeshi grocery store. If you are qualify than contact at 718-322-1488. Please Call between 10am to 10pm. বি-০৪-০৬

মহিলা কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটানে অবস্থিত স্বনামধন্য ব্যাগেল স্টোর "Broadnosh Bagel" এর বিভিন্ন লোকেশনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রিলে এবং ডেলিতে কাজের জন্য পুরুষ কর্মী এবং ক্যাশিয়ার পদে মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: ফোন অথবা টেক্সট : 718-600-0923 বি-০৬-১১

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার-মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: 01911-350494; Email: nazrul208165@gmail.com বি-০৭-০৯

House for Rent

- ❑ Basement, 2bd, 1 bath, living 79th street & Northern Ave.
- ❑ 4bd, 1.5 bath, living, dining Queens Village.
- ❑ 3 bd, 1bath, living, 111th Street & 101 street Ave.
- ❑ 3bd, 1bath, living & dining. 89-11, 207th Street
- ❑ 3bd, 1bath, living, dining, Jamaica Estate.
- ❑ 3bd, 1bath living dining 174th Street & 111th Ave.
- ❑ 2bd, 1bath, living 2nd floor.
- ❑ 2bd, 2bath, living and floor. Close LIRR.
- ❑ 3bd, 1bath, big living-146-13, 105th Ave.
- ❑ 3bd, 2baths, living, dining, 1st floor+ Parking, 164-25, 109th Rd.
- ❑ Attic 1bd, 1bath living, 172nd Street & 90th Ave.
- ❑ Attic 2bd, 1bath big living, 85-56, 151st street.
- ❑ 3bd, 2bath, living, dining, 2nd floor, $3200, 164, 39, 108th Ave.
- ❑ 3bd, 2bath living, dining 1st & 2nd floor, 9486 218th Street. Rent $3100 plus bills
- ❑ 3bd, 1bath, living, dining, 1st floor, 177-47, 106 Ave.
- ❑ 2bd, 1bath, kitchen and 2nd floor+nice attic, 111-16, 173rd Street.
- ❑ 3bd, 1.5 bath living, dining. $3000+Utility
- ❑ 3bd, apartment, Jackson Heights, 82nd street & 34th Ave. Close 7 train
- ❑ Basement 2bd, 1 bath, living 151-14, 85th Ave..
- ❑ Semi basement 2bd, big Living, Parsons Blvd & Hillside Ave. $2000
- ❑ 3bd, 1 bath living 88-25 172nd steet.
- ❑ 1bd, 1 bath living, dining, 88-23, 171st street
- ❑ 3bd, 1bath, dining, 1st floor 104-31, 164th Road.
- ❑ 3bd, 1bath, big living 2nd floor, 177th Street, Liverty Ave.
- ❑ 1bd, 1bath, living, 1st floor 187th & 90th Ave.
- ❑ 3bd, 2 bath, dining, parking 176-11, 120th Ave. 3400+bills.
- ❑ Jackson Heights, 2bd, 1bath, living, dining, 78th Street & 32nd Ave.
- ❑ 2bd, 1 bath, big living, 150 St & Hillside Ave
- ❑ Duplex 3 bd 2bath living, dining, Merrick Blvd & 108th Ave, 2nd flr, 3rd flr 108-41 171 St, $3200 + Electric bill
- ❑ 1bd. 1bath, living 168th St & 84th Ave
- ❑ Ozone Park 3bd 1 bath, living
- ❑ 2bd, 1bath Attic 186th St & 90th Ave
- ❑ 2bd 1 bath, living, 3rd flr
- ❑ Astoria, 2bd Apartment, 21-28 35th St
- ❑ 3bd 2 bath living, dining, 2nd flr, 177the st & Liberty Ave
- ❑ Astoria 3bd 2bath, living dining, balcony, 35-29 34th St
- ❑ 2bd, 1 bath, living, Queens village

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Office cum Account Assistant Wanted

Al-Mamoor School is accepting applications for an Office cum Account Assistant position. Please email your application and resume by July 17 to:

Mohsinpatwary51@gmail.com

B-05-07

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন!

BUY-SELL-LEASE

Jashim Chowdhury
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

- Free Market Analysis
- Professional Photography
- Shorter Days on Market
- Sell for Top Dollars

EXIT
EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

খণ্ডকালীন চাকুরি আবশ্যক

একজন বয়স্ক লোকের জন্য খন্ডকালীন কাজ প্রয়োজন। বিদেশি মালিকানাধীন দোকান অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আগামী নভেম্বর ২০২৬ সময়ের মধ্যে। যোগাযোগ: মি. খান, ফোন **৩৪৭-৩৫৫-৫২৫০** বি-০৪-০৬

পাত্রী আবশ্যক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী সাবেক প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা (স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত) পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের ডিভোর্সড পাত্রের জন্য সাধারণ পরিবারের অনুর্ধ্ব ৩৬ বছর বয়সী এইএসসি-মাস্টার্স উত্তীর্ণ পাত্রী আবশ্যক। পাত্রীকে অবশ্যই সৎ, ভদ্র ও দায়িত্বশীল হইতে হইবে। পাত্র বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এর 'সাবস্টিটিউট টিচার' পদে কর্মরত। এছাড়া নিউইয়র্কে কয়েকটি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় লিস্টেড হয়েছেন। পাত্রী/অভিভাবক নিঃসংকোচে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগ: 929-350-4297; ইমেইল: alam-sky777@gmail.com
বি-৫২-০১

OFFICE SPACE FOR RENT IN ISP BUILDING

AT
74TH ST, JACKSON HEIGHTS NY 11372
CALL : ISP AT:
718-426-2700
For further information.

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

স্টোর বিক্রয় হবে

'এম' ট্রেন সাবওয়ে ক্রস স্ট্রিট স্টেশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত স্থানে একটি স্টোর বিক্রয় করা হবে। লোটো, বিয়ার, সিগারেট, জাইন টোব্যাকো, ক্যান্ডি, কোল্ড ড্রিঙ্কস, ওষুধ, ব্যক্তিগত পরিচর্যা সামগ্রী ইত্যাদির জন্য সুবিধাজনক।
যোগাযোগ: **347-933-7455** বি-৫১-০১

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**
বি-১৪-১৬

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

পাত্র-পাত্রী চাই

17 Years Experience

আপনার স্বপ্নের জীবন সংগী/সংগিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1(713)-900-6023
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: **৯০১-৩৪০-৬৮৬২**; ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**
বি-২৪-২৭

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438
ইমাম জুবাইর রাশিদ
ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432
বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।
যোগাযোগ: মো. ওয়ালিউল্লাহ
ফোন: 929-636-6816

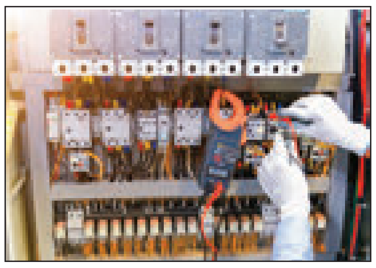

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

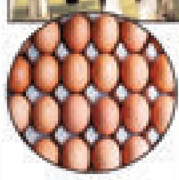

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm, Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422
168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

Sagar Restaurant

Sagar CHINESE
168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: 718-298-5696, 718-657-2855
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street (169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13 — Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15 — Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6 — Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28 — Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
(718) 478-7000 ; (347) 652-9500
Call Mohammad for Free Estimate — INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্‌ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্‌ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832
Bangladesh Center inc
বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেস্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

House Sell

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিষ্টার
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

Build a Community

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Licensed R. E. Salesperson

ইয়েলো সোসাইটির বনভোজন অনুষ্ঠিত

(শেষ পাতার পর)

হ্যাকশেয়ার স্টেট পার্কে মনোরম পরিবেশে বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করে সংগঠনটি। পৃথিবীর যে প্রান্তেই বাস করুক না কেন, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের টান উপভোগ করেন বাংলাদেশিরা। সোসাইটির সদস্য, তাদের পরিবারবর্গ এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে নিউইয়র্ক সিটি থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে ভ্রমণে যায় ইয়েলো পরিবার সদস্যরা। গন্তব্যে পৌঁছে সবাই নয়ন ভরে দেখে নেন প্রাকৃতিক বুকে গড়ে ওঠা বিভিন্ন স্থাপনা ও প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য। তাঁরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উল্লাস প্রকাশ করেন। কয়েক পর্বে সাজানো অনুষ্ঠানে শুরু ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সকলের উপস্থিতিতে বেলুন উড়িয়ে বনভোজনে উদ্বোধন করেন সোসাইটির সভাপতি মাসুদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহেদুল হক রওশন ও পিক-নিক উদযাপন কমিটির আহবায়ক মামুন খান।

এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মো: শাহ আলম, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ এ. আউয়াল ভূইয়া, বুলু মিয়া, *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

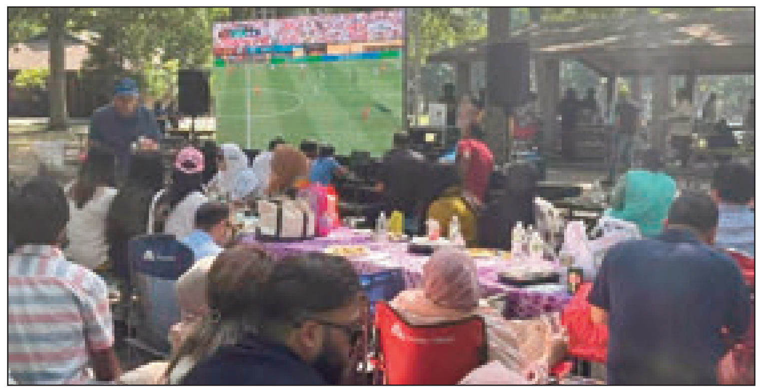

Dr. GeeCee Pat

1st AIDE HOME CARE INC
A licensed home care agency, NY

DBA
SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

নিউইয়র্কে ভাড়াটিয়াদের সুরক্ষায় মেয়র মামদানি

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির ভাড়াটিয়াদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, হয়রানি ও আবাসন সংকট মোকাবিলায় একগুচ্ছ যুগান্তকারী উদ্যোগ ঘোষণা করেছেন নিউ-ইয়র্ক সিটির *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

মামদানি ২০২৯ পুনর্নির্বাচন যুদ্ধে আগেভাগেই মাঠে

বাংলাদেশ ডেস্ক : মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই ২০২৯ সালের পুনর্নির্বাচনকে সামনে রেখে শক্তিশালী নির্বাচনী তহবিল *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী হিসেবে অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীর অনুমোদন

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশি-আমেরিকান আইনজীবী অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস এ আইনজীবী হিসেবে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পেয়েছেন। এই অনুমোদনের মাধ্যমে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে মামলা দায়ের, *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই সরকারের ভিশন

নিউইয়র্কে সেমিনারে ড. তিতুমীর

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): গ্লোবাল বাংলাদেশ এলায়েন্স আয়োজিত এক ‘পলিসি ডায়লগ’ সেমিনারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারের একটি দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে। সরকার পরিচালনায় এই দার্শনিক ভিত্তি অনেক *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

শামসুল হকের নির্বাচন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এর ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি নির্বাচনের চূড়ান্ত পুনর্গণনায় মাত্র সাত ভোটের *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করার উদ্যোগ ইসির

ঢাকা : প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়া আরও সহজ করার উদ্যোগ নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। নতুন ব্যবস্থায় *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

নিউইয়র্কে বাণিজ্যমন্ত্রীর মতবিনিময়

প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগের আহ্বান

নিউইয়র্ক : বাণিজ্য,পাট, বস্ত্র ও শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হলো বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা। গত ১৭ জুলাই ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে আয়োজিত এক *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

কুমিল্লা-২’র এমপি অধ্যাপক সেলিম ভূইয়াকে সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক : কুমিল্লার-২ (হোমনা-তিতাস) থেকে নির্বাচিত সংদস্য, শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যপরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং বিএন-পির কেন্দ্রীয় কমিটির *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

জাতিসংঘে সেতুমন্ত্রী রবিউল ইসলাম

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি অর্ধেকে কমিয়ে আনার অঙ্গীকার

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশে ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ও আহতের সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমিয়ে *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের ভিসায় বড় পরিবর্তন

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন বিদেশী শিক্ষার্থী, বিনিময় দর্শনার্থী এবং সাংবাদিকদের ভিসার নিয়মে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। নতুন এই বি-ধিনিষেধের ফলে কয়েক দশক ধরে চলে আসা ‘ডিউরেশন *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ দিচ্ছে বিনামূল্যে কাপড় শুকানোর ড্রায়ার

তোফায়েল চৌধুরী

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটি এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশীদের নিজ বাসা কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাপড় শুকানোর জন্য বিনামূল্যে এইউপি ড্রায়ার দিচ্ছে গ্রি-ম্যাকানিকাল ইয়ংকাস। যে কেউ সংগ্রহ করতে পারেন এই ফ্রি ড্রয়ার। এজন্য সিটি *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

আমার বিচিত্র জীবন

কাজী জহিরুল ইসলাম

পর্ব - ১৮: কলেজ জীবনের কয়েকটি ঘটনা বলি। টেবিল টেনিস রুমের দখল নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া, মারামারি হত। আমি এবং মিজান টেবিল টেনিস এডিক্ট হয়ে পড়ি। নিয়ম মেনে লাইন ধরেই আমরা খেলি, কখনো জোর *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

ইয়েলো সোসাইটির বনভোজন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: প্রবাস জীবনের সব ব্যস্ততাকে ছুঁড়ে ফেলে আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে হয়ে গেল প্রবাসে অন্যতম পেশাজীবি সংগঠন ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক ইনকের বনভোজন। গত ১৯ জুলাই রবিবার লং আইল্যান্ডের *(বাকি অংশ ৫০ পাতায়)*

পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুলের নামে ব্রঙ্কসে সড়কের নামকরণ

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নিউইয়র্ক পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

জ্যামাইকায় রেস্টুরেন্ট ‘জল খাবার’ উদ্বোধন

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের জ্যামাইকা এলাকায় যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশি মালিকান-াধীন নতুন রেস্টুরেন্ট ‘জল খাবার’। গত ১৭ জুলাই শুক্রবার জ্যামাইকা অ্যাভিনিউর ১৬৮-০১ নম্বর *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

মুনা জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টারের বনভোজন

নিউইয়র্ক : গত ১৯ জুলাই রবিবার লং আইল্যান্ডের ভ্যালিষ্ট্রিম পার্কের মনোরম পরিবেশে মুসলিম *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

জুলাই অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে নিউইয়র্কে স্মরণসভা ১ আগস্ট

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে “আমেরিকায় জুলাই জাগরণ” শীর্ষক স্মরণসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে এন-সিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ। ২০ জুলাই এ উপলক্ষে *(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)*

Classified
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার
Help Wanted
বাংলাদেশ

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside, NY-11377 718.205-7200
ফ্রি ডেলিভারী
বিশাল মূল্যহ্রাস
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ২টি (কালার চিকেন) ফ্রি
(অথবা ২টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
We accept all major credit cards
৩টি হার্ড চিকেন $17.99
We accept EBT/Foodstamp
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায়

Highland Medical Care, PLLC
NAZMUL H. KHAN, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
ফ্রি ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-8991 Fax: 718-262-8992

স্টার্লিং SP ফার্মেসী
আপনি অপেক্ষায় থাকতে প্রেসক্রিপশন পূরণের নিশ্চয়তা
2098 Starling Ave. Bronx, NY 10462. Tel: 718-684-6880

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Given to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
516-900-7860

মান্নান ডিসকাউন্ট স্টোর
এন্ড হাউজহোল্ড সেন্টার
37-14, 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-426-3542

Shafi Chowdhury
Consultant
Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com
e-file
169 St. Station (Al Hamrah 2nd Fl)

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com